সমুদ্রগুপ্ত

(নাটক)

[মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ রাহা

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক—
শ্রীভূপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ
ও
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ
ইণ্ডিয়ান বুক ষ্টোরস
২০৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
কার্ত্তিক —১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

--:*:--

তরুণ বাংলার অতুলনীয় কলাবিৎ,

অপরূপ রূপ-শিল্পী,

নাট্যভারতীর বর-পুত্র, নটশ্রেষ্ঠ—

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর

করকমলে

এই নাটক খানি

পরম প্রীতিভরে অর্পণ করিলাম।

সুধীন্দ্র

ভূমিকা

কয়েকটী ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে "সমুদ্রগুপ্ত" নাটক রচিত হইলেও ইহাকে খাঁটী "ঐতিহাসিক নাটক" আখ্যা দিতে পারা যায় না বোধ হয়। কুশ বা কেশবগুপ্তের বিদ্রোহ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মে সংঘর্ষের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য হইলেও দত্তাদেবীর অপহরণ মূলক নাটকের প্রকৃত আখ্যান-বস্তুটী নিতান্তই কাল্পনিক। আমার বিশ্বাস—রস সৃষ্টিই নাট্যকারের উদ্দেশ্য—সর্ব্বতোভাবে ইতিবৃত্তকে অনুসরণ না করিলেও তিনি দণ্ডার্হ হইতে পারেন না।

বলিয়া রাখা ভাল "বাঘরাজ"টী ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

অত প্রাচীন যুগে বাংলা দেশে তামাক ছিল কিনা—সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। সাধারণের বিশ্বাস—সার ওয়াল্‌টার র‍্যালে-ই আমেরিকা হইতে সর্ব্বপ্রথম তামাক আনিয়া সভ্যজগতে উহার প্রচলন করেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে র‍্যালের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে আরব দেশে তাম্রকূট ও ফরশীর ব্যবহার ও সমাদর ছিল। ভারতে ও আরবে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং আরব-দেশজ এই সৌখীন বস্তুটী বণিকগণের মারফৎ বাংলার রাজার দরবারে হাজির হইয়াছিল—ইহা কল্পনা করিয়া লইলে এমন কি অন্যায় করা হয়?

এই নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া মনোমোহন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ আমার আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন! পুস্তক-মুদ্রণের ভারগ্রহণ করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূপাল ভট্টাচার্য্য বি, এ ও আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়াছেন।

সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই নাটকে দুইটী সুন্দর নৃত্যের (কালনাগিনীর সর্পনৃত্য ও ছুরিকানৃত্য) পরিকল্পনা করিয়া দিয়া আমাকে একান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আরও অনেক বিষয়ে সহানুভূতি লাভ করিয়াছি—এ জন্য আমি তাঁহার কাছে ঋণী।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এই নাটক সম্পর্কে

বহু বিষয়ে আমি দুশ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ, তাহা শোধ করিবার নয়; শোধ করিতে চাই-ও না—এ ঋণে আনন্দ দেয়—পরিতাপ সৃষ্টি করে না।

এক জনের কথা বলিতে বাকী থাকিল। নাটকের ভাষায় বলিতে গেলে—"মরু-প্রাণে যে এনেছে মন্দাকিনী-ধারা"—সেই দুর্দ্দিনের বন্ধুর কথা। তিনি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

পৃথিবীতে আসিয়া যতগুলি লোকের ক্ষতির কারণ হইয়াছি—তাহার মধ্যে নির্ম্মলেন্দু বাবু প্রধান একজন। অন্য সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অভি সম্পাত দিয়াছে—নির্ম্মলেন্দুর নিকট পাইয়াছি—স্নেহালিঙ্গন। নৈরাশ্যে হৃদয় যখন প্রপীড়িত—তখন সেখানে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন নির্ম্মলেন্দু। থা'ক—সে সব কথা।—

তাঁহারই প্রেরণায় 'সমুদ্রগুপ্ত' লিখিতে বসি। লিখিতে বসিয়া পদে পদে তাঁহার উপদেশ পাইয়াছি। প্রতি ছত্র তাঁহার পরামর্শে সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী ঘটনা সংস্থানের মধ্যে তাঁহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। প্রত্যেকটী চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি চিত্রিত করিতে গিয়া তাঁহার অমূল্য অভিজ্ঞতা ও কল্পনা-শক্তির পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করিয়াছি। বিশেষ করিয়া মণিয়া ও কালনাগিনীর চরিত্র-দ্বয় তাঁহার সৃষ্টি কি আমার সৃষ্টি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নাটকের অনেক স্থানে রচনাও নির্ম্মলেন্দু বাবুর। এমনি প্রাণময়, কবিত্ব-পূর্ণ, নাটকীয় রসে ভরপুর সে ভাষা—যে তাহা নাটকের অঙ্গীভূত করিয়া নাটকের শ্রীবৃদ্ধিই করিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে বলি—নির্ম্মলে বাবু একান্ত চেষ্টা না করিলে নাটকখানি মনোমোহন রঙ্গালয়ে অভিনীত হওয়াও সম্ভব হইত না।

অনেক কথাই বলিলাম—অনেক কথা বলা হইলও না। প্রত্যেক মেঘেই নাকি একটা রজত-রেখা (silver lining) থাকে—আমার দুর্ভাগ্য জীবনের সেই রজত-রেখা হইতেছেন নির্ম্মলেন্দু। তাঁহার স্নেহ ভুলিবার নয়।

নাট্যকার।

নাটকীয় চরিত্র।

পুরুষ

সমুদ্রগুপ্ত	...	গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পরে মগধ সম্রাট।
কেশবগুপ্ত	...	সমুদ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, (বৈমাত্রেয়)
কশ্যপ	...	বৌদ্ধ মহাস্থবির, ধর্ম্মগুরু।
হরিসেন	...	সমুদ্রগুপ্তের বন্ধু।
অম্বক	..	মগধ সেনাপতি।
জয়ধ্বজ	...	কুমারদেবীর অনুচর, লিচ্ছবি সৈন্যাধ্যক্ষ।
রত্নেশ্বর	.	মগধের সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠী।
রঘুবর	...	ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—(চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত)
অনন্তসেন	...	বঙ্গরাজ।
বীরসেন	...	ঐ সেনাপতি।
রাজারাম	...	চণ্ডাল—মণিয়ার মাতুল।
বাঘরাজ	...	পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির রাজা।

স্ত্রী

কুমারদেবী	.	গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পত্নী—মগধ সম্রাজ্ঞী।
দত্তাদেবী	...	প্রয়াগের রাজকন্যা, সমুদ্রের বাগ-দত্তা স্ত্রী, পরে মগধ সম্রাজ্ঞী।
মণিয়া	...	রঘুবরের কন্যা—চণ্ডালিনী গর্ভজাতা।
কালনাগিনী	...	বাঘরাজের ভগ্নী—সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণা' নামে অভিহিতা।

সমুদ্র গুপ্ত
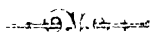
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

পাটলিপুত্র—রাজপ্রাসাদ

রাত্রিকাল—সমস্ত প্রাসাদ নিস্তব্ধ, অন্ধকার। মাত্র একটী কক্ষে স্তিমিত আলোক জ্বলিতেছিল। গৃহপ্রান্তে হস্তীদন্তের পালঙ্কে গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শবদেহ শায়িত। শবের পদতলে মস্তক রক্ষা করিয়া সম্রাটপুত্র কেশবগুপ্ত বসিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে কৃষ্ণবর্ণ গাত্রাবরণীতে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত করিয়া বৌদ্ধ মহাস্থবির কশ্যপ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কশ্যপ ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া কেশবগুপ্তের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। কেশব চমকিত হইয়া মস্তক হেলাইয়া তাহার দিকে চাহিলেন —কোন কথা বলিলেন না।

কশ্যপ। (মৃদুস্বরে) কুমার!

কেশব। (নীরব)

কশ্যপ। কুমার! প্রস্তুত সব?

কেশব। না—

কশ্যপ। সে কি কথা।
শুনিলাম রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীমুখে,
সেনাপতি অমাত্য নিচয়
একবাক্যে বলিয়াছে সবে—
"গুপ্তরাজ্যে কেশবের হবে অভিষেক !"
সে কি সত্য নহে তবে ?

কেশব। সত্য—

কশ্যপ। তবে ?
রত্নেশ্বর কহিল আবার—
সেনাপতি অমরকে
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা শ্রেষ্ঠী ক'রেছে অর্পণ
বিতরিতে রাজ সৈন্য মাঝে !
তবে কেন কহিছ কুমার—
প্রস্তুত হয়নি কিছু ?

কেশব। প্রস্তুত সকলি তাত !
শুধু নহে প্রস্তুত কেশব—

কশ্যপ। সে কি !

কেশব। বিবেক দংশিছে প্রাণে বৃশ্চিকের মত !
জাননা স্থবির !
অদ্য যবে সন্ধ্যা সমাগমে
মৃত্যু আসি হানা দিল রাজপুরী মাঝে,
নিষ্প্রভ নয়ন দুটী
অতি কষ্টে স্থাপিয়া নয়ন পরে মোর,
কহিলেন পিতা—

"লহ পুত্র এ রাজমুকুট—
দিও ইহা অগ্রজে তোমার !"

(শয্যা প্রান্ত হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া)

এই সেই রতন কিরীট—
হের কিবা দীপ-রশ্মিপাতে
সর্ব্ব অঙ্গ হইতে ইহার—
সুতীক্ষ্ণ শ্লেষের হাসি পড়িছে বিচ্ছুরি' !
কহিছে সে হাসি অন্তরের কাণে কাণে মোর—
"অবিশ্বাসী, অবিশ্বাসী,
পিতৃদ্রোহী অধম কেশব !"

কশ্যপ। সেই পুরাতন কথা !
শক্তিহীন হৃদয়ের
সেই দ্বন্দ্ব, চিরন্তন দ্বিধা ও সঙ্কোচ !
বলি নাই তোমারে কুমার !
সদ্ধর্ম্ম ক'রেছে আজ্ঞা—
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ তরে
আর্য্যাবর্ত্তে রাজা হবে তুমি ?

কেশব। কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা মম—
সিংহাসন সমুদ্র গুপ্তের—

কশ্যপ। পিতৃ আজ্ঞা !
পিতৃ আজ্ঞা আজ্ঞা নহে—
সদ্ধর্ম্মের হইলে বিরোধী।
বৌদ্ধ যদি হও,
ভগবান তথাগতে ক'রে থাক আত্মসমর্পণ—

লীয়মান হীনতেজ
অনাদৃত বৌদ্ধধর্ম্ম—
আবার প্রতিষ্ঠা কর আর্য্যাবর্ত্তমাঝে!
পিতৃ আজ্ঞা হীন জন তরে,
বুদ্ধ-সেবকের তরে নহে।

কেশব। (নীরব)

কশ্যপ। যাও বৎস আপন আলয়ে—
প্রত্যূষে ভেটিব তোমা রত্নেশ্বর সহ।
হৃদয়েরে পূর্ণ তেজে কর বলীয়ান,
দূর কর সমস্ত সঙ্কোচ। (প্রস্থান)

কেশব। হৃদয় ত শোনে না সে কথা!
পিতৃ আজ্ঞা হীন জন তরে?
রাজবংশে লভেছি জনম—
সেই হেতু পিতা মোর নহে পূজনীয়?
—সেই দৃষ্টি মুমূর্ষু পিতার!
—সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে
কষ্টে উচ্চারিত বাণী—
"সমুদ্রের অর্পিত মুকুট!"
—পরিপূর্ণ অটলবিশ্বাস সেই
ভঙ্গ যদি করি আমি আজ—
সদ্ধর্ম্মের অনুমতি
করিতে কি দিবে সেই পাপের স্খালন?
পিতা! পিতা!
মরণেও ত্যজিয়াছ তুমি—

বুদ্ধপদে লভেছ নির্ব্বাণ,
ধরণীর দুঃখ দ্বিধা
পীড়া দিতে পারে না তোমারে আর ;
তবু যদি—
জানি না দেবতা—
তবু যদি কণামাত্র থাকে অনুভূতি,
তবু যদি এতটুকু থাকে অবশেষ
মমতার আকর্ষণ পাপমর্ত্ত্যতরে—
পুত্র ব'লে জানিতে যাহারে—
তাহারে বলিয়া দাও পিতা !
কিসে পাপ, কিসে পরিত্রাণ !
ইঙ্গিতে দেখায়ে দাও কর্ত্তব্য তাহার !

(পুনর্ব্বার শবদেহের পদতলে উপবেশন)

পিতা ! পিতা !
বড় শ্রান্ত হৃদয় আমার !
দুই দিকে শক্তিমান দুই আকর্ষণ—
মথিত করিছে মোর দুর্ব্বল হৃদয় !
সমুদ্র-মন্থন-ক্লান্ত
বাসুকীর মুখ হ'তে হলাহল সম
যাতনা উঠিছে মোর ছাপিয়া পরাণ !
কোলে করি অভাগা তনয়ে
চুম্বি' শির, স্নেহাশ্রয়ে করিয়া বেষ্টন
শান্তি দিতে পার নাকি তারে ?

(হস্ত প্রসারণ ও মুকুট গ্রহণ)

রে রত্ন কিরীট !
নাহি প্রাণ নাহি অনুভূতি—
জড় তুই, চেতনা বিহীন ;
তবু তোর মাঝে—
নিহিত অদম্য শক্তি, অপার প্রভাব !
নরদেহে ভগবান প্রচারিলা বাণী—
নত শিরে যুগ যুগ
সমগ্র ভারতবর্ষ সেই বাণী করিল বহন–
কিন্তু আজি—
কহে মোরে বৌদ্ধধর্ম্মগুরু—
রাজশক্তি না হ'লে সহায়—
সেই বাণী হবে শক্তিহীন !
—বুঝিতে পারি না প্রহেলিকা !

(কুমার দেবীর প্রবেশ)

কুমার। মৃতের প্রকোষ্ঠে বসি,
নিভৃত নিশীথে—
পিতৃদ্রোহী কুমার কেশব !
মুকুটের স্পর্শ সুখ লভিছ আনন্দে ?

কেশব। কি কহিছ মাতা ?

কুমার। না—না—পূর্ণ কর সাধ—
আমি নাহি বাধা দিব।
পূর্ণ কর সাধ—
ক্ষণ তরে পর শিরে রতন কিরীট !

সাধ যদি হয়—
যাও দ্রুত সিংহাসন গৃহে—
রুদ্ধ করি দ্বার,
সমুজ্জ্বল করি দীপালোক,
ব'স গিয়া শূন্য সিংহাসনে—
মুকুরে আপন মূর্ত্তি হের গে কৌতুকে !
— ধিক্ !
আশৈশব ভিক্ষুব্রতাচারী
ভিখারী বালক—
তার এই স্পর্দ্ধিত লালসা !

কেশব। অবিচার ক'রো না জননি,!

কুমার। অবিচার করিব না আমি।
ভাবিব না মনে—
জীবিত সমুদ্রগুপ্তে করি অবহেলা,
লঙ্ঘিয়া কুমার দেবী লিচ্ছবী রাণীরে,
মগধের সিংহাসনে
প্রলুব্ধ নয়ন পাত করিবে কেশব !

কেশব। মাতা ! মাতা !
এত হীন ভাব তুমি মোরে ?
নহি আমি গুপ্ত বংশধর ?
নহি আমি শাক্যবংশ দৌহিত্র কেশব ?
—ছিঃ—ছিঃ—

কুমার। সত্য—
কেমনে ভুলিব—

শাক্যবংশ রক্তে জন্ম লভিয়াছ তুমি ?
শাক্যবংশ বংশ ভিক্ষুকের—
সে বংশের দৌহিত্র কেশব
ভুলিব কেমনে তাহা ?
ভিক্ষুণীর তনয় ভিক্ষুক—
গুপ্ত সম্রাটের দীপ্ত রতন কিরীট
ধরিবারে সাধ শিরে তার ?
স্পর্দ্ধা বটে !

কেশব। ভিক্ষুণীর তনয় ভিক্ষুক !

কুমার। নহে তাহা কলঙ্ক তোমার !
যেমন জননী—তার তেমনি সন্তান !

কেশব। কি কহিব মাতা !
মাতা তুমি—বিমাতা যদ্যপি !
পিতা ওই নিদ্রাগত অনন্ত শয়নে ...
বসি তাঁর পদতলে
কেন তুলেছিনু করে,
ওই তুচ্ছ ক্রীড়নক রাজ শিরস্ত্রাণ—
বিমাতারে কি ফল কহিয়া ?
—ক'রেছ পৌরুষগর্ব্বে আঘাত আমার,
স্বর্গগতা জননীরে করিয়াছ শ্লেষ !
করি যদি মার্জ্জনা তোমারে—
ভাবিবে অন্তরে তুমি পুনঃ
দুর্ব্বলতা তাহা মোর !
সেই হেতু করিব না ক্ষমা !

অচিরে বুঝিবে
শাক্যবংশে বীর জন্ম নহে অসম্ভব !
শোন রাণি !
অদ্য হ'তে আর্য্যাবর্ত্তে সম্রাট কেশব !
পিতা ! পিতা !
তথাগত দেখাইলা পথ—
তুমি মোরে করিও মার্জ্জনা !

প্রস্থান)

কুমার। বিদ্রোহ ? বিদ্রোহ ?
—বুঝিতে নারিনু !
হেরিলাম নয়নের কোণে দীপ্ত ক্ষত্রতেজ,
অভিমানে স্ফুরিত অধর,
কুঞ্চিত ললাট প্রান্ত
অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগে !
জানি না কেমনে
শাক্যকন্যাগর্ব্ভে জনমিল
শমীগর্ব্ভে অগ্নিসম সিংহ শিশু এই !
সর্ব্ব অবয়ব মাঝে,
ব্যঙ্গের আঘাতে মোর
সহসা উঠিল ফুটি যেন
অদৃশ্য হস্তের লেখা—
"রাজা—রাজা—রাজা এই !"
বুঝিতে নারিনু—
আশৈশব বৌদ্ধমঠে লালিত বালক—

নত, দীন, সংযত, নির্ব্বাক্—
তার মাঝে কোথা ছিল সুপ্ত এতদিন
এই ক্ষত্রতেজ !
মূঢ় আমি—
করিলাম প্রজ্জ্বলিত
নিজ হস্তে বিদ্রোহ অনল !

(ঘণ্টাধ্বনি করিলেন)

(পরিচারিকার প্রবেশ)

কহ গিয়া জয়ধ্বজে
আছি তার প্রতীক্ষায়।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

স্বামি ! প্রভু !
এ বিশ্বের কণ্টক সঙ্কুল পথে
ছিনু মোরা দুটী চির সাথী !
প্রথম যৌবনে
তুমি এসে দাঁড়াইলে যবে
তরুণ অতিথি !
হৃদয়ের মন্দির দুয়ারে—
পুলকে শিহরি
অর্ঘ্য দিয়া প্রথম প্রণয় পুষ্পাঞ্জলি,
বরণ করিয়া নাথ লইনু তোমারে
হৃদয়ের রিক্ত বেদী পরে !
তারপর দীর্ঘ যুগ—

প্রণয় স্বপ্নের মাঝে উচ্চনাদ রণ দুন্দুভির,
যুগ্ম অশ্বে রণক্ষেত্রে দোঁহে বিচরণ,
তিলে তিলে সাম্রাজ্য গঠন,
শিশু পুত্র লভিল জনম—
কি আনন্দ হেরেছিনু সেই দিন
আননে তোমার!
হে স্বামিন্!
আজি মোরে একা ফেলি—

(নীরব হইলেন)

(জয়ধ্বজের প্রবেশ)

জয়। কেন রাণি! অসময়ে করিলে আহ্বান?

কুমার। বৃদ্ধ জয়ধ্বজ!
মনে পড়ে বহু দিন আগে—
একদিন চন্দ্র করে আপ্লুত প্রান্তরে,
গঙ্গাতীরে, গভীর নিশীথে—
তিন অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছিল দাঁড়ায়ে
উন্মুক্ত কৃপাণ করে শত্রুর সম্মুখে?

জয়। ভুলিবার নহে ত সে কথা!

কুমার। কে তাহারা মনে পড়ে?

জয়। গুপ্ত রবি চন্দ্রগুপ্ত,
সম্রাজ্ঞী কুমার দেবী আর—
আর সাথে ভৃত্য জয়ধ্বজ!

কুমার। পুনঃ একদিন

প্রসন্ন শারদ প্রাতে এই গঙ্গাতীরে
এই রাজপুরী মাঝে পাটলি পুত্রের,
বন্দীর বন্দনাগানে মুখরিত রাজ সভাতলে,
রত্ন সিংহাসনে বসি
গুপ্তরবি চন্দ্রগুপ্ত, সম্রাজ্ঞী কুমার দেবী সনে,
লভেছিল অর্ঘ্য যবে
আর্য্যাবর্ত্তে চক্রবর্ত্তী বলি—
পদানত রাজবৃন্দ যবে
সম্ভ্রমে বহিয়া রাজকর
সেই সিংহাসন নিম্নে ক'রেছিল যতনে স্থাপন—
তখন পড়ে কি মনে—
কোন্ প্রৌঢ় বীর
ধ'রেছিল শ্বেত ছত্র সিংহাসন পরে ?

জয়। ভুলিবার নহে সেই গৌরবের দিন—
সেও এই ভৃত্য জয়ধ্বজ !

কুমার। জয়ধ্বজ ! জয়ধ্বজ !
চির বন্ধু জয়ধ্বজ মোর !
বিপদে বিজয় গর্ব্বে
চিরসাথী ছিল যারা—
সে তিনের মাঝে
একজন হের ওই চিরনিদ্রাগত—
বিপদের দিনে
আর না শুনিবে সেই কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্রসম ;
শত্রুর আহবে—

আর সে কৃপাণ নাহি চক্রাকারে করিবে নর্ত্তন!
জয়ধ্বজ! গুপ্তরাজ্য অনাথ আজিকে।

জয়। কাঁদা'ওনা রাণি মোরে!
বৃদ্ধ আমি—
অশ্রু নাহি মানে মানা—
কেঁদে ফেলি বালকের মত!

কুমার। অনাথ সাম্রাজ্য মোর—
যার তেজে ছিল তেজস্বিনী
সম্রাজ্ঞী কুমারদেবী লিচ্ছবী দুহিতা
সে তেজ লুকায়ে গেছে অন্ধ তমসায়!
গুপ্তরাজ্য রক্ষা কর বৃদ্ধ জয়ধ্বজ!

জয়। র'য়েছে সমুদ্রগুপ্ত—
ভয় কিবা রাণি!
বীরাঙ্গনা ছিলে এতদিন—
বীরমাতা বলি খ্যাতি লভিবে এখন!

কুমার। জানি আমি বীর পুত্র সমুদ্র আমার—
কিন্তু সে তরল মতি বিলাসী যুবক—
ত্যজি রাজ্য, ত্যজি গৃহ,
প্রয়াগে ব্যসনে দিন করিছে যাপন!
আর হেথা—
জান না ক' জয়ধ্বজ!
ঘনায়ে এসেছে ঘোর বিপদের ঘটা!

জয়। সে কি রাণি!
কি হয়েছে? বিপদ কিসের?

কুমার। ষড়যন্ত্র!

প্রবল, কুটিল!

সিংহাসন লইবে কেশব—

মুক্তকণ্ঠে ব'লে গেছে মোরে!

অনুমানি'—

বৌদ্ধ সঙ্ঘ রয়েছে পশ্চাতে!

জয়। সিংহাসন লইবে কেশব?

বৌদ্ধ সঙ্ঘ হইবে সহায়?

একি অসম্ভব বাণী!

কুমার। বৃদ্ধ জয়ধ্বজ!

অসম্ভব বলি কিছু নাহি বিশ্ব মাঝে।

এই সূর্য্য অগ্নিময় বিরাট গোলক—

সেও নাকি প্রলয় সংঘাতে কভু

চূর্ণ হ'য়ে যায়,

মহোর্ম্মিসঙ্কুল সিন্ধু, সীমাঅন্ত হীন,

সেও নাকি প্রকৃতির বিষম বিক্ষোভে

মরুভূমে হয় পরিণত!

তবে কিসে অসম্ভব

কেশবের সাম্রাজ্য লালসা?

জয়। কিন্তু—বৌদ্ধসঙ্ঘ?

কুমার। ওই ক্রূর, মুণ্ডিত মস্তক,

অনাচারী ভণ্ড ভিক্ষুগণ—

চির দিন অবিশ্বাস ক'রেছি তাদের!

ভেবে দেখ—

দলিত ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম
শির তুলি উঠিল যখন গুপ্তরাজ্য ছায়ে,
বৌদ্ধ অসন্তোষ বহ্নি—
সৃজিল সাম্রাজ্য মাঝে বিপুল বিপ্লব !
মহারণে বিদ্রোহের হইল বিনাশ
কিন্তু শক্তিমান বৌদ্ধ প্রজাগণে
বাঁধিতে মিত্রতা সূত্রে—
অনিচ্ছায় গুপ্তরাজ
বৌদ্ধ শাক্যকন্যা এক করিলা বিবাহ ,
জন্মিল কেশবগুপ্ত ;
পুনঃ হের বৌদ্ধ প্রজাগণ,
রাজ ইচ্ছা করি খর্ব্ব
বৌদ্ধ মঠে শিক্ষা দীক্ষা দিল সে কুমারে ৷
গুপ্ত রাজবংশে তাই—হের জয়ধ্বজ —
দুই পুত্র বর্ত্তমান আজি—
এক হিন্দু—অন্যে বৌদ্ধ !
কিসে কহ অসম্ভব—
বৌদ্ধগণ আজি
ঈপ্সিত সুযোগ লভি
কেশবেরে রাজ্য দিতে করিবে প্রয়াস ?

জয়। সত্য তব কথা রাণি !
নহে অসম্ভব ইহা ;
কি করিতে চাহ এবে ?

কুমার। জ্বলেছে বিদ্রোহ বহ্নি—

পিতৃদ্রোহী সেজেছে কেশব—
সুনিশ্চয় বৌদ্ধগণ রয়েছে পশ্চাতে !
বহুদূরে কুমার সমুদ্র—
মহাঘোর বিপদের জাল
রাজবংশ আচ্ছাদন করিবে নিমেষে !
অনুমান—সৈন্যগণ বাধ্য কেশবের !
শুধু তুমি আছ জয়ধ্বজ,
আছে আর মুষ্টিমেয় লিচ্ছবী সৈনিক—
তাই নিয়ে একবার—
বার্দ্ধক্য পীড়িত বন্ধু মোর—
ঝাঁপ দাও রক্ত স্রোতে পুনঃ !
রক্ষা কর গুপ্তরাজ্য প্রভু ভক্ত বীর !

জয়। মহারাণি ! চিন্তা কর দূর !
জয়ধ্বজ প্রাণ দিবে সাম্রাজ্য রক্ষায় !

(প্রস্থান)

কুমার। সমুদ্র ! সমুদ্রগুপ্ত !
মূর্খ পুত্র মোর !
আলস্যে হারাবে তুমি রাজত্ব বৈভব !
কুপুত্র জন্মেছ তুমি—
ত্যজি পিতা মাতা,
ত্যজি গুরু রাজকার্য্য ভার,
নৃত্য গীতে, অযোগ্য বিলাসে,
দূর দেশে যাপিছ প্রবাস !
তোমা হতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ সে কেশব !

(রক্তাক্ত দেহে কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ)

একি ! একি হেরি !
অমাত্য প্রবর !

কোষা। জয় হ'ক মহারাণি !
সাধিয়াছি কর্ত্তব্য আপন—
মৃত্যু মোরে ক'রেছে আহ্বান—　　(উপবেশন)

কুমার। কি হ'য়েছে বল শীঘ্র করি—
কে করিল এ দশা তোমার ?

কোষা। সেনাপতি অমরক।
আসিছে পশ্চাতে মোর।
নিহত প্রহরীগণ—
আমি শুধু এসেছি পলায়ে !
জ্বলেছে বিদ্রোহানল রাজ মৃত্যুসনে—
বিদ্রোহী কেশবগুপ্ত—
রাজকোষ শত্রু অধিকারে—
বিদায় সম্রাজ্ঞি !　　(মৃত্যু)

কুমার। জয়ধ্বজ ! জয়ধ্বজ !
জ্বলেছে আগুণ—
রুদ্ধ কর প্রাসাদের দ্বার—
সাজাও লিচ্ছবী বীর গণে—
নাহি আর তিল অবসর !

(দ্রুত প্রস্থান)

(সেনাপতি অমরকের প্রবেশ)

অমরক। কোথায় সম্রাজ্ঞী ?
ওই বুঝি বৃদ্ধ যোধবীর,
বীরমৃত্যু ক'রেছে বরণ !
অতর্কিতে পুরী অধিকার
আর নহে সম্ভব এখন।
কিন্তু স্থবিরের উপদেশ—
উপযুক্ত এই অবসর। (তূর্য্যধ্বনি)
—কে শায়িত পালঙ্কে হোথায় ?
মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।
ক্ষমা কর প্রভু !
বৌদ্ধ আমি—
হিন্দু বলি প্রতারণা ক'রেছি তোমারে চিরদিন—
শুধু সদ্ধর্ম্মের তরে !
কেশব সম্রাট হোক্—
আর্য্যাবর্ত্ত লভিবে কল্যাণ।
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘতরে
প্রভুসনে ক'রেছি ছলনা—
ক্ষমা—ক্ষমা কর প্রভু !

(তূর্য্যধ্বনি)

সৈন্যগণ !
যুগপৎ চতুর্দ্দিকে কর আক্রমণ—

বন্দী কর জয়ধ্বজে—
সম্রাজ্ঞীরে বন্দী কর ত্বরা—

(প্রস্থানোদ্যত)

(জয়ধ্বজের প্রবেশ)

জয়। ধিক্ তোরে অমরক! বিশ্বাসঘাতক!
সম্রাটের শবদেহ না হ'তে দাহন—
'সম্রাজ্ঞীরে বন্দী কর' বলি--
উচ্চকণ্ঠে রাজসৈন্যে করিছ আদেশ?
জয়ধ্বজ মরেনি এখনো—

অমরক। মরিবে এখনি—
সৈন্যগণ!
বন্দী কর বৃদ্ধ জয়ধ্বজে—

(সৈন্যগণের প্রবেশ ও জয়ধ্বজকে বেষ্টন)

জয়। জয়ধ্বজ মরিবে এখনি—
কি আনন্দ!
গুপ্তরবি চন্দ্রগুপ্ত গেছে অস্তাচলে—
ভৃত্য তাঁর যাবে সাথে সাথে!
আনন্দ অপার—
আততায়ী করিয়া নিধন,
জয়ধ্বজ প্রভুসনে করিবে প্রয়াণ!
দুঃখ শুধু
রহিবে কুমার দেবী লিচ্ছবী দুহিতা –
শত্রুপদে হ'য়ে অবনত! (যুদ্ধ)

(লিচ্ছবী সৈনিকগণ সহ কুমার দেবীর প্রবেশ)

কুমার। ধন্য বৃদ্ধ জয়ধ্বজ মোর!
মেষপালে সিংহসম যুঝিছে একাকী!
লিচ্ছবী সৈনিকগণ!
বিতাড়িত কর ধৃষ্ট রাজদ্রোহীগণে!

(কেশব গুপ্তের প্রবেশ)

কেশব। কেন এই আকস্মিক উগ্র কোলাহল?
কে করে কাহার সনে রণ?
কে ইহারা? কে তোমরা?
কর অস্ত্রত্যাগ!
গুপ্তসম্রাটের এই শয়ন মন্দির—
মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত চিবনিদ্রাগত!
নহে ইহা রণক্ষেত্র
কিংবা নহে বাতুল আশ্রম—
কর অস্ত্র ত্যাগ!
কে দাঁড়ায়ে মুক্ত অসি করে?
অমরক!
এ আদেশ কে ক'রেছে দান?

অমরক। আমি।

কেশব। তুমি?
হেন স্পর্দ্ধা তব অমরক—
রাজপুরী মাঝে, সম্রাটের শয়ন মন্দিরে
তুলিয়াছ তাণ্ডব নর্ত্তন?

অর্থ কি ইহার ?

যাও চলি সৈন্যগণে নিয়ে—

যাও—যাও—

যাইবে না ?

ভেবেছ কি সম্রাটের মরণের সাথে—

রাজশক্তি গিয়াছে মরিয়া ?

কে আছিস্ ?

অস্ত্র দেরে মোরে—

(একজন সৈনিকের নিকট অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া)

অমরক !

স্পর্দ্ধিত সৈনিক !

মরিবে কি করিবে প্রস্থান ?

অমরক। গুরুর আদেশ—

কেশব। কেবা গুরু ? কোন্ গুরু তব ?

(কশ্যপের প্রবেশ)

কশ্যব। আমি গুরু—বৌদ্ধ ধর্ম্মগুরু

সঙ্ঘনেতা স্থবির কশ্যপ—

আমার আদেশ—

রাজপুরী করি অধিকার—

অমরক কেশবেরে দিবে সিংহাসন !

কেশব। অমরক দিবে সিংহাসন ?

নিবে সেই সিংহাসন ভিখারীর মত

চন্দ্রগুপ্ত তনয় কেশব ?

তোমার আদেশ ?
হে স্থবির !
আদেশের ক্ষেত্র তব
মঠের প্রাচীর অন্তরালে—
নহে রাজপুরী মাঝে !
যাও ভিক্ষু !
যাও অমরক !
নাহি চাই সাহায্য কাহারো !
সিংহাসন যবে লইবে কেশব—
লবে তাহা নিজ শৌর্য্যবলে !
চ'লে যাও—
শান্তিভঙ্গ করিও না রাজপুরী মাঝে !
তবু মূক নির্ব্বোধের মত
রহিলে দাঁড়ায়ে ?
রে অধম স্থবির কশ্যপ !
অমরক ! বিশ্বাস ঘাতক !
চাহ মৃত্যু ? লহ তবে— (অগ্রসর)

অমরক। চ'লে এস গুরু !
ক্ষিপ্ত আজি কুমার কেশব—
(কশ্যপকে লইয়া দ্রুত প্রস্থান)

কেশব। জয়ধ্বজ !
সত্বর সংযত কর সৈন্যগণে তব,
পুরী দুর্গে লও গে আশ্রয় !
যদি হয় অভিরুচি—

কল্য দিবালোকে, পুরী বহির্ভাগে
আক্রমণ করিও আমারে,
নহে দুর্গমাঝে নিরাপদে কর গিয়ে বাস—
যাবৎ সমুদ্রগুপ্ত না আসেন ফিরি !

জয়। জয় হো'ক্ তোমার কুমার !
গুপ্তরবি চন্দ্রগুপ্ত এল কি ফিরিয়া ?
কণ্ঠস্বরে, নয়নের বিদ্যুৎ স্ফুরণে,
হেরিতেছি সেই মূর্ত্তি যেন !
কুমার কেশব !
ভৃত্য আমি—
অপরাধ নিওনা আমার—

(সৈন্য সহ প্রস্থান)

কেশব। রাজ সৈন্যগণ !
যাও ত্বরা ত্যজিয়া প্রাসাদ—
কল্য প্রাতে মিলিবে আদেশ—

(সৈন্যগণের নীরবে প্রস্থান)

কেও ? মহারাণি ?
প্রণাম চরণে— (প্রস্থান)

কুমার। অপমান ক'রেছিনু তার—
মাতৃকুলে তার ক'রেছিনু শ্লেষ উপহাস !
ভাল মোরে দিল প্রতিফল !
রে কেশব !
বীর পুত্র গুপ্ত সম্রাটের !
দেবতার ইচ্ছা যদি তাই—

ভ্রাতৃযুদ্ধ হয় তুচ্ছ সিংহাসনতরে --
হে'াক তবে—
সমুদ্রের মাতা আমি—
করিতে নারিব আশীর্ব্বাদ
"জয়ী হও" বলি—
তবু তবু কহি অকপটে—
বীরত্ব মহিমা তব
আর্য্যাবর্ত্ত করুক উজ্জ্বল—
লভ কীর্ত্তি
সমুদ্রের যোগ্য ভ্রাতা বলি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রয়াগ।

পুষ্পোদ্যানে সরোবর সোপানে বসিয়া সমুদ্রগুপ্ত বীণাবাদন করিতেছিলেন। অদূরে উচ্চতর সোপানে হরিসেন শুইয়াছিলেন। অপরাহ্ন সূর্য্যের রক্তরশ্মি আসিয়া সমুদ্রগুপ্তের মস্তকে পড়িতেছিল। অকস্মাৎ হরিসেন অর্দ্ধোত্থিত হইয়া বলিলেন—"বন্ধু"! সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব্ববৎ বীণাবাদন করিতে থাকিলেন। তখন হরিসেন স্বীয় কণ্ঠ হইতে পুষ্পমাল্য উন্মোচন করিয়া লোষ্ট্রবৎ পিণ্ডাকার করিয়া তাহা সজোরে সমুদ্রগুপ্তের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রগুপ্ত হাসিয়া বীণা নামাইয়া রাখিলেন।

সমুদ্র। কেন এত রোষ বন্ধু ?

হরিসেন। রোষ ?

যথেষ্ট কারণ আছে তার।

পেয়েছি প্রিয়ার পত্র দণ্ড দুই আগে—

বিরহের তপ্তশ্বাসে প্রতিছত্র তার

নীরস, কঠোর, তিক্ত !

কোমল হৃদয় মোর ব্যথায় কাতর—

ভাবিলাম বন্ধুপাশে পাইব সান্ত্বনা।

ছুটে এনু—

এসে দেখি—

আপন প্রাণের হর্ষে

বাধাহীন উল্লাস তরঙ্গে

ভেসে চলিয়াছ তুমি,

আর তব বেসুরা বীণায়
বাজিছে রাগিণী এক ক্ষিপ্ত, উচ্ছৃঙ্খল।

শোন বন্ধু !

নহ তুমি যথার্থ সুহৃৎ,

না চাহ আমার পানে

মত্ত হ'য়ে আছ শুধু

কুরঙ্গ নয়না এক কামিনীর প্রেমে।

সমুদ্র। (নীরবে মৃদুহাস্য করিয়া পুনর্ব্বার বীণা বাজাইবার উদ্যম করিলেন)

হরি। (দ্রুত উঠিয়া আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিলেন)

দোহাই—দোহাই—বন্ধু !

নিষ্করুণ হ'ওনা এমন !
বন্ধু ব'লে কোন দিন ভেবে থাক যদি—
এ সময়ে বাজা'ও না বীণা !
তবু, তবু না শুনিবে ?
হায় বন্ধু !
মনে ক'রে দেখ—
সুদূর শৈশবে একদিন
মিষ্টান্ন হরণ আশে গিয়ে,
হেরিলে স্থাপিত ঊর্দ্ধে ভাণ্ড মিষ্টান্নের !
তুমি নাহি ছিলে সে শৈশবে
হেন দীর্ঘ শালপ্রাংশু যুবা ;
ব্যগ্র হস্ত ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া
না পারিলে লভিতে মোদক !
হেরি তব ম্লান মুখ—
দোহাই তোমার বন্ধু—হেসোনা অমন—
মনে ক'রে দেখ—
কে সে বন্ধু অনুগত তব
নিজ স্কন্ধে তুলিয়া তোমারে—
আয়ত্ত করিল সেই মিষ্টান্ন রসাল !
সেই আমি তোমা-গত-প্রাণ—
একান্ত আপন জন সখা হরিসেন—
তার দুঃখে—

সমুদ্র। (উচ্চহাস্য করিয়া বীণা রাখিয়া দিলেন ও দুই হস্তে হরিসেনকে জড়াইয়া ধরিলেন)

হরি। অহো!
ভ্রান্ত আমি!
তাই এসেছিনু
প্রেম আশে নিষ্ঠুরের পাশে!
পেলব কুসুম মাল্য বলি
আদরে ধরিয়াছিনু হৃদয়ে যাহারে,
গুপ্ত কণ্টকের ঘায়ে
সে আমারে করিল বিক্ষত!
ছাড় ক্রুর!
অপসৃত কর তব বাহু—
চাহি না ও আলিঙ্গন তব—
রাখ উহা প্রেয়সীর তরে—
চপলা চঞ্চলনেত্রা তরুণী রূপসী—
যে আসিবে উদ্যানে অচিরে
হেরিতে আনন্দ মেলা সরোবর জলে
হংস মিথুনের—

সমুদ্র। কে? কে? কে আসিবে?

হরি। রাখ তব উচ্চ হাসি, তব আলিঙ্গন
সেই বাঞ্ছিতার তরে!
আমি যাই, ত্যজিব পরাণ—
বন্ধু যদি নাহি বাসে ভালো—
কোন প্রয়োজন তুচ্ছ প্রাণে?

সমুদ্র। বন্ধু! বন্ধু!
কে আসিবে অচিরে উদ্যানে?

হরি। দেখি কোথা সূপকার—
কহিব তাহারে--
বিষাক্ত পায়স মোরে করুক প্রদান,
না রাখিব বন্ধু হীন প্রাণ—

(হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান)

সমুদ্র। হরিসেন! হরিসেন!
রে বাতুল!
কর্ণ তব করিব কর্ত্তন!
ব'লে যাও কে আসিবে অচিরে উদ্যানে ?

হরি। (নেপথ্যে)
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ পায়স ভক্ষণে—

সমুদ্র। আসিবে কি প্রেয়সী আমার ?
হরিসেনে ক'রেছে কি বারতা প্রেরণ ?
নিশ্চয়-নিশ্চয়—
অন্তর কহিছে মোরে রক্তের ঝলকে
"আসিছেন প্রিয়া"—
ধমনীতে ধমনীতে
বীণাধ্বনি রণরণি উঠিছে বাজিয়া
আগমনী গানে!
কহিছে দক্ষিণবায় কাণে কাণে মো'র
"আসিছেন প্রিয়া তব"—
শ্যামল কানন বীথি পদস্পর্শ লোভে
শিহরি কহিছে ডাকি—"আসিছেন প্রিয়া!"

(প্রস্থানোদ্যত)

(বাঘরাজের প্রবেশ)

বাঘ। দাঁড়াও—

সমুদ্র। কে তুমি ?

কি চাহ আমার পাশে ?

বাঘ। আমি বাঘরাজ—রক্ত চাই !

সমুদ্র। রক্ত ? উন্মাদ কি তুমি ?

বাঘ। আমি বাঘ—রক্ত চাই ! তোমার রক্ত !

সমুদ্র। সত্যই উন্মাদ !

চক্রাকার ক্ষুদ্র চক্ষু আরক্ত উজ্জ্বল !

বাঘ। তুমি রাজপুত্রই হও আর রাজাই হও—তুমি তাকে পাবে না। সে আমার হবে—বাঘের রাণী হবে—বাঘের পিঠে চ'ড়ে সে বাঘের দেশে যাবে। তোমার ও নশ্বর দেহ বাঘে ছিঁড়ে খাবে—সামাল ! সামাল ! (লম্ফত্যাগে সমুদ্রকে আক্রমণ)

সমুদ্র। (এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়া বাঘরাজের কর্ণ মূলে মুষ্ট্যাঘাত)

কি করিছে উদ্যান রক্ষীরা ?

কেমনে উন্মাদ আসি পশিল উদ্যানে ?

বাঘ। আমি উন্মাদ নই। আমি বাঘের রাজা—আমি বাঘরাজ—এই দেখ আমার নখ— (বাঘনখ বাহির করিল)

সমুদ্র। ভাল এ বিপাক !

অস্ত্রহীন আমি !

দূর হোক্—

(বাঘরাজ পুনরায় আক্রমণ করিতে আসিলে সমুদ্র গুপ্ত বীণাদণ্ড দ্বারা তাহার হস্তে আঘাত করিলেন। বীণা চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল ও বাঘরাজের

হস্ত হইতে ছুরিকা ভূপতিত হইল। বাঘরাজ নত হইয়া ছুরিকা তুলিতে গেলে সমুদ্র তাহার পার্শ্বদেশে পদাঘাত করিলেন। বাঘরাজ পড়িয়া গেল)

সমুদ্র। কোথা রক্ষী ?

উন্মাদেরে নিয়ে য'াক্ বাতুল আগারে।

এ কি বিড়ম্বনা— (নেপথ্যে গীতধ্বনি)

ওই ওঠে বায়ুভরে

কলস্বরে বামাকণ্ঠ গীতি—

আসিছেন প্রিয়া মোর—

(প্রস্থান)

বাঘ। (কষ্টে উঠিয়া) আমি বাঘরাজ! আমি বাঘরাজ! বাঘ রা'তে দেখ্‌তে পায়!—দিনের আলোয় মানুষে বাঘকে ঘায়েল ক'রতে পারে —কিন্তু আঁধার রা'তে—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি তাকে রাণী ক'রব—বাঘের পিঠে চড়িয়ে তাকে বাঘের দেশে নিয়ে যাব। তোকে ছিঁড়ব—ফাঁড়ব—খাব—চোঁ চোঁ ক'রে রক্ত চুষে খাব!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান)

(কুমারীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

কাহার পুরিল সাধনা ?

শিবপূজা কার হইল সফল—সার্থক হ'ল আরাধনা ?

কিবা সুরপতি নন্দন চারী—

কিবা সে কানাই গোপীমনোহারী—

কে পাইবে বল চরণ তাহারি—কোন্ বিদ্যুৎ বরণা ?

কণ্ঠে যাহার বাজে মৃদঙ্গ—

পুষ্পে গঠিত মোহন অঙ্গ—

ধরায় কি সখি এল অনঙ্গ রতিরে করিয়া ছলনা ?

(সমুদ্রগুপ্তের বাহুলগ্না দত্তাদেবীর প্রবেশ)

দত্তা। আর্য্যপুত্র !
বীণা কই তব ?

সমুদ্র। চূর্ণ ক'রে ফেলিয়াছি তারে
শুনিব ক'রেছি আশ চির দিন তরে
প্রিয়ার মধুরতর বীণা কণ্ঠ ধ্বনি !

দত্তা। ছি ছি—তোষামোদ !
কেন ছিন্ন কহ প্রিয়তম—
পুষ্পমাল্য কণ্ঠের তোমার ?

সমুদ্র। ভয় বাসি কহিতে সে কথা।
ক'রেছিনু আশা—
দুইটী মৃণালভুজ করিবে রচনা
কণ্ঠে মোর অপূর্ব্ব মালিকা—
(দত্তার হস্তদ্বয় নিজকণ্ঠে বেষ্টন)

দত্তা। ছি—ছি—প্রিয়তম—
সখীগণ হাসিতেছে দেখ !

সমুদ্র। হাসিতেছে সখীগণ ? বটে—বটে !
শোন সখি ! কি নাম তোমার ?

১মা সখী। পারুল

সমুদ্র। পারুল ! কখনো নয়—
এত শোভা নয়নে অধরে—
লাবণ্য ফাটিয়া পড়ে যুগল কপোলে—
গোলাপ তোমার নাম।
নহে ? নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

আমি কহি—মগধের রাজপুত্র আমি—
আমি কহি—গোলাপ তোমার নাম !

১মা। যে আদেশ যুবরাজ !
গোলাপ আমার নাম তবে—

সমুদ্র। শোন গোলাপ সুন্দরি !
কেন হাসিতেছ তুমি নীরব কৌতুকে ?

১মা। হাসি ?
সে ত গোলাপের স্বধর্ম্ম কুমার !

সমুদ্র। ধন্যবাদ ! পরাজিত আমি।
তুমি ওগো বিদ্যুৎ-বরণা—
বিজলা নিশ্চয় তব নাম !

২য়া সখী। যে আদেশ যুবরাজ !
বিজলা হউক মম নাম—

সমুদ্র। তুমি কেন হাসি তছ ?
দোহাই তোমার—তুমি হাসিও না অত !
সর্ব্বনাশা বিজলার হাসি—
প্রাণ যায় তাতে !

৩য়া সখী। হে কুমার !
চাহ মোর পানে !
হের কিবা পূর্ণ শশী সম
অকলঙ্ক সুন্দর আনন—
পূর্ণিমা আমার নাম !

সমুদ্র। পূর্ণিমা ? তথাস্তু !
কি কহিতে চাহ মোরে পূর্ণিমা রূপসী ?

৩য়া। উদিয়াছে বাসন্তী পূর্ণিমা ফুলবনে—

সমুদ্র। দোহাই পূর্ণিমা—
অপরাহ্ণ হয়নি অতীত।

৩য়া। আমি কহি—
উদিয়াছে বাসন্তী পূর্ণিমা ফুলবনে,
আসিয়াছে মিলনের ক্ষণ!
ব'স এই পুষ্পবেদীপরে
প্রিয়ারে লইয়া বক্ষে!

দত্তা। ক্ষমা দে, ক্ষমা দে সখি!

৩য়া। সখী কেবা তব?
পূর্ণিমা রজনী আমি—
আমার সম্মান রাখ প্রেমিক প্রেমিকা!
এস লো বসন্ত রাণি!

সমুদ্র। কে বসন্ত?

৩য়া। এই যে বসন্তরাণী—(৪র্থাকে প্রদর্শন)
বাসন্তী বসনে ঢাকা তনু—
কবরী ভূষিত বনফুলে!
এই রতি কামপ্রিয়া—(দত্তাকে প্রদর্শন)

দত্তা। ছি—ছি—পুষ্পলতা—
একেবারে খোয়াইলি লাজ?

৩য়া। নহি পুষ্পলতা—
আমি পূর্ণিমা রজনী!
পূর্ণিমার লাজ কিবা?
পূর্ণিমা খসা'য়ে দেয় ধরণীর লাজের বন্ধন!

উঠে যবে পূর্ণশশী নভস্তলে,
কুমুদিনী মেলে আঁখি প্রিয়মুখপানে,
রত্নহার বক্ষে পরি চটুলা তটিনী
খরবেগে ধায় সমুদ্রের অভিসারে
উচ্ছ্বসিত কল্লোল সঙ্গীতে!
আপনি খসিয়া পড়ে, মুখের গুণ্ঠন তরুণীর,
আপনি টুটিয়া যায় লাজ—
বল্লভ যখন,
ব্যগ্র সেই আতপ্ত অধরে
মুদ্রিত করিতে দীর্ঘ ব্যাকুল চুম্বন—

দত্তা। পুস্পলতা—পুস্পলতা—
একেবারে হইলি উন্মাদ?

সমুদ্র। না—না—সত্য বলিয়াছে সখী—
পূর্ণিমা খসা'য়ে দেয় লাজের বন্ধন—
এস প্রিয়ে বসি এই পুস্পবেদীপরে।

দত্তা। পুস্প! দিব আমি প্রতিশোধ তোরে—

৩য়া। তাহার বিলম্ব আছে সখি!

(সমুদ্র ও দত্তার বেদীপরে উপবেশন ও কুমারীগণের গান)

থাকে যদি ভালবাসাবাসি।
দিনের বেলায় ফোটে পূর্ণিমা, আঁধারে চাঁদের ফোটে হাসি।
আপনা বিলায়ে দাও যদি বঁধু -আপনা বিলায়ে দাও যদি,
পাষাণ পরাণ গলিয়া বঁধু, বহিয়া যাইবে সুধানদী।
মৃদু হিল্লোলে ভেসে যাবে প্রাণ,
কুলু কুলু সেথা উছলিবে গান,
তীরে তীরে তার ফুটিয়া উঠিবে গোলাপ কমল রাশি রাশি।

(সখীগণের প্রস্থান)

দত্তা। কি ভাবিছ আর্য্যপুত্র ?

সমুদ্র। কি ভাবিব ?
ভাবিবার কি আছে জগতে ?
ওই মৃদু মৃদু বহিছে মলয়া,
স্নিগ্ধ শ্বাসে পুষ্পগন্ধ করি বিকীরণ—
ও কি ভাবে কিছু ?
সরোবরে হংসমিথুনের পদ সন্তাড়নে
উঠিতেছে ক্ষুদ্র বীচিমালা—
শ্যাম শষ্পাস্তীর্ণ তটকূলে
সোহাগে ঢলিয়া তারা পড়িছে আলসে—
তারা কি ভাবিছে কিছু ?
আমি কি ভাবিব প্রিয়তমে ?

দত্তা। আমি কিন্তু ভাবিতেছি প্রিয়তম !

সমুদ্র। কি ভাবিছ কহ মোরে প্রিয়ে !

দত্তা। ভাবিতেছি—
এত রূপ মানবের দেহে ?

সমুদ্র। ধন্য আমি—ধন্য মম রূপ
তব চো'খে যদি লাগে ভাল।

দত্তা। ভাবিতেছি—
দেবে নরে অতুলন রূপ—
হেন রূপ দেখে নাই কেহ—
কিন্তু—কিন্তু—
কোথা যেন কি আছে অভাব !
যাহা চাই—তাহা যেন পাইনা দেখিতে !

আঁখি মুদি রহি ক্ষণকাল—
চকিতে ভাসিয়া উঠে মানস নয়নে
কি এক অপূর্ব্বতর মহান সৌন্দর্য্য !
চোখ মেলে চাই—
দেখি সেই রূপ—সেই বটে—
কিন্তু সে ত নহে—হেরি অন্যরূপ—

সমুদ্র। দত্তা—দত্তা—প্রেয়সী আমার—
বুঝিতে পারিনা—কিবা চাহ—

দত্তা। (গান)

হে বীর আমার ! হে বীর আমার !
বিজয় তুরগে আসোয়ার !
লক্ষ হিয়ার অনুরাগ রাশি তোমার পূজার উপচার।
কুণ্ডল তব দুলিছে কর্ণে,
ঝকিছে কৃপাণ তড়িৎ বর্ণে,
বীরসাজে সাজি রজতে স্বর্ণে
সাঁতারিছ রণ পারাবার।
উজ্জল করি দ্যুলোক ভূলোক,
ছুটিছে আঁখির দীপ্ত আলোক,
কণ্ঠস্বরে বজ্র নালক
করিছে সঘনে হুঙ্কার।
দিবে অঞ্জলি অরাতি বর্গ
সম্ভ্রমে নত ধরণী স্বর্গ,
সাঁঝের আঁধারে দিব গো অর্ঘ্য
ক্ষুদ্র এ হিয়া উপহার।

সমুদ্র। কেন এ অপূর্ব্ব সাধ প্রিয়তমে ?

দত্তা। প্রিয়তম ! আর্য্যপুত্র !
প্রভু ! স্বামী মোর !
মগধের রাজপুত্র ! ভারতের ভবিষ্য সম্রাট !
এই হীন বিলাসিতা,
এই দীন অলসতা,
এই কি তোমার যোগ্য ?
বড় সাধ অন্যমূর্ত্তি হেরিব তোমার !
জাগ বীর—
দিকে দিকে হউক ধ্বনিত তব দিগ্বিজয়ী নাম !
ওঠ বীর—
ধরণী ঈশ্বর বেশে দেখা দাও ধরার সম্মুখে !

সমুদ্র। কেন দত্তা ! জীবিত পাটলি পুত্রে
ধরণী ঈশ্বর পিতা মোর !
মোর রাজ্য শুধু প্রিয়ে হৃদয়ে তোমার—
সেথায় ঈশ্বর আমি—সেই মম সুখ !
আর কিছু নাহি চাই !
—কেন প্রিয়ে বিরস বদন ?
শোন দত্তা—যুদ্ধ বড় কঠিন, নৃশংস !
সদম্ভে গৌরবে ছুটে দিগ্বিজয়ী বীর,
সৈন্যপুরোভাগে, বিজয়-উল্লাসে
বিজয় পতাকা উড়ে !
চেয়ে থাকে তার পানে বিমুগ্ধ মানব
যেন সে দেবতা মূর্ত্ত ধরণীর মাঝে !

কেহ নাহি ভেবে দেখে বারেকের তরে—
রথচক্র তলে তার বিজয় যাত্রার
কত প্রাণ পঙ্কভূতে মেশে—
কত হিয়া চূর্ণ হয়ে যায়,
কত মাতা হয় পুত্রহীন—
অসংখ্য গৃহের শান্তি লুপ্ত হয় আর্ত্ত হাহাকারে !
না—না—দত্তা—
প্রয়োজনে কর্ত্তব্য সমর—
অতি অনুচিত তাহা নীচ স্বার্থলোভে।
এস হরিসেন !

(হরিসেনের প্রবেশ)

একি বন্ধু !
চো'খে অশ্রু—মলিন বদন,
স্খলিত চরণ কেন তব ?
কি হয়েছে হরিসেন ?

হরি। বন্ধু ! বন্ধু ! কি কহিব !
কথা না যুয়ায় !
নির্ম্মেঘ আকাশ হ'তে হ'ল বজ্রপাত !

সমুদ্র। ত্বরা কহ- ত্বরা কহ হরিসেন !
আন্দোলিত সহসা হৃদয়—
জাগিছে অশুভ চিন্তা নানা মূর্ত্তি ধরি।

হরি। আসিয়াছে দূত—বন্ধু—রাজধানী হ'তে—
সম্রাজ্ঞী প্রেরিলা বার্ত্তা !

সমুদ্র। কুশলে আছেন মাতা পিতা ?

হরি। বন্ধু ! বন্ধু !
দুর্ভাগ্য ! দুর্ভাগ্য আমি—
আমারে শোনা'তে হ'ল এ কঠোর বাণী—
স্বর্গগত গুপ্তরবি মগধ ঈশ্বর !

সমুদ্র। স্বর্গগত ! পিতা মোর !

হরি। কল্য সন্ধ্যা যবে ছেয়ে এল পাটলিপত্তনে –
সম্রাটের প্রাণবায়ু ত্যজি' মর্ত্ত্যধাম --
স্বর্গপুরে করিল প্রয়াণ !
শেষ নিঃশ্বাসের সনে
উচ্চারিলা তব নাম জনক তোমার !

সমুদ্র। পিতা ! পিতা ! তুমি নাই ?

দত্তা। আর্য্যপুত্র !　　　(হস্তধারণ)

সমুদ্র। দত্তা ! দত্তা !
পিতা নাই ! পিতা নাই !
গুপ্ত রবি চন্দ্রগুপ্ত বার—
ভারতের মহান্ পুরুষ—
স্নেহময় জনক আমার—
নাহি আর ইহলোকে !

হরি। হে কুমার !
তুমি আজ মগধ সম্রাট !
দুয়ারে প্রস্তুত অশ্ব,
আদেশিলা জননী তোমার,
তিল অর্দ্ধ না করি বিলম্ব
ছুটে যেতে রাজধানী পানে !

এ সময়ে বন্ধু মোর !
আপনারে যেওনা ভুলিয়া !
গুরু ভার কর্ত্তব্য মস্তকে ,
রোধ কর হিয়ার আবেগ !
উদ্বেলিত ব্যথার তরঙ্গ,
কঠিন সংযমে বাঁধি,
ঝাঁপ দাও কর্ত্তব্যের মাঝে !
বিচলিত হ'ওনা সমুদ্র !

সমুদ্র। বিচলিত কারে কহ ?
বিচলিত ? নহি বিচলিত !
শুধু টলিছে চরণ,
শুধু মস্তিষ্কের মাঝে উঠিয়াছে ঘূর্ণাবর্ত্ত এক,
হৃদয়ে জেগেছে শুধু প্রচণ্ড শূন্যতা !
দত্তা ! হরিসেন !
পিতা নাই ?—কে আছে আমার তবে আর ?

দত্তা। হে সম্রাট !
আছে তব কোটী কোটী প্রজা
তব মুখ পানে চেয়ে !
আছে স্বর্গে দেবগণ নিয়ে আশীর্ব্বাদ,
আছে স্নেহময়ী মাতা, বন্ধু স্নেহময়,
আছে ভ্রাতা, আছে পদাশ্রিতা দাসী !
—আর্য্যপুত্র ! মাতৃআজ্ঞা কর গে পালন—
দ্রুত ধাও রাজধানী পথে,
পশ্চাতে আসিব আমি হরিসেন সহ !

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হে কুমার! প্রণাম চরণে ;
আমি দূত—আসিয়াছি বার্ত্তা ল'য়ে !

হরি। কহ শীঘ্র কোন্ বার্ত্তা,
কোথা হ'তে আসিয়াছ তুমি !

দূত। সম্রাট কেশবগুপ্ত পাটলিপত্তনে—

সমুদ্র। সম্রাট কেশবগুপ্ত !
কহ দূত কুমার কেশব !

হরি। মগধ সম্রাট এই সম্মুখে তোমার !

দূত। শোন দেব !
সম্রাট কেশবগুপ্ত
কহিলেন জানাতে তোমারে—
তিনি চান সিংহাসন !
সৈন্যগণ বশ তাঁর,
রাজধানী অধিকার ক'রেছেন তিনি !
যদি ইচ্ছা হয় রাজ্য নিতে,
যুদ্ধ কর তবে !

(প্রস্থান)

হরি। স্পর্দ্ধা তার !

দত্তা। আশ্চর্য্য সংবাদ !
হেন ভ্রাতৃদ্রোহ আর্য্যকুলে ?
—আর্য্যপুত্র ! একি হ'ল তব ?
হরিসেন ! হরিসেন !

হরি। বন্ধু! বন্ধু! সমুদ্র আমার!

সমুদ্র। কেশব? কেশব?
সেই ক্ষুদ্র বিনম্র বালক?
সে করিল অবহেলা মোরে?
সে করিল সমরে আহ্বান?

হরি। এ দম্ভের যোগ্য ফল পাইবে নির্ব্বোধ!

সমুদ্র। কি কহিছ হরিসেন?
কিছু নাহি শুনি কর্ণে—শুধু শুনি এক
বিশ্বব্যাপী ঝটিকার সংক্ষুব্ধ গর্জ্জন!
ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাজকুলে লভিয়া জনম,
করিল অনার্য্যসম হীন আচরণ?
দেবতার মতিভ্রংশ হ'ল?
গুপ্তবংশ কীর্ত্তি শিরে হানিল অশনি
ছার সিংহাসন লোভে?

হরি। বন্ধু! বন্ধু! স্থির হও—
অধীরতা সাজে কি তোমার?

দত্তা। প্রিয়তম! হও স্থির!
শকজয়ী ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাবীর!
ক্ষুদ্র মূঢ় বালকের আচরণে
এত চঞ্চলতা কেন প্রভু!

সমুদ্র। ক্ষুদ্র? মূঢ়? সত্য!
নহে—আমারে করিল হেলা তুচ্ছ রাজ্যতরে?
মোর কাছে চাহিত যদ্যপি—
ছিঃ ছিঃ—এত ক্ষুদ্রমতি?

মোর ভ্রাতা—চন্দ্রগুপ্তসুত—
এত ক্ষুদ্র মতি ?
ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন
অনায়াসে করিল ছেদন রাজ্যের কারণ ?
ধিক রাজ্যে,
ধিক্ সিংহাসনে !
রে কেশব !
ছিলি মোর নয়নের আলো,
ছিলি মোর হৃদয় শোণিত,
এই বক্ষে তোর তরে ছিল যেই
স্নেহের সাম্রাজ্য—বিপুল, বিশাল—
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিরে মূঢ় !
মগধের সিংহাসন ?
দত্তা ! হরিসেন !
নাহি চাহি রাজ্য আমি—না করিব রণ
কেশবের সনে !

দত্তা। কি কহিছ আর্য্যপুত্র !
ভ্রাতৃদ্রোহী সেই অধমেরে
ছেড়ে দেবে রাজ্য সিংহাসন ?

সমুদ্র। রাজ্য ! সিংহাসন !
যেতে দাও প্রিয়ে !
রাজ্য তরে ভাই হ'ল পর—
হেন রাজ্যে নাহি প্রয়োজন !
শোন হরিসেন !

যাও তুমি পাটলি পত্তনে,
নিয়ে এস মাতারে আমার—
মাতা পত্নী বন্ধুসাথে
আনন্দে বাঁধিব এই পবিত্র প্রয়াগে
সুন্দর সুখের গৃহ !
ছি—ছি ! ভ্রাতৃসনে রণ !
কি কবেন পিতা মোরে
ইহলোক ছাড়ি, শান্তিময় পরপারে
আবার মিলিব যবে মোরা দুটী ভাই
তাঁহার চরণ তলে ?
জ্যেষ্ঠ আমি—
উচিত কি নহে মোর ক্ষমিতে তাহারে ?

হরি। এই অপমান তবে হইবে সহিতে ?
ধিক মোরে !
জাহ্নবীর জলে ত্যজিব পরাণ মোর ! (প্রস্থানোদ্যত)

সমুদ্র। হরিসেন !
ভ্রাতা যদি সিংহাসন চাহে মোর পাশে—

হরি। চাহে যদি ?
কোথা চাহে ?
করিয়াছে বলে অধিকার—
বীরগর্ব্বে, শৌর্য্য অভিমানে !
ভিক্ষা নাহি মাগে তব পাশে—
মনে ভাবে—"আমি শ্রেষ্ঠ সমুদ্রের চেয়ে !"

সমুদ্র। নির্ব্বোধ সে—কিবা আসে যায় ?

করে যদি অপমান অগ্রজে তাহার,
আমি কি ছুটিয়া যাব তীক্ষ্ন অসি করে
তার শির লক্ষ্য করি ?
ছিঃ—ছিঃ—হরিসেন !
এই বুদ্ধি তব !
ভ্রাতৃসনে করিব সমর তুচ্ছ সিংহাসন তরে ?

দত্তা। তবে কি করিবে ?

সমুদ্র। কি করিব ? কিছু করিব না !
রাজ্য তরে কিছু করিব না !
শোন দত্তা - শোন হরিসেন !
সাক্ষী সূর্য্য চন্দ্রতারা অনন্ত আকাশে,
সাক্ষী স্বর্গে স্বর্গগত পিতৃগণ মোর,
ভীষ্ম সম চিরতরে রাজ্য সিংহাসন—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে কুমার !
সেনাপতি জয়ধ্বজ ভেটিলা আমারে—
সম্রাজ্ঞী কুমারদেবী বন্দিনী মগধে !

সমুদ্র। বন্দিনী ! জননী মোর !

হরি। চমৎকার !
হেন ক্ষমাশীল পুত্র যার—
তার ভাগ্যে আর কি ঘটিবে ?

দত্তা। বন্দিনী জননী !
আর্য্যপুত্র ! এখনো কি রহিবে নীরব ?

সম্রাজ্ঞী কুমার দেবী—লিচ্ছবি দুহিতা,
বীরাঙ্গনা, গরীয়সী মগধের রাণী—
পতির মৃত্যুর সনে বন্দিনী মগধে!
আর পুত্র তাঁর—
শকজয়ী সমুদ্র জীবিত!

সমুদ্র। না—না—অসম্ভব কথা!
কে করিবে বন্দিনী তাঁহারে?

দূত। কুমার কেশব হস্তে বন্দিনী জননী!

সমুদ্র। কি! কি! সত্য যা শুনিনু?
সম্রাজ্ঞী কুমার দেবী—
মহীয়সী জননী আমার—
ইঙ্গিতে গঠিত যাঁর মগধ সাম্রাজ্য,
অগণ্য লিচ্ছবী বীর আজ্ঞাবহ যাঁর—
তাঁহারে করিবে বন্দী বালক কেশব?
কহ দূত! সত্য কি ঘটেছে?

দূত। কহিবার কিবা আছে আর?
সিংহাসনে ব'সেছেন কুমার কেশব,
রাজসৈন্য যোগ দেছে তাঁহার সহিত,
বৌদ্ধ সঙ্ঘ সহায় তাঁহার—
জননী মোদের পুরী দুর্গে অবরুদ্ধ আজি!

সমুদ্র। সত্য তবে—সত্য তবে—
শত্রু করে বন্দিনী জননী!
কহ দূত! মগধের নবীন সম্রাট
রেখেছে কি অনশনে মাতারে আমার?

দেখি তার অশ্রু বিন্দু নয়নের কোণে,
ব্যঙ্গভরে উপহাস করে কি কেশব
কাপুরুষ সমুদ্রের জননী বলিয়া ?
হরিসেন ! হরিসেন ! ক্ষমা কর মোরে—
ত্যজিব না রাজ্য সিংহাসন !
কভু নহে—
জননীর তপ্ত অশ্রু ঝ'রেছে নয়নে—
হৃদয়ে জ্বলেছে অগ্নি মোর !
অপমান কুমার দেবীর ?
অসহ্য ! অসহ্য জ্বালা !
মাতা ! মাতা ! পুত্র তব মরে নাই !
তোমারে যে ক'রেছে লাঞ্ছনা,
রক্তে তার রঞ্জিব মা চরণ তোমার !

(প্রস্থানোদ্যত)

দত্তা। শোন আর্য্যপুত্র শোন !
কোথা যাবে একা অসহায় ?
তিষ্ঠ একদিন—
প্রয়াগের সৈন্যগণ হউক সজ্জিত ! (হস্তধারণ)

হরি। সত্য বন্ধু !
জননীরে বন্দী যে করিল—
তার পক্ষে অসম্ভব কিবা ?

(হস্তধারণ)

সমুদ্র। ছাড় দত্তা, ছাড় হরিসেন !
একদিন ?

না তিষ্ঠিব এক দণ্ড আমি !
জননীর ঝরে আঁখিনীর !
সৈন্য ?
সৈন্যতরে করিব বিলম্ব ?
মৃত্তিকায় পদাঘাত করিব যেখানে,
লক্ষ শস্ত্রপাণি বীর জন্মিবে সেথায় ! (প্রস্থান)

দত্তা। হরিসেন ! হরিসেন !
এই দণ্ডে আজ্ঞা দাও
প্রয়াগের সমগ্র বাহিনী
ছুটুক বিদ্যুৎবেগে রাজধানী পানে
সম্রাটের সনে !

(উভয়ের প্রস্থান।)

——

তৃতীয় দৃশ্য

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠ—গঙ্গাতীর।

মণিয়া।

(গান)

আলোর পাশে এত আঁধার কোন্ দেবতার অভিশাপ,
হাসিগানের নীচে কেন দীর্ঘশ্বাসের হল্‌কা তাপ ?
স্বধার স্রোতে ভাসে সবাই কত হরষ ভরে,
রক্ত-আঁখির শাসন শুধু কেন আমার তরে,
ললাটে কে মোর দিল এঁকে চিরতরে লাজের ছাপ ?
নিধুবনে বাজে বাঁশী আকুল করা তানে,
উতল পরাণ উথলে ওঠে পুলকেরি গানে,
ছুটে যেতে দেয় কে বাধা কোন্ জনমের গভীর পাপ ?

(মণিয়ার প্রস্থান)

(রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠী ও মহাস্থবির কশ্যপের প্রবেশ)

রত্নেশ্বর। কি করিতে কহ মোরে আর ?
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি ঢালিয়া
অকাতরে জলস্রোত সম—
আর নাহি দিব।

কশ্যপ। এই মাত্র যজ্ঞের স্থচনা।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তব
সৈন্যমাঝে মুক্ত হস্তে করি বিতরণ,
অমরক বশীভূত ক'রেছে তাদের।

তাই তারা ত্যজিয়াছে কুমার দেবীরে,
তাই তারা কেশবের তরে
উড়ায়েছে বিদ্রোহ পতাকা!
ভাবিছ কি—
বিনা অর্থ প্রলোভন
ত্যজিত সমুদ্রগুপ্তে একটী সৈনিক?

রত্নে। আর স্বর্ণ পারিব না দিতে!
হয় প্রয়োজন—
আছে স্বর্ণ বৌদ্ধ বিহারের—
তাই দাও সৈন্য গণে।
আর নাহি প্রলোভনে ভুলিব তোমার।

কশ্যপ। তবে সাবধান শ্রেষ্ঠী রত্নেশ্বর!
সর্ব্বনাশ সাধিব তোমার!
সমস্ত সম্পদ তব—
এই দণ্ডে রঘুবরে করিব অর্পণ—
সে দিবে আমারে অর্থ!

রত্নে। রঘুবর!

কশ্যপ। রঘুবর!—তব জ্যেষ্ঠ সহোদর!
ভুলিয়া কি গিয়াছ তাহারে?
ভুলে গেছ—রাজৈশ্বর্য্য তব
তাহারি সম্পদ?
কণামাত্রে তার—নাহি তব অধিকার কিছু?

রত্নে। চণ্ডালত্ব লভিয়াছে যেই—
ধনে তার নাহি অধিকার!

কশ্যপ। হিন্দুশাস্ত্র নীতি তাহা—
কে মানিবে আজি ?
হিন্দুরাজ্য হ'য়েছে বিলুপ্ত—
বৌদ্ধধর্ম্মে ভেদ নাহি চণ্ডালে ব্রাহ্মণে !
বৌদ্ধ সেনাপতি অমরক—
মম আজ্ঞা করিয়া বহন—
রঘুবরে সমর্পিবে ঐশ্বর্য্য তোমার !

রত্নে। বাতুল হ'য়েছ তুমি—
শুনিব না উন্মাদ জল্পনা !

কশ্যপ। তবে তাই হো'ক—　　　(বংশী বাদন)
—ওই হের ! আসে ভ্রাতা তব—
কর শ্রেষ্ঠী সম্ভাষণ তারে !
অমরক আসিবে অচিরে—

(রঘুবর ও মণিয়ার প্রবেশ ও রত্নেশ্বরের অন্তরালে প্রস্থান)

এস শ্রেষ্ঠী রঘুবর !

রঘু। শ্রেষ্ঠী রঘুবর !
কতদিন শুনি নাই সেই সম্ভাষণ !
সেই বিস্মৃত যৌবনে,
সেই সুদূর অতীতে,
একমাত্র অপরাধে হারাইনু যবে—
নাম, গৃহ, জ্ঞাতি, পরিজন,
অগাধ ঐশ্বর্য্য রাশি মোর —
সেই দিন হ'তে—

কেহ আর ডাকে নাই মোরে
'শ্রেষ্ঠী রঘুবর' বলি।
আমি আজ রঘুয়া চণ্ডাল—
বসতি চণ্ডালগৃহে, ভোজন চণ্ডাল-অন্ন—
একমাত্র স্নেহের তনয়া মোর—চণ্ডালিনী !
ভাগ্য ! ভাগ্য !

কশ্যপ। অনুতাপ ক'রেছ কি সে পাপের তরে ?
ক'রে থাক যদি, পাবে ক্ষমা !
অভিশপ্ত জীবন তোমার
আবার উঠিবে হাসি আনন্দে গৌরবে !
ক'রেছ কি অনুতাপ ?

রঘু। অনুতাপ ? কেন ?
করি নাই কোন পাপ !
ভাল বেসেছিনু তারে—
ক'রেছিনু তাই পরিণয় !
ত্যজিল সমাজ মোরে—
নাহি ক্ষোভ তাহে !
স্বর্গে গেছে—আজো তার স্মৃতিটুকু
অমৃত বর্ষণ করে বৃদ্ধের হৃদয়ে !

কশ্যপ। রঘুবর !
ফিরে এস সমাজের বুকে—
লহ তব রতন ভাণ্ডার !
আমি দিব ফিরায়ে তোমারে—
অতীতের হারানো গৌরব !

রঘু। কি কহিছ বৃদ্ধ !
করিবারে ক্রূর পরিহাস,
কে তুমি নিষ্ঠুর !—
মহাস্থবিরের নাম ধরি—
ডাকিয়া এনেছ মোরে হেথা ?
—পতিত চণ্ডালে পুনঃ লইবে সমাজ !
চণ্ডালিনী গর্ভজাতা তনয়া আমার—
আর্য্য সমাজের বক্ষে পাইবে আশ্রয় !
অতি অসম্ভব কথা ! আকাশ কুসুম !

কশ্যপ। তনয়া তোমার !
না-না—তাহারে করিতে হবে ত্যাগ !

রঘু। তাহারে করিতে হবে ত্যাগ !
মণিয়া ! মণিয়া !
শুনেছিস উন্মাদের কথা ?
আপনার হৃৎপিণ্ডটুকু—
উপাড়ি আপন হস্তে ক'রে যাব ত্যাগ—
সাথে নিয়ে যাব শূন্যবক্ষ, প্রাণহীন দেহ !
চলে আয় মণিয়া আমার !

কশ্যপ। শোন শ্রেষ্ঠি !
চিত্ত কর স্থির !
অফুরন্ত রতন ভাণ্ডার তব—
তব সহোদর হ'তে ছিনিয়া লইয়া—
আমি তাহা প্রত্যর্পণ করিব তোমারে !

রঘু। চাহিনা—চাহিনা—

বিনা রত্নে যাপিলাম সমস্ত জীবন—
প্রিয়া মোর ছিন্ন কন্থা পরি'
জীবন কাটায়ে, গেছে মরণের দেশে !
কন্যা মোর—কাচ খণ্ড কণ্ঠে পরি—
ভাবে তারে শ্রেষ্ঠ আভরণ !
—রত্নে মোর নাহি প্রয়োজন !
—জীবন কাটিয়া গেছে
অরণ্যে চণ্ডাল পল্লী মাঝে—
আজি যবে বার্দ্ধক্যে অথর্ব্ব দেহ মোর—
শুনিতেছি মৃত্যুর আহ্বান—
আজি তুমি আসিয়াছ কহিতে আমারে—
"লহ রত্ন—ত্যাগ কর কন্যারে তোমার" !
রত্ন তরে কন্যারে ত্যজিব ?
হেন ভাষা শ্রেষ্ঠী রঘুবরে ?
জান বৃদ্ধ !
অলকার অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল গৃহে মোর—
অর্থ আশে ভারতের সমস্ত নৃপতি—
কৃতাঞ্জলি পুটে মোর দ্বারে
নোয়াইত গর্ব্বোন্নত শির ?
সে ঐশ্বর্য্যে, সে গৌরবে—
চণ্ডালিনী প্রেমতরে শ্রেষ্ঠী রঘুবর
ক'রেছিল অবহেলে পদাঘাত ?
—সে তুচ্ছ রত্নের লোভ দেখাইতে আজি
লজ্জা নাহি হইল তোমার ?

আয় রে মণিয়া—
বৃদ্ধের হৃদয় জুড়ে তুই থাক শুধু—
হাত ধ'রে নিয়ে চল মোরে—
পুনঃ সেই পরিচিত কুটীরে আমার—

(প্রস্থানোদ্যত)

(পশ্চাৎ হইতে রত্নেশ্বর আসিয়া রঘুবরের পৃষ্ঠে ছুরিকা প্রহার করিল)

রঘু। এ কি ! কে রে গুপ্তহন্তা ?
কোন্ আশে করিলি নিধন
বৃদ্ধ ভিখারী চণ্ডালে ?
—কে ? কে ? তুমি রত্নেশ্বর ?
—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ভ্রাতা মোর ?
চমৎকার !—এই সেই সমাজ আমার !
—সুখী হও রত্নেশ্বর ! সমাজের শিরোমণি হও !
নরকের রাজা হও !
(ভগ্নস্বরে)—ভাই ! কেন হত্যা করিলি আমারে ?
করি নি ত কোন ক্ষতি তোর—
মণিয়া ! মা আমার !—
কার কাছে রেখে গেনু তোরে ? (মৃত্যু)

(মণিয়া রঘুবরকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল ও মধ্যে মধ্যে "বাবা ! বাবা !" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল।)

রত্নে। সাবধান ! স্থবির কশ্যপ !
দেখিতেছ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ?
প্রাণে যদি থাকে মায়া—

ছায়া স্পর্শ করিও না মোর !
রঘুবরে দেবে মোর ধন ?
মূঢ় ভিক্ষু ! সাবধান !

মণিয়া। তুই ? তুই ? আমার বাবাকে কেন মা'র্লি ?

(রত্নেশ্বরের দিকে ছুটিয়া যাইতে রত্নেশ্বর ছুরিকা সম্মুখে ধরিয়া পশ্চাৎ হটিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। মণিয়া ব্যর্থরোষে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল ও পরে আবার "বাবা, বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।)

(নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল)

কশ্যপ। শুনি সৈন্য কোলাহল !
অমরক আসিতেছে বুঝি
—রত্নেশ্বর !
স্বেচ্ছায় ব্যাধের জালে দিয়েছিস্ ধরা ! [প্রস্থান।

মণিয়া। বাবা ! বাবা ! আমায় কার কাছে ফেলে গেলে গো ?

(সমুদ্র গুপ্তের প্রবেশ)

সমুদ্র। পুণ্যতোয়া সুরধুনী তীরে
রাজধানী উপকণ্ঠে
রমণীর কেন আর্ত্তনাদ ?
কে তুমি বালিকা অশ্রুমুখী !
কি হ'য়েছে তব ?
কেবা ইনি ?
একি ! রক্ত কেন ?
কে করিল নিধন ইহারে ?

মণিয়া। ওগো দেখ—দেখ তুমি একবার দেখনা—আমার বাবা কি নেই ?

সমুদ্র। (পরীক্ষা করিয়া)

পিতা তব গেছেন স্বরগে।
—কহ বালা! কেবা হত্যাকারী ?
শাস্তি তার করিব বিধান !

মণিয়া। শাস্তি ? শাস্তি আর কি দেবে ? চাঁড়ালকে মারার আবার শাস্তি ! হায়রে অদৃষ্ট !

সমুদ্র। চণ্ডাল ! চণ্ডাল তুমি ?

পূর্ব্বে নাহি কহিলে বালিকা ?
স্পর্শিলাম চণ্ডালের শব ?

মণিয়া। কি ব'লছ ? চণ্ডালের শব ? হাঁ! চণ্ডালের শবই ত বটে ! তাতে হ'য়েছে কি ?—চণ্ডাল মানুষ নয় ?—ছিঃ ছিঃ—অমন দেবতার মত মূর্ত্তি তোমার—কিন্তু এত ছোট তোমার প্রাণ ? উঃ! কে এই শাস্ত্র গ'ড়েছিল—তার একবার দেখা পেতাম—একবার দেখা পেতাম ! চণ্ডাল ! চণ্ডাল !—চণ্ডালের চো'খের জল দেখে দয়া ক'রতে নেই—মুমূর্ষু চণ্ডালের মুখে এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল দিতে নেই—জীবনে মরণে মানুষের কোন অধিকার তাকে ভোগ ক'রতে দিতে নেই—তার নিঃশ্বাসে পাপ, তার স্পর্শে ব্যাধি—তার ভালোবাসায় অভিশাপ!—উঃ—

সমুদ্র। ধিক্ মনুষ্যত্বে মোর !

ধিক্ এই জন্মগত প্রবল সংস্কার !
—যাও বালা গৃহে—
কার্য্য আছে মম—বিলম্ব করিতে নারি আর।

মণিয়া। যাবে ? যাবে বই কি ! যাও—গঙ্গাস্নানে শুচি হ'য়ে

ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান ক'রে চণ্ডাল-স্পর্শ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—পবিত্র হও—মন্দিরে গিয়ে দেবতার পায়ে বিল্বদল দাও গে যাও!—আর আমার বৃদ্ধ পিতা—আমার বৃদ্ধ পিতা—গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত আমার দুর্ভাগ্য পিতা—এই গঙ্গাতীরে প'ড়ে থা'ক্—তার দেহ শৃগাল কুক্কুরে ছিঁড়ে খা'ক—আর তাদের উচ্চ কলরবে হিন্দুশাস্ত্রের জয়গান ধ্বনিত হ'ক—যাও—চণ্ডাল ম'রেছে! জাবনে যে শৃগাল কুক্কুরের চেয়ে হীন ছিল—মরণে সে শৃগাল কুক্কুরেরই ভক্ষ্য হবে বই কি! —যাও—দূর হও—

সমুদ্র। হায়রে অভাগি!
শাস্ত্র যারে ক'রেছে বিনাশ—
আমি তারে বাঁচাব কেমনে?—
কিন্তু—সত্য কি মানুষ নহি আমি?
যে না পারে মুছাইতে
দান এক বালিকার তপ্ত অশ্রু ধারা—
কি স্পর্দ্ধা তাহার—
সিংহাসনে বসিবে সে জন?
সহস্রের আকুল মিনতি—
লক্ষ কোটী মানবের কাতর প্রার্থনা—
হৃদয়ের স্নেহরস দিয়া—
পূরণ করিতে হবে যারে—
সে কেমনে যাবে চলি—
বিমুখ করিয়া এই
নিঃসহায়া বালিকার করুণ কাকুতি?
সমুদ্র! মানুষ হও!
—শাস্ত্র বাক্য ভুলে যাও মুহূর্ত্তের তরে—

কে চণ্ডাল ?—কে ব্রাহ্মণ ?
ওই ব'য়ে যায় খরস্রোতে
পতিত পাবনী সুরধুনী—
অনন্ত করুণাসম বিশ্ব দেবতার—
সকল শাস্ত্রের উর্দ্ধে যিনি—
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সবে সন্তান যাঁহার !
এস বালা ! সঙ্গে এস মোর !

রঘুবরের দেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। মণিয়া প্রথমে বিস্ময়ে নির্ব্বাক ; পরে উচ্ছ্বসিত রোদনে সমুদ্রের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পরে সমুদ্র শবদেহ লইয়া গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন—মণিয়া অনুসরণ করিল।

চতুর্থ দৃশ্য

পাটলি পুত্র—নগর চত্বর।

নাগরিকগণ দলে দলে উত্তেজিতভাবে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছিল অদূরে মধ্যে মধ্যে দামামাধ্বনি হইতেছিল।

(অমরক ও কশ্যপের প্রবেশ)

অমরক। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে স্থবির !
ওই শোন কোলাহল নগরের পথে !
এসেছে সমুদ্রগুপ্ত নগর তোরণে—
দলে দলে নাগরিক

"সমুদ্র-সমুদ্র" বলি তুলি জয়নাদ
ছুটিয়াছে যোগ দিতে তাহার সহিত !

কশ্যপ। সৈন্যদল ?

অমরক। নাহি জানি যুদ্ধকালে কি করিবে তারা !
মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণে
রাজসৈন্যে বশীভূত ক'রেছিনু আমি -
কহিয়াছে জনে জনে—
প্রাণ দিবে কেশবের তরে।
কিন্তু তবু মোর না হয় প্রত্যয় !

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সেনাপতি ! সেনাপতি !
ছুটেছে সমুদ্রগুপ্ত প্রাসাদের পানে—
ঝঞ্ঝাসম—

অমরক। এত শীঘ্র ? (প্রস্থানোদ্যত)

কশ্যপ। (অমরককে ধরিয়া) কত সৈন্য আছে সাথে ?

সৈনিক। সৈন্য ? সৈন্য কোথা ?
ছুটিয়াছে উন্মাদের মত—একা, অরক্ষিত।
পশ্চাতে জনতা এক ধায় উচ্ছৃঙ্খল
"সমুদ্র, সমুদ্র" বলি !
শুনিতেছি—প্রয়াগের সৈন্যদল
আসিছে পশ্চাতে,
অর্দ্ধ প্রহরের পথে—

কশ্যপ। অমরক !
এই অবসর !

সুশিক্ষিত সৈন্য দল নিয়ে
অবিলম্বে কর বন্দী দাম্ভিক সমুদ্রে।
পশেছে শশক যদি সিংহের গহ্বরে—
নিশ্চিত মরণ আছে অদৃষ্টে তাহার !
যাও—যাও—অমরক—
বন্দী, বন্দী কর—
না হ'তে মিলিত যুবা জননীর সাথে !

অমরক। লইব না রাজার আদেশ ?

কশ্যপ। রাজা ? কোথা রাজা ?
উন্মাদের মত আচরণ তার—
হিতাহিত জ্ঞান হীন !
কোন কার্য্য নারিবে সাধিতে
আদেশের করিলে প্রতীক্ষা—
আমার আদেশ—যাও তুমি—

(অমরকের প্রস্থান)

হে সৈনিক !
মূল্যবান এনেছ সংবাদ !
দিব পুরস্কার !
যাও পুনঃ—আন বার্ত্তা !

সৈনিক। প্রণাম স্থবির ! (প্রস্থান)

কশ্যপ। রাজা !
সবে চাহে রাজার আদেশ !
হো'ক সে তরল মতি যুবা উচ্ছৃঙ্খল—
তবু তারি আজ্ঞা চাই !

এ বিপ্লব সৃজিত আমার—
বৌদ্ধ অভ্যুত্থান এই—
কল্পনা করিয়াছিনু আমি
শতাব্দীর একপাদ আগে,
কিন্তু তবু মোর আজ্ঞা নাহি চাহে কেহ—
চাহি রাজ আজ্ঞা—

(নেপথ্যে —যুদ্ধ কোলাহল)

লেহি লেহি সমরাগ্নি উঠুক জ্বলিয়া
সূর্য্যতেজে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হউক প্রকাশ—
নতুবা নিবিয়া যা'ক প্রগাঢ় তিমিরে !
করুণার ভিক্ষামুষ্টি নিয়ে—
সদ্ধর্ম্ম না বেঁচে রবে ভারত মাঝারে—

(প্রস্থান)

(কেশব গুপ্তের প্রবেশ)

কেশব। হই নাই বিচলিত ধর্ম্মের আহ্বানে—
সদ্ধর্ম্মের উপরোধ
প্রত্যাখ্যান করিতাম আমি !
কিন্তু এক রমণীর উপহাস
অবিরাম বাজিছে অন্তরে !
আন্দোলিয়া ওঠে যবে হিয়া—
সেই পুরাতন ক্ষত
রক্তাক্ত হইয়া ওঠে পুনঃ—
"ভিখারী কল্যাণ পুত্র, ভিক্ষুক কেশব—
ভীরু—কাপুরুষ" !

(সৈন্যগণসহ অমরকের প্রবেশ)

কোথা যাও অমরক ?

অমরক। যাই বন্দী করিবারে কুমার সমুদ্রে !

কেশব। চল—আমিও যাইব !

বন্ধু অমরক !

আজি শুভদিন !

মগধের রাজপুত্রদ্বয়—

সমুদ্র, কেশবগুপ্ত—

দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পরে হানিবে কৃপাণ !

শোন অমরক—ভীম প্রহরণে

নিজহস্তে হৃদয় বিদীর্ণ করি তার—

ওকি—হোথা কোথা যাও অমরক !

ও ত নহে তোরণের পথ !

অমরক। তোরণ—সম্রাট ?

না—না—যেতে হবে প্রাসাদের পানে !

ছুটেছে অগ্রজ তব—

সৈন্য আদি ফেলিয়া পশ্চাতে—

একা—অসহায়, উন্মাদের মত—

শত্রুপূর্ণ রাজধানী পথে—

পুরী প্রাসাদের পানে মাতৃপদ দরশন আশে—

বাতুল যুবক !

কেশব। যাও অমরক !

আমি নাহি যাইব সেথায় !

তুমি যাও—পার তারে বন্দী কর !

নাহি পার—ফিরে চলে এস—
পশ্চাৎ ভেটিব আমি অগ্রজে হেথায়!

(অমরক ও সৈন্যগণের প্রস্থান)

—ছুটেছে ব্যাকুল পুত্র—ভক্তি অর্ঘ্য নিয়ে—
ধরণীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ—মাতৃ পদতলে!—
নয়নে অমৃত-অশ্রু, বদনে অমৃত স্নেহ-ভাষ,
জননী দাঁড়ায়ে যেথা
ব্যগ্র আলিঙ্গন নিয়ে সন্তানের তরে!
সেথা—সেই মাতাপুত্র মিলন তীর্থের মাঝে
আমি গিয়ে দাঁড়াব কেমনে?
"মা, মা"—ব'লে ডাকিবে সন্তান—
'পুত্র' ব'লে ডাকিবে জননী—স্নেহ গদ্ গদ্ ভাষে—
সেথা আমি শস্ত্র পাণি কৃতান্তের মত
কেমনে পশিব গিয়া?
আমারো ত ছিল মাতা!
ক্ষণ অদর্শন পরে আমারও জননী—
সুনিশ্চয়—মোর আশে আসিতেন ধেয়ে
'পুত্র, পুত্র' বলি—
ধাত্রী ক্রোড়ে বসি আমি হেরিয়া মাতারে—
আমিও মায়ের প্রতি পশারিয়া বাহু
পড়িতাম আনন্দে ঝাঁপা'য়ে কোলে তাঁর
কলহাস্য রোল তুলি!
—অমরক! অমরক! কাজ নাই!

চ'লে এস সেনাপতি—
মাতৃস্বরগের মাঝে হানিও না বাজ !

(প্রস্থানোদ্যত)

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সম্রাট ! সম্রাট !
কেশব। কেও ? কিবা চাহ ?
সৈনিক। প্রয়াগের সৈন্যদল নগর-তোরণে !
কেশব। তার পর ?
সৈনিক। বাধিয়াছে রণ সেথা—
কেশব। উত্তম !—

(সৈনিকের প্রস্থান)

প্রয়াগের সৈন্যদল !
বাধিয়াছে রণ !
অমরক করিয়াছে বন্দী এতক্ষণ
অগ্রজে আমার !—
যুদ্ধ—যুদ্ধ !—রক্তপাতে প্রমাণ করিতে হবে মোরে—
ধরে না দুর্ব্বলহস্তে কৃপাণ কেশব !

(কশ্যপের প্রবেশ)

কশ্যপ। কেশব ! সত্বর হও !
নগরে বেধেছে মহারণ—
কেশব। এই যাই—
কশ্যপ। পুত্র—দাঁড়াও ক্ষণেক !
নিয়ে যাও আশীর্ব্বাদ !

—আশৈশব হাতে ধরি
শিখায়েছি রাজনীতি ধর্ম্মনীতি যত—
গুরু আমি তব।
করি আশীর্ব্বাদ পুত্র—
সমরে অজেয় হও!
কর জয়লাভ,
পর শিরে মগধের রতন-কিরীট,
সদ্ধর্ম্মের হো'ক অভ্যুদয়!

কেশব। উত্যক্ত ক'রোনা মোরে গুরু!
ধর্ম্মতরে নহে এই রণ!
নহে ইহা রাজত্বের তরে!
কি দেখিছ নির্ব্বাক বিস্ময়ে?
ভাবিছ উন্মাদ আমি?
নহি—নহি—
কিন্তু হাসি আসে মোর—
যবে মনে হয়
কি তুচ্ছ কারণে এই
বাধিয়াছে ভীষণ আহব!
শোন গুরু!
একমাত্র ক্রূর পরিহাস—
উচ্চারিত জ্ঞানহীনা রমণীর মুখে—
কশাঘাতে কশাঘাতে—
ছুটা'য়ে এনেছে মোরে এতদূর
নিরুপায় অশ্বের মতন!

যে পিতারে ভাবিতাম জাগ্রত দেবতা—
লঙ্ঘিয়াছি আদেশ তাঁহার—
নহে তাহা সদ্ধর্ম্মের তরে!
শোন গুরু!
দেখাব জগতে
শাক্যকন্যা জঠরে জন্মিতে পারে—
সমুদ্রের সমকক্ষ বীর!—

(প্রস্থান)

কশ্যপ। কিছুমাত্র বুঝিতে নারিনু!
নহে ধর্ম্মতরে যুদ্ধ? নহে রাজ্য তরে?
পরিহাস? কে করিল কারে পরিহাস?
মোর মনে লয়
আমারেই পরিহাস করিল কেশব!
লাঞ্ছনা ও অপমান করিয়াছি অঙ্গের ভূষণ—
দিব শোধ—যদি দিন পাই!

(অমরকের প্রবেশ)

অমরক। কোথায় সম্রাট?
এই যে স্থবির!—
শোন—ক্রুদ্ধ সিংহ আসিছে ধাইয়া!
এ জীবনে করিয়াছি শত শত রণ—
শুনিয়া সমর বাদ্য
বক্ষে প্রতি রক্তকণা
চিরদিন উল্লম্ফনে উঠিয়াছে নেচে,

পিধানে কৃপাণ চিরদিন
আপনি করেছে ঝনৎকার—
কিন্তু আজ রক্ত যেন তুষার প্রবাহ—
হাত যেন কাঁপে মুহুর্মুহুঃ !

কশ্যপ। অমরক ! বীর তুমি ?
ধিক্ ! দেখিয়াছ প্রেত ?

অমরক। প্রেত ! না—না—
দেখিয়াছি বজ্রধারী দেব আখণ্ডলে—
বজ্রানল দেখিয়াছি নয়নে তাঁহার !
শোন গুরু ! গিয়াছিনু বন্দী করিবারে—
অকস্মাৎ হেরিনু সম্মুখে মোর
প্রচণ্ড বিদ্যুৎ শিখা—
শুনিনু শ্রবণে বজ্রনাদ—
"অমরক ! বিশ্বাসঘাতক !"—
উঠিল বিরাট খড়্গ ধাঁধিয়া নয়ন
শিরশ্ছেদ তরে মোর ;
তারপর কিছু মনে নাই—
ফিরে এল চেতনা যখন—
হেরিনু পড়িয়া আছি হতস্তূপমাঝে মূর্চ্ছাগত !
—অদূরে লিচ্ছবিগণ
জয়নাদে দুর্গদ্বারে হয় সজ্জীভূত—

কশ্যপ। কোথা গেল রক্ষীসেনা ?

অমরক। বিনষ্ট, বিধ্বস্ত, ভীত, পলায়িত সবে,
অথবা দিয়েছে যোগ সমুদ্রের সনে !

যাই গুরু ! দেখি কোথা সৈন্যদল !
দেখি কোথায় সম্রাট !
বিদায় স্থবির !—
অবিলম্বে কর পলায়ন !
না ক্ষমিবে তোমারে সমুদ্র—
লোলচর্ম্ম শুক্লকেশ হেরি।
—বিদায় চরণে—
গুরু তুমি—কর আশীর্ব্বাদ
বীর মৃত্যু করি যেন লাভ— (প্রস্থান)

কশ্যপ। ধিক্— মেষ হিয়া !

(নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল)

—ওই কোলাহল !
আসে বুঝি লিচ্ছবীয় চমূ ! (প্রস্থান)

(উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের গমনাগমন)

(কুমার দেবীর প্রবেশ)

কুমার। নাহিক বিলম্ব আর—
লিচ্ছবির মহাবীর্য্য
বিমর্দ্দিত করিবে এখনি
হীন মাগধ সৈনিকে।
শাক্যকন্যাগর্ব্ভজাত অধম কেশব—
না—না—বীর সেই,
হীন বাক্য কহিব না তারে—

কিন্তু হারাইবে প্রাণ সে নির্ব্বোধ !
কেবা আসে ছুটে ?
একি হেরি ?
সমুদ্র, কেশব দোঁহে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে করে মহারণ !
রুধির ললাটে, বক্ষে, মুক্ত প্রহরণে
রচিয়াছে বীর অলঙ্কার !
—দিগ্বিজয়ী সমুদ্রের কঠিন প্রহারে—

(তাঁহার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল,
পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল)

কি করিনু ! কি করিনু !
সমুদ্র ! বাঁচাও পুত্র ভ্রাতারে তোমার !

(প্রস্থা·

(জয়ধ্বজের প্রবেশ)

জয়। শুনিলাম সম্রাজ্ঞীর তীব্র আর্ত্তনাদ—
সমুদ্র ! বাঁচাও পুত্র ভ্রাতারে তোমার !'
কোথায় তাহারা ?
অগণিত শব চতুর্দ্দিকে—
কোথা বেধেছিল রণ—কে দিবে বলিয়া ?
এই ভয়াবহ মৃত্যুক্ষেত্রে,
রক্ত যেথা স্রোতে বহে তটিনীর মত—
কে দেখায়ে দিবে মোরে কোথায় কেশব ?

(প্রস্থান)

(মুমূর্ষু কেশবগুপ্তকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রগুপ্তের প্রবেশ)

কেশব। হে অগ্রজ!
কহিও কুমার দেবী লিচ্ছবি রাণীরে
শাক্যরক্তে বীর জন্ম নহে অসম্ভব। (মৃত্যু)

সমুদ্র। কেশব! কেশব!
মহাপ্রাণ বীর
বীরলোকে করিছে প্রয়াণ!
ত্যজি এই পাপ ধরা,
স্বার্থ দ্বেষ হিংসা জর্জ্জরিত—
চলিয়াছে স্বর্গপুরে
জনকের স্নেহময় ক্রোড়ের উদ্দেশে—
লভিতে অনন্ত শান্তি।
রে কেশব!
আমি জ্যেষ্ঠ তোর—
কহিস জনকে—
কেমনে রে সাধিয়াছি কর্ত্তব্য জ্যেষ্ঠের,
করাল কঠিন করে,
পুনঃ পুনঃ করি খড়্গাঘাত—
সুকোমল অঙ্গে তোর!
মরি! মরি! শত অস্ত্র ক্ষত অঙ্গে,
কত না বেজেছে ব্যথা!
প্রতি প্রহারের সনে ভেবেছিস মনে—

নির্ম্মম অগ্রজ তোর
ভাই চেয়ে এতই কি রাজ্য বাসে ভাল ?

(কুমার দেবীর প্রবেশ)

মাতা ! মাতা !
হের ঘাতক পুত্রের কার্য্য তব !
গুপ্ত বংশধর—
পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক—
হের নির্ম্মম আঘাতে মম—
মহা অভিমানে ধরাসনে করেছে শয়ন !
অগণিত অস্ত্র লেখা মুখে,
দর দর ঝরিছে রুধির !
প্রতি অস্ত্রক্ষত হ'তে—
তীব্রস্বরে উঠিছে ধিক্কার —
"ভ্রাতৃহন্তা—ভ্রাতৃহন্তা—
ভ্রাতৃহন্তা ঘাতক সমুদ্র !"
হের মাতা !
ভ্রাতৃহস্তে ভ্রাতার নিধন হেরি
স্তব্ধ রণাঙ্গন !
বিভীষিকাগ্রস্ত সম স্তম্ভিত প্রকৃতি—
নিবিড় আঁধারে বিকট শ্মশান সম !
শোন ওই—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে অগণ্য অদৃশ্য দেবদূত—
মহারোষে করে অভিশাপ

তনয়ে তোমার !
হের দেবগণ ঘৃণায় ফিরা'য়ে মুখ
রুদ্ধ করে স্বর্গের দুয়ার !
পিতৃলোক হ'তে এক উগ্র রোষানল—
ধেয়ে আসে ভস্মীভূত করিতে আমারে '
মা ! মা !

(কুমার দেবীর ব.ক্ষ মুখ লুকাইলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:ঃ*—

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গাবক্ষে সুসজ্জিত তরণী আলোকমালায় উজ্জ্বল
হরিসেন হা'ল ধরিয়া বসিয়া ছিলেন। তরণীশীর্ষে দত্তাদেবী
ও সঙ্গিনীগণ।

(গান)

হরিসেন—	সাগরের পারে ছিল যে রূপসা, এল সে কিসের টানে।
সঙ্গিনীগণ—	লোকমুখে শুনি আসিয়াছে ধনী ভাসিয়া প্রেমের বানে॥
হরি—	তটিনীর জলে উঠে গীতিধ্বনি—
সঙ্গিনী—	হৃদয়ের তার বাজে রণরণি—
সকলে—	বসন্তবায় দিয়ে গেছে দোলা—সরম জড়ানো প্রাণে॥
হরি—	বাঁশী বাজে কার বিপিনে বিপিনে
সঙ্গিনী—	চিনি চিনি তারে চিনিতে পারিনে
সকলে—	নেশা লাগিয়াছে হৃদয় মাঝারে পাগল করা সে গানে॥

গান শেষ হইলে হরিসেন সহসা উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।
কর্ণধার বিহীন হইয়া নৌকা ঘুরিতে লাগিল।

সঙ্গিনীগণ। (সমস্বরে) কর কি—কর কি—হা'ল ধর, হা'ল ধর—ডুবল, ডুবল।

হরি। ডুবুক তরণী—

নৃত্যে মোরে করেছে আবেশ।

না নাচিয়া পারিব না—
তাতে যদি মৃত্যু হয়—সেও ভালো—

(নৃত্য)

সঙ্গিনী। আরে—
পড়িয়াছি বাতুলের হাতে—
ডুবে মরি নৃত্যের দাপটে—
কোথা গেল নাবিকেরা ?

দত্তা। নাহি কোন ডর সখি !
ডুবিবে না তরী—
দেখ কি স্থন্দর নাচে হরিসেন !

সঙ্গিনী। দেখিতেছি—
আহা যেন কালীয় দমনে
নাচে শ্যামরায় !

(সঙ্গিনীর গান)

নেচ না ক' শ্যামরায় !
ম'রে যাই নিয়ে নাচের বালাই, জীবন বাঁচান হ'ল দায় !
কারে দিলে বাঁশী কারে দিলে হাসি, পীতধড়া দিলে কারে,
ধবলী শ্যামলী রেখে এলে শ্যাম কোন সে মাঠের পারে—
সকলি গিয়াছে শুধু নাচিবার নেশাটুকু বুঝি নাহি যায় !
কালীয়ের পিঠে নেচেছিলে শ্যাম শুনি পুরাণের মুখে,
ভিরমি লাগিল, খিল ধ'রে গেল, বেচারা সাপের বুকে,
এখন যে মোরা হেরেই মুচ্ছো, থেমে যাও শ্যাম ধরি পায় !

হরি। রে ব্যাপিকাগণ !
গাও অন্য গান—নহে হেন কদর্য্য সঙ্গীত—

যদি চাও রক্ষিতে জীবন।
নহে নাচিব এমন নৃত্য—
চূর্ণ হ'য়ে জলযান—হবে জলশায়ী।

১-সঙ্গিনী। এত বড় বীর তুমি?

হরি। নহে?
ত্রেতায় আছিল৷ হনু—
মহাবীর বলি খ্যাতি যাঁর—
শিরে বহি' ওষধি পর্ব্বত—
এনেছিলা রাঘবের পাশে—
তাহে তাঁর কত কীর্ত্তি।
আর আমি—
এই ক্ষীণ কলিযুগে—
নিয়ে যাই করিয়া বহন
এই রাশি রাশি সৌন্দয্যের স্তূপ
সুদূর প্রয়াগ হ'তে পাটলি পত্তনে,
আমি কিসে কম খ্যাতিমান?

(নৃত্য)

১মা। সৌন্দর্য্যেব স্তূপ মোরা?
কহিতে নারিলে—সৌন্দর্য্যের ডালি?

হরি। ইচ্ছা ছিল!
কিন্তু হেরিনু যখন
ঐরাবত নিন্দী ওই দেহের পরিধি—
রসনা থামিয়া গেল মিথ্যাভাষ ভয়ে!

১মা। সৌন্দর্য্যের স্তূপ!

তুমি তবে কবিত্বের জালা !

দত্তা। কি করিস্ অম্বালিকা—
কার সনে করিস কলহ ?
সে যে হরিসেন—সম্রাটের নয়নের মণি !
যদি ইচ্ছা করে—
এখনি করিতে পারে পরিণয় তোরে !

হরি। পরিণয় !
ওই সৌন্দর্য্যের স্তূপ সনে ?
তার সনে বড় জোর চলে রসিকতা,
দূর হ'তে ব্যঙ্গ, পরিহাস, গান !
পরিণয় !
ক্ষমা দাও দেবি !
ইচ্ছা নাই খোয়া'তে জীবন—
প্রেম-আলিঙ্গন কালে শ্বাসরোধ হ'য়ে !

(উপবেশন)

দত্তা। নৃত্য হ'ল শেষ ?

হরি। তাল ভঙ্গ হ'য়ে গেছে বিবাহের নামে।

দত্তা। ছি—ছি—হরিসেন !
নাহি তব ভদ্রতার জ্ঞান !
রমণী, যুবতী, অপরূপ সুন্দরী এমন—
কঠিন বচন হেন কহ তার প্রতি ?

হরি। রাজী আছি দণ্ড নিতে !
হে সম্রাজ্ঞী ! কর আজ্ঞা—
কিসে হবে অপরাধ স্খালন আমার !

দত্তা। হের—
অম্বালিকা অভিমানে স্ফুরিত অধরে-
চেয়ে আছে আকাশের পানে!
মান তার করহ ভঞ্জন!

হরি। না পারিব ধরিতে চরণ—
মনে হবে আমি বুঝি হাতীর মাহুত,
দিতেছি পরা'য়ে বেড়ী হাতীর চরণে!

অম্বা দেবি!
কেন মোর হেন অপমান?
যাই আমি অন্য স্থানে!

(প্রস্থানোদ্যত)

(হরিসেন লম্ফ দিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিলেন।)

(গান)

ও আমার রাইকিশোরী!
যেয়ো নাক মান ক'রে—ক'রো নাক মুখ ভারী।
তুমি মোটা এমন কথা ব'লেই য'দ থাকি—
নয়ক সেটা মহৎ দোষ—সেটা ব'লে রাখি—
বড় ঘরের হ'তে গিন্নি মোটা হওয়া দরকারী।
চওড়া বাজু ওই বাহুতে হবে মনোলোভা,
ওই কোমরে চন্দ্রহারের কিবা হবে শোভা,
(আর) পীবর বুকে ঝুলবে আহা গোছা গোছা সাতনরী।
সরু গড়ন লম্বা লম্বা তন্বী যাঁ'দের বলে,
সোণা দানা তাঁদের গায়ে মোটেই নাহি চলে—
বড় জোর ওই নীচের হাতে তারের চুড়ি দুই ভরি।

'প্রাণেশ্বরী' হবেন যিনি   হবেন মোটা জমকালো,
কাহিল যিনি   ও ডাক তাঁরে মানায় নাক' ভালো—
হন্দমুদ্দো 'প্রিয়া'টুকু হ'তে পারেন সেই নারী।

(তরণী ঘুরিতে ঘুরিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।)

[রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল ও পরক্ষণে তরল অন্ধকারের মধ্যে নদীবক্ষে একখানি ছিপ দেখা গেল। সেই ছিপে বাঘরাজ ও তাহার সঙ্গীগণ ছিল।]

বাঘ। ওই যায়—মগধের রাজ পুত্তুরের কাছে! যেতে দেব না—যেতে দেব না! তোকে বাঘের দেশে নিয়ে যাব—বাঘরাজের রাণী হবি তুই! বাঘের পিঠে চ'ড়ে বেড়াবি—সে কেমন মজা! ওরে দ্যাখ্ তোরা!—সৈন্য বেশী নেই—ছুটিয়ে দে ছিপ্! সব খুন করবি—কেবল রাণীকে ছাড়া—বুঝলি? হুঁসিয়ার; হুঁসিয়ার—বাঘের বাচ্ছা। চালাও ছিপ্! আর দ্যাখ্—কাল নাগিনি! কাল নাগিনি—শোন্!

(একটী কৃষ্ণ বসনে আপাদমস্তক আবৃত মূর্ত্তি বাঘরাজের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল)

দ্যাখ্—তুই বাঘের বোন নাগিনী! ঠিক মনে রেখেছিস্ ত? সে না ম'লে বাঘের রাগ ঠাণ্ডা হবে না! বুঝেছিস্?

(কৃষ্ণ মূর্ত্তি মস্তক সঞ্চালন করিল)

তার পিছনে পিছনে ঘুরবি—ছায়ার মত ঘুরবি! সুযোগ বুঝে বিষ দাঁত বসিয়ে দিবি—পা'রবি ত?—তাকে চিনে রেখেছিস্ ত?—ভুলিস নি ত?—(মূর্ত্তি আবার শিরশ্চালন করিল) তা জানি—তুই ভুলবি নি! —তুই ভুলবি নি—তুই ভুলবি নি—

(ছিপ অদৃশ্য হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাটালিপুত্র—রাজ প্রাসাদ

প্রাসাদ সম্মুখে চত্বর। কাল—সন্ধ্যা

একটী স্তম্ভের অন্তরালে কশ্যপ ও রত্নেশ্বর

কশ্যপ। পারিবে না ?

রত্নে। না—না—পারিব না।

কশ্যপ। নরহন্তা তুমি,
বধিয়াছ আপন সোদরে !
কেন পারিবে না তবে ?
কে তোমার দাম্ভিক সমুদ্র ?

রত্নে। করিয়াছি ভ্রাতৃহত্যা—
সত্য তাহা !
অকস্মাৎ তীব্র উত্তেজনা বশে
করিয়াছি অপকার্য্য ঘোর—
তাই ব'লে অকারণে পুনর্ব্বার—
না—না—পারিব না হে মহাস্থবির !
ক্ষমা কর মোরে !

কশ্যপ। জেন' স্থির নিরাপদ নহ তুমি সমুদ্রের করে !
যেই দণ্ডে জানিবে যুবক
ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছ তুমি—

রাজ্যের সমগ্র শক্তি করিবে নিয়োগ—
তোমারে করিতে ধৃত!
প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য তব!

রত্নে। তুমি কহিয়াছ—
রক্ষা করিবে আমারে!

কশ্যপ। নিশ্চয় করিব রক্ষা—
যদি কর আদেশ পালন!

রত্নে। কি আদেশ?

কশ্যপ। (ছুরিকা প্রদর্শন)

রত্নে। না না পারিব না—
ক্ষমা কর মোরে—

কশ্যপ। ভীরু! অপদার্থ!
যাও—প্রস্তুত হওগে তবে পলায়ন তরে!

রত্নে। পলায়ন!
কোথায় পালাব আমি?
কে দেবে আশ্রয়?
ছাড়ি গৃহ, ছাড়ি কোষাগার,
ছাড়ি মণিরত্ন অগণন—

কশ্যপ। তবে মর—

রত্নে। না—না—কহ কি করিতে হবে!

কশ্যপ। যাও শীঘ্র গৃহে তব—
আহরণ কর ধনরাশি—
পুঞ্জীভূত কর একঠাঁই—
এখনি আসিব আমি—

নিয়ে যাব নিরাপদ স্থানে--

যাও—

(রত্নেশ্বরের প্রস্থান)

পাইলাম অগণিত ধন—

এই অর্থে পারি কিনিবারে সমগ্র মগধরাজ্য !

গড়িব নূতন সৈন্যদল—

বিতাড়িত করিব সমুদ্রে !

ম'রেছে কেশব গুপ্ত—

মরে নাই স্থবির কশ্যপ—

জীবনের কঠোর সাধনা

না দিবে সে বিধ্বস্ত হইতে !

সমুদ্র ! সমুদ্র !

সদ্ধর্ম্মের অভ্যুদয় তরে

প্রয়োজন মরণ তোমার !

দেখি—

(ছুরিকার ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন)

(প্রস্থান)

(সমুদ্র গুপ্তের প্রবেশ)

সমুদ্র। নীলাকাশ লক্ষ চক্ষু মেলি

হাসিছে নির্ম্মম পরিহাস !

কল্য মোর অভিষেক !

সিংহাসনে বসিবে সমুদ্র

ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিয়া চরণ—

রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি

পুণ্য ভূমি ভারতের পুণ্য ইতিহাসে !
ধরণীর শ্রেষ্ঠ হিয়া মহাপ্রাণ ভ্রাতারে আমার
রাজ্য লোভে করেছি নিধন রণে !
নারায়ণ ! অন্তর্য্যামী !
আর নয়—আর নয় প্রভু !
দয়া কর অভাগারে !

(প্রস্থানোদ্যত)

(হরিসেনের প্রবেশ)

হরি। বন্ধু ! বন্ধু !
ক্ষণেক বিলম্ব কর—

সমুদ্র। হরিসেন !
ছিন্ন রক্তাক্ত বসন—
নয়ন কোটরগত—শিরে ধূলিজাল !
হরিসেন ! হরিসেন !
কি ঘ'টেছে বল ত্বরা করি—
কোথা দত্তা ?

হরি। বলিতেই আসিয়াছি—
না পারিব করিতে বিলম্ব—
মৃত্যু মোরে ক'রেছিল তীব্র আকর্ষণ—
শুধু দুই হস্তে সবলে করিয়া প্রতিরোধ
ক্ষণতরে নিশ্চল ক'রেছি তার গতি—

সমুদ্র। হরিসেন !
কে করিল এ দশা তোমার ?
কোথা দত্তা ? কোথা মগধের রাণী ?

হরি। দস্যুকরে অপহৃত মগধ সম্রাজ্ঞী—
আরো কি শুনিতে চাও?

সমুদ্র। কি কহিলে?
না—না—পরিহাস!
ছি ছি হরিসেন!
হেন মর্ম্মন্তুদ পরিহাস শিখিলে কোথায়?
কি! কি!
আনত নয়ন কোণে অশ্রু বিন্দু তব—
সত্য তবে? সত্য তবে?
সত্য এই অসম্ভব বাণী?
মগধ সম্রাট পত্নী
অপহৃতা দস্যু আক্রমণে!
সত্য বলি এই কথা
বিশ্বাস করিতে হবে মোরে?
বন্ধু মোর—
আপনার হৃৎপিণ্ড চেয়ে যে বন্ধুরে বাসি ভাল—
সে আসিয়া জীবিত কহিল—
"বন্ধু! পত্নী তব দস্যু কবলিত,
আমি আসিয়াছি কোনমতে
বাঁচাইয়া অমূল্য জীবন!"
এও যদি নহে অসম্ভব—
তবে অসম্ভব কিবা বিশ্বমাঝে?
কিছু নহে অসম্ভব!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

আনন্দের কথা হ'রিসেন—
তুমি মোর এসেছ বাঁচিয়া !
গেছে পত্নী—কিবা আসে যায়—
মিলিবে সুন্দরী পত্নী বহু—
বন্ধু গেলে বন্ধু না মিলিত—

হরি। তুমি এত নিষ্ঠুর সমুদ্র !
নাহি জানিতাম তাহা !
শোন বন্ধু !
বেঁচে আসি নাই আমি—
মরিয়া এসেছি প্রেত হ'য়ে !
ঘোর অন্ধকারে, জাহ্নবীর অগাধ সলিলে
সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ক্ষত—
মূর্চ্ছাগত বন্ধু তব—
ভেসেছে সমস্ত নিশি তরঙ্গ তাড়নে !
দৈববশে লভি উপকূল,
শ্বাপদ সঙ্কুল বনে জ্বরজীর্ণ দেহে
অনাহারে সর্ব্ব-অঙ্গে সূচীভেদ ব্যথা,
বন্ধু তব লুটিয়াছে ভূমিশয্যাপরে—
যাক্ নাহি প্রয়োজন তাহে !
প্রয়োজন যাহা তাহা করিয়াছি শেষ—
অপহৃতা দত্তাদেবী বর্ব্বরের করে—
বাঘরাজ নাম তার !

সমুদ্র। বাঘরাজ ! বাঘরাজ !
কে সে ?

হরি। নাহি জানি—
বিশাল বিরাট কৃষ্ণ বপু—
পরিধান ব্যাঘ্র চর্ম্ম—
মস্তকের জটাজালে বিজড়িত জীবন্ত ভুজঙ্গ—
'বাঘরাজ, বাঘরাজ' বলি—
অতর্কিতে ব্যাঘ্রসম পড়িল ঝাঁপা'য়ে তরীপরে—
রক্ষী সৈন্য করিল নিহত !

সমুদ্র। চিনিয়াছি—চিনিয়াছি তারে—
বাঘরাজ ! বাঘরাজ !—
প্রয়াগের রাজোদ্যানে
অকস্মাৎ আক্রমণ করিল যে মোরে !

হরি। (বক্ষের বস্ত্র বন্ধন খুলিতে খুলিতে)
সেই 'বাঘরাজ' নাম
নদীগর্ভে, মহারণ্যে, জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে আমার
অবিরাম হ'য়েছে ধ্বনিত নিশিদিন !
(রক্ত পড়িতে লাগিল)
হের বন্ধু !
হরিসেন প্রাণভয়ে আসে নি পলা'য়ে !
মৃত্যু ওই আসে আগুসরি
নীরব চরণে ধীরে ধীরে ;
তুহিনশীতল স্পর্শ তার
ধীরে ধীরে পড়ে অঙ্গে মোর !
যাই বন্ধু ! বিদায় ! বিদায় !
মনে রেখো অযোগ্য বান্ধবে ! (উপবেশন)

সমুদ্র। বন্ধু ! বন্ধু ! ক্ষমা কর মোরে !
কি কহিনু হরিসেনে মোর !
যদি বন্ধু বুঝিতে পারিতে—
এই হৃদয়ের জ্বালা !
দত্তা মোর দস্যুকবলিত !
হরিসেন ! হরিসেন !
এ ও ছিল ললাটে আমার !

হরি। করিও না ক্ষোভ !
খুঁজে দেখ সমগ্র ভারত
গিরিশীর্ষ মহারণ্য করি পাঁতি পাঁতি—
কোথায় সে রহিবে লুকা'য়ে ?
হৃদয় বলিছে মোরে
দত্তাদেবী আসিবে ফিরিয়া,
সগৌরবে সিংহাসনে বসিবে মগধে—
সমুদ্রগুপ্তের বামে !
ভাগ্যহীন আমি—না দেখিনু সে আনন্দ ছবি !
কাঁদিও না মগধ সম্রাট !
দিগ্বিজয়ী বীর বেশে
দত্তাদেবী দেখিতে চাহিয়াছিল নিজ প্রণয়ীরে !
পর রণবেশ—
বাজাও দুন্দুভি বন্ধু !
সাজুক মগধসেনা মহাদিগ্বিজয়ে—
দাক্ষিণাত্য সেজেছিল ত্রেতায় যেমন—
উদ্ধারিতে রাঘবপ্রিয়ারে !

সমুদ্র ! সমুদ্রগুপ্ত ! বন্ধু মোর ! হৃদয়ের নিধি !
বিদায় ! বিদায় !

(মৃত্যু)

সমুদ্র। হরিসেন ! হরিসেন !
এই সঙ্কটের মাঝে
একাকী ফেলিয়া গেলে মোরে ?
বন্ধু ! বন্ধু ! সব যা'ক্—
তুমি শুধু ক'রে যাও ক্ষমা !
হায় !
কাহারে কহিনু কটুভাষ !

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ তোরণ।

মণিয়া—রাজারাম।

রাজারাম। তুই যাই বলিস্ বাপু—এই ফর্সাপানা লোকগুলোকে আমি দুচোখে দেখতে পারিনে। আর্য্য না ফার্য্য ! আরে আমাদের না হয় রংটাই কালো আছে—আমরা কি আর মানুষ নই তা ব'লে ?

মণিয়া। আচ্ছা মামা ! আমার মা ত নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন ?

রাজা। তা থাকবে না কেন ? সে ত আর চাঁড়ালের মেয়ে ছিল না ! সে ও ওই গোরাদেরই কার মেয়ে ! একদিন সকালে উঠে

দেখি আমাদের দোর গোড়ায় এই পদ্মফুলের মত একটু খানি একটা মেয়ে! হাত্তোর গোরা! কেমন তাদের প্রাণ তা কে জানে! লজ্জার ভয়ে এমন সোণার পুতুলকে চাঁড়াল পাড়ায় ফেলে গেলি! আর এই কালো ভূত চাঁড়াল রাজারামের মা তাকে কোলে ক'রে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ ক'রলে! এই গোরা আর এই কালো!

মণিয়া। আচ্ছা মামা! বাবা কিন্তু অদ্ভুদ মানুষ—কি বল? নইলে এক শিকড় ঘ'সে খাইয়ে মা তাঁকে ব্যামো থেকে আরাম ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে যে চাঁড়ালের মেয়েকে বিয়ে করা—এ বাপু ত আশ্চর্য্য কথা!

রাজা। শিকড় নিয়ে যখন সে সহরে আসে—তখন আমি কি কম নিষেধ ক'রেছিলাম! ব'ল্‌লাম যে শালা শ্রেষ্ঠী মরে মরুক—তাতে তোরই কি! আমারই কি! শুন্‌লে না—তার হ'ল বরাত! শুনবে কেন? তার-পর যখন বিয়ে ঠিকঠাক হ'য়ে গেল তখনই কি আমি কম নিষেধ ক'রে ছিলাম!

মণিয়া। কেন? নিষেধ ক'র্‌লে কেন মামা?

রাজা। ওরে—নিষেধ কর্‌ব না? আমার ত জানাই ছিল—বে হ'লেই রঘুবরকে সব কিছু কেড়ে নিয়ে পথের ভিকিরী ক'রে সহরের বা'র করে দেবে! দিলেও তাই! কিন্তু কে শোনে আমার কথা! যেমন দেবা তেমনি দেবী! ইনি ব'ললেন আমি চাঁড়াল হব—সেও বি আচ্ছা—কিন্তু বিয়ে আমি ক'রবই! উনি ব'ললেন—কুচ পরোয়া নেই—টাকায় কি দরকার—দুজনে কুঁড়ে ঘরে সুখে থা'কব!

মণিয়া। সুখেই ত তাঁরা ছিলেন মামা!

রাজা। তা সত্যি কথা ব'লতে হয়—সুখ তাদের হ'য়েছিল বই কি! কিন্তু টিকল কই! তোকে দুই বছরেরটী রেখে তোর মা ম'রে গেল!

তবু যা হোক বাপ বেঁচে থাকলে তোর একটা হিল্লে থা'কত! কিন্তু সে দফাও রফা হয়ে গেল! ওঃ! শেষে কিনা নিজের ভাই এমন দুষমণি ক'রল!

মণিয়া। এস দেখি রাজা বিচার করেন কিনা! বিনা দোষে একজনকে খুন ক'রলে তার সাজা রাজার আইনে আছে কিনা!

রাজা। ওঃ! ভারী ত চাড়াল খুন—তার আবার সাজা! আমি ব'লে রাখছি বাপু—দেখে নিস্—কিছু জরিমানা ক'রে রাজা যদি সে ব্যাটা ঘাতুককে ছেড়ে না দেয়—ত আমার নামই মিথ্যে!

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। যাই বল ভায়া বাঘরাজ লোকটা খুব সমজদার রসিক ব'লতে হবে! কেমন ঝোপটি বুঝে কোপটী মেরেছে! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—বুঝলে কিনা—রাজা এলেন রাজ্যের জন্য ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই ক'রতে—রাণীর কথা তখন বোধ হয় ভুলেই গেছলেন! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—ওদিকে বাঘরাজ ছিলেন ওৎ পেতে! পছন্দ সই হরিণটী দেখে শীকার করে ফেললেন!

২য় নাগ। সত্যি কথা বলতে কি—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—রাণীটের চোখ নাকি হরিণের চোখের মতই ছিল হে! এঃ—এগুনো বুঝি আবার চাড়াল—চ'লে এস—শেষে ছুঁয়ে টুয়ে দেবে!

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। বাঘরাজ? সেই বাঘা? রাজার রাণী? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মণিয়া। ওকি! অমন করে হা'সছ কেন মামা?

রাজা। বাহাদুর এই বাঘরাজ! শোন্ মণিয়া! বিন্ধ্য পাহাড়ের

এক মজার জায়গায় তার গড়! সেখানকার পথ কেউ চেনে না—এক রাজারাম ছাড়া—

মণিয়া। এঁ্যা—সে কি?

রাজা। হঁ্যা—এক রাজারাম ছাড়া! বহুদিন আগে হাতী শীকার ক'রতে গিয়ে আমি তার গড়ে গিয়ে পড়েছিলাম—বরাত জোর—তাই প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছিলাম! কাক পক্ষীরও সে পথে যাবার উপায় নেই!

মণিয়া। তুমি রাজাকে সে পথ দেখিয়ে দাও না কেন? বেচারী রাণী কত কষ্ট পা'চ্ছে।

রাজা। কি! পথ দেখিয়ে দেব?—তার আগে নিজের হাতে আমার দুটো চোখ উপড়ে ফেলে দেব না? বেশ ক'রেছে বাঘরাজ। এত অবিচার, এত ঘেন্না করে যারা চাঁড়াল ব'লে, তাদের আবার উপকার ক'রব? হাঃ হাঃ হাঃ—হঁ্যা দেব—পথ দেখিয়ে দেব—তোর বাপকে যে খুন ক'রলে—রাজা তাকে ফাঁসী দেবে? তোর বাপের টাকা কড়ি গুলো তোকে ফিরিয়ে দেবে? তোকে জা'তে তুলে নেবে?—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

(প্রস্থানোদ্যত)

মণিয়া। কোথা যাও মামা?

রাজা। দেখে আসি কতক্ষণে রাজার সঙ্গে দেখা হবে! আর এক লহমাও সহরে তিষ্ঠুতে ইচ্ছে হ'চ্চে না! বাপের হত্যের বিচার যা পাবি—তা ত জানাই আছে—তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যেতে পা'রলে বাঁচি—

(প্রস্থান)

মণিয়া। মামা জানে আমি শুধু রাজার কাছে বিচারের জন্যই এসেছি। তা ত নয়! দেখা কি পাব? কে সে—কিছুই জানি নে! তার নামটা পর্য্যন্ত জানি নে! কেবল তাকে দেখলে চিনি, তার স্বর শুনলে তাকে

চিনি—বুঝি দূর থেকে তার গায়ের বাতাস পেলেও তাকে চিনি! শুনেছি দেবতারা নাকি বড় সুন্দর! কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর বোধ হয় দেবতাও নয়! একবার দেখতে চাই গো, একবার দেখতে চাই। অনেকদূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ভাল ক'রে একবার দেখতে চাই! সেদিন সেই গঙ্গার ধারে তাকে দেখেছিলাম। তার বড় বড় চুলের উপর রোদ্দুর এসে প'ড়েছিল, তার বড় বড় চোখ দুটো জলভরা মেঘের মত আমার পানে একবার চেয়েছিল—দেখে ত আমার আশ মেটে নি! এই মস্ত বড় সহর—এই হাজার হাজার মানুষ—এর মধ্যে কোথায় কেমন ক'রে তাকে খুঁজে পাব?—এখানেই কোথায় আমার বাবার মস্ত বড় বাড়ী ছিল—কত লোক লস্কর—হাতী ঘোড়া—কত কি ছিল! যদি আজ আমি চাঁড়ালনী না হ'য়ে শ্রেষ্ঠীর মেয়ে হ'তাম—তবে এ দেখার আশাটুকু বুঝি আমার এত বড় নিরাশা হ'ত না—ওঃ!

(প্রস্থান)

(অমরকের প্রবেশ)

অমরক। নাহি জানি কি আছে অদৃষ্টে!
স্থবির কশ্যপ, শ্রেষ্ঠী রত্নেশ্বর সনে
প্রাণভয়ে ত্যজিয়াছে পাটলি পত্তন!
একমাত্র আমি অবশেষ বিদ্রোহের নেতা!
আমারে কি ক্ষমিবে সম্রাট?
সম্রাট ক্ষমিতে পারে—
না ক্ষমিবে সম্রাট জননী!
আমি গিয়েছিনু তারে বন্দী করিবারে!
পারিতাম যাইতে পলা'য়ে—

নাহি হ'ল অভিরুচি !
অতুল সম্মানে সাধিয়াছি রাজকার্য্য এতদিন ;
বীরগর্ব্বে তুচ্ছ করিয়াছি সমগ্র জগৎ !
আজি দীন পলাতক রাজদ্রোহী বেশে—
গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে,
অরণ্যে অরণ্যে, ভয়ে ভয়ে পলায়ন
রাজদণ্ড আশঙ্কায়—
পারিব না, পারিব না—
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল !

(সমুদ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর প্রবেশ)

(অমরক অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন)

সমুদ্র। শোন সেনাপতি !
জননী কুমারদেবী মগধ সম্রাজ্ঞী
করুণায় প্রাণ ভিক্ষা দিলেন তোমারে।
তুমি বীর—
স্বর্গগত মগধ সম্রাটে
দীর্ঘযুগ করিয়াছ সেবা !
স্মরি' তাহা—
মার্জ্জনা করিলা দেবী প্রতারণা, কৃতঘ্নতা তব।
পূর্ব্ব পদে রহ প্রতিষ্ঠিত—
শুধু রাখিও স্মরণে
বার যেই, প্রতারণা সাজেনা তাহার !

অমরক। শিরোধার্য্য আদেশ সম্রাট—
প্রাণ দিবে অমরক রাজসেবা তরে। (প্রস্থান)

সমুদ্র। মাতা!

কুমার। পুত্র মোর!

কেন বৎস হইলে নীরব?

কেন আঁখি ছল ছল? মলিন বদন কেন?

পুত্র! পুত্র!

কেমনে সান্ত্বনা দিব তোরে?

সমুদ্র। রাজকন্যা—মগধের ভাবী রাজরাণী—

সম্রাটের বাগ্‌দত্তা মহিষী—

এই ছিল অদৃষ্টে তাহার?

বর্ব্বর দস্যুর করে,

অপমান, লাঞ্ছনা ভীষণ!

যার চেয়ে রমণীর মৃত্যু শ্রেয়স্কর—

সেই অপমান!

মাগো!

ইচ্ছা হয় দুই হস্তে এমনি সবলে

কণ্ঠনালী নিস্পেষিয়া করি শ্বাসরোধ!

কুমার। পুত্র! পুত্র!

কিছু নাহি সান্ত্বনা দিবার—

শুধু কহি—শোনরে সমুদ্র!

দেখি নাই তারে কভু আমি—

কিন্তু যদি আর্য্যকন্যা হয় দত্তাদেবী,

সমুদ্রের স্নেহ যদি সত্য ক'রে থাকে আকর্ষণ,

তবে দত্তা নিজ হস্তে কণ্ঠ ছিন্ন করি

রঞ্জিবে সে দস্যুর আবাস,

আপন মর্য্যাদা তবু করিবে রক্ষণ !
নাহি জানি পাবে কিনা ফিরিয়া তাহারে—
কিন্তু যদি পাও—জেন' স্থির—
অম্লান সতীত্ব নিয়ে—আসিবে ফিরিয়া দত্তাদেবী !

সমুদ্র। জননি গো !
ওই কথা কহ আর বার !
দেখ মাতা !
স্পর্শি এই উত্তপ্ত ললাট,
কি অসহ্য প্রচণ্ড দহন—
যেন অনল প্রবাহ ব'য়ে যায় !
এই বক্ষ মাঝে
যেন নরকাগ্নি জ্বলে,
শিখায় শিখায় তার,
উঠে হাহাকার তীব্র আর্ত্তনাদে !
আমি হেথা মহারাজ,
ব'সে আছি রাজসিংহাসনে,
অতুল বৈভবে,—
আর দত্তা মোর—
শত্রু করে, পর্ব্বতে অরণ্যে—
না জানি কি নির্য্যাতন সহিছে ভীষণ !—
মাতা ! মাতা !
সৈন্যসজ্জা হয় নি কি শেষ ?
আর যে তিষ্ঠিতে নারি !

কুমার। সমুদ্র ! সমুদ্রগুপ্ত ! বীর পুত্র মোর !

অধীরতা সাজে কি তোমার ?
ধৈর্য্য ধর সমুদ্র আমার !

সমুদ্র। আর নাহি পারি মাতা—
সৈন্য সজ্জা হ'ল নাকি শেষ ?
চাহি আমি এই দণ্ডে
উল্কা সম ছুটে যেতে বেগে
দগ্ধ করি কান্তার পর্ব্বত গিরিবন !
ভারত করিয়া তোলপাড়
চাহি মাতা ব্যাঘ্রদুর্গ করি চূরমার
জীবন্ত করিতে দগ্ধ সেই নরাধমে !
তারপর—তারপর—
মৃত পত্নী অস্থিমালা কণ্ঠেতে পরিয়া
করিতে তাণ্ডব নৃত্য ধরণীর বুকে !

কুমার। হ'ওনা অধীর !
অধীরতা আনে বিফলতা !
দেখি আমি কোথা জয়ধ্বজ !
সৈন্য সজ্জা হ'ল কিনা শেষ !
কল্য প্রাতে, শুভক্ষণে,
মগধের বিজয়িনী সেনা
মহা দিগ্বিজয় যাত্রা করিবে গরবে—
প্রস্তুত হওগে তুমি মগধ সম্রাট !

(প্রস্থান)

সমুদ্র। দত্তা ! দত্তা ! অভাগিনি দত্তা মোর !
আর কি হেরিব কভু

বিকচ কমল সম মুখখানি তোর ?
আর কি ডাকিবি মোরে
সুধামাখা স্বরে,—
আর্য্যপুত্র, প্রিয়তম প্রাণেশ্বর বলি ?
ওরে—তোরি প্রেমে ছিনু মাতোয়ারা,
তোরি প্রেমে জগতেরে বাসিতাম ভাল,
তোরি প্রেমে বিশ্ববাসী মানবেরে
ভাই ব'লে দিছি কোল !
আজি রে অভাবে তোর—
শুকাইল প্রেম সুরধুনী,
ধূ ধূ করে মরুভূমি সেথা !
হৃদয়ের নন্দন কানন,
হ'ল কণ্টকে আবৃত !
হাহাকারে পূরিল অবনী,
দেবস্তুতি উঠিত যেথায়,
সেথা আজ নৃত্য পিশাচের !
'প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা' রব
উঠে চারিভিতে !
নিব—নিব—প্রতিহিংসা নিব !
হেন প্রতিহিংসা—
তীব্র, ক্রূর, শাণিত, করাল—
যার নামে চমকিয়া উঠিবে মানব,
যার নৃশংসতা
বিধাতার সিংহাসন করিবে চঞ্চল !

হে অদৃশ্য মহাশক্তি!
আমারে করিতে চাহ নির্ম্মম দানব—
তাই কর—তাই কর!
কোমলতা দগ্ধ করি দাও,—
হৃদয়ের পরতে পরতে
অগ্নিশিখা কর প্রজ্জ্বলিত,
দাও তুলে করে মোর শাণিত কৃপাণ৷
অট্টহাস্যে পাশব উল্লাসে,
করিব বিশ্বের কণ্ঠে খড়্গের প্রহার!

[পশ্চাতে কৃষ্ণবসনে আবৃত একটি মূর্ত্তির প্রবেশ ও সমুদ্রেব স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা উত্তোলন। ঠিক সেই সময়ে মণিয়া ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার হাত ধরিল। মূর্ত্তি হাত ছিনাইয়া লইতে গেলে ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়া ঠিকরাইয়া সমুদ্রের পায়ের নীচে পড়িয়া গেল। সমুদ্র চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলেন "কে?"

মণিয়াকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া মূর্ত্তি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

সমুদ্র। কে তুই? কে তুই?—(মূর্ত্তির পশ্চাদ্ধাবন)

মণিয়া। (উঠিয়া) দেবতাকে ডেকেছিলাম, দেবতা দয়া ক'রেছেন। তাকে দেখতে পেয়েছি! কিন্তু পেয়েই আবার হারিয়েছিলাম যে! ওঃ! সেটা কি মানুষ—না ভূত? কেন সে অমন ক'রে পা টিপে টিপে তার গলায় ছুরি মা'রতে আসছিল? ভাগ্যে আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলাম—আর একটু দেরী হ'লেই যে সর্ব্বনাশ হ'ত!

(সমুদ্রের প্রবেশ)

সমুদ্র। না বুঝিনু—কে সে আততায়ী!
দেখিলাম দূর হ'তে

ছুটিছে বিদ্যুৎবেগে অসিতবসনা মূর্ত্তি এক !
না চিনিনু—নারী কি পুরুষ !
না জানিনু কেন চাহে মরণ আমার !
অদৃশ্য বিপদজাল আসিছে ঘিরিয়া
চারিদিক হ'তে !
—তুমি কেবা বালা ?
আপন জীবন তুচ্ছ করি, রক্ষিলে জীবন মম ?
ওকি ! দরদর ঝরিছে রুধির
তব ললাটের কোণে !
দেখি—   (রক্ত মুছাইয়া দিলেন)

মণিয়া। না—না—আমায় ছুঁওনা—আমি চণ্ডালিনী !

সমুদ্র। চণ্ডালিনী ! তাতে কি আসে যায় ? তুমি যে আমার প্রাণদাত্রী ! চণ্ডালিনী !—তোমায় যেন কোথায় দেখিছি বালিকা !—মনে পড়ে—পড়ে না—

মণিয়া। গঙ্গাতীরে—বৃদ্ধ পিতার মৃতদেহ—আমায় চিনতে পারছনা ?—সেই আমি --

সমুদ্র। সত্য—সত্য !—মনে পড়েছে ! তুমি সেই চণ্ডাল কুমারী ! তা তুমি রাজধানীতে কেন এসেছ ?

মণিয়া। আমি—আমি এসেছি তোমাকে—না—হাঁ—আমি এসেছি রাজার কাছে বিচারের জন্য !—তুমি কোথায় থাক ?

সমুদ্র। আমি ?—এই এখানেই ! রাজার কাছে কিসের বিচারের জন্য এসেছ ?

মণিয়া। আমার বাবাকে খুন ক'রেছে—তুমি ত দেখেছ !

সমুদ্র। ওঃ হাঁ ! দেখেছি—কে তোমার পিতৃহন্তা সন্ধান পেয়েছ ?

মণিয়া। রত্নেশ্বর আমার বাবাকে খুন ক'রেছে—

সমুদ্র। রত্নেশ্বর? শ্রেষ্ঠী রত্নেশ্বর? সে কেন তোমার পিতাকে হত্যা ক'রবে?

মণিয়া। টাকার লোভে—আমার বাবা রত্নেশ্বরের বড় ভাই!

সমুদ্র। কি কহিলে?

রঘুবর? শ্রেষ্ঠী রঘুবর?
অন্তিমের শেষ কার্য্য ক'রেছিনু আমি যাঁর—
তিনি সেই শ্রেষ্ঠী রঘুবর?
ওহো! আগে নাহি জানিতাম—
জানিলে ভগিনি!
তাঁহার চরণধূলি নিতাম মস্তকে!

মণিয়া। সে কি! তিনি যে চণ্ডাল!

সমুদ্র। ধর্ম্ম তরে হরিশ্চন্দ্র সাজিলা চণ্ডাল—
প্রেম তরে শ্রেষ্ঠী রঘুবর!
শুনিয়াছি বাল্যকালে
পুরাণের গাথা সম সেই
আত্মহারা জ্বলন্ত প্রেমের ইতিহাস!
প্রেমতরে সর্ব্বস্বের বিসর্জ্জন!
ভগিনি! ভগিনি!
তুমি কন্যা তাঁর?
কে আছ হেথায়?

(সৈনিকের প্রবেশ)

সেনাপতি অমরকে ডেকে আন ত্বরা

(সৈনিকের প্রস্থান)

ব'স ভগ্নি মঞ্চপরে—

দেখ ব'সে—করিব বিচার আমি !

মণিয়া। তুমি কে ?

সমুদ্র। (উচ্চহাস্যে)—আমি ভ্রাতা তব !

(অমরকের প্রবেশ ও অভিবাদন)

সেনাপতি ! কোথা শ্রেষ্ঠী রত্নেশ্বর ?

অমরক। স্থবির কশ্যপসনে রাজধানী ত্যজি'

পলায়ন ক'রেছে গোপনে।

সমুদ্র। অভিযুক্ত শ্রেষ্ঠী রত্নেশ্বর

নর হত্যা অপরাধে !

নরহত্যা ! ভ্রাতৃহত্যা !

জান কিছু তুমি তার ?

অমরক। শুনিয়াছি সত্য অভিযোগ।

সমুদ্র। তবে সেনাপতি !

অন্বেষণ কর তারে—

দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে !

সমগ্র মগধ রাষ্ট্র মাঝে

করগে ঘোষণা—

জীবিত কি মৃত,

রত্নেশ্বরে যে আনিয়া দিবে—

সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাবে পুরস্কার !

আর শোন—

(মণিয়াকে সম্মুখে আনিয়া)

চেননা ইহারে তুমি—
রঘুবর শ্রেষ্ঠীর দুহিতা—
সমুদ্রগুপ্তের ভগ্নী—কি নাম তোমার ভগ্নি ?

মণিয়া। মণিয়া।

সমুদ্র। মণিয়া—
সমুদ্রগুপ্তের ভগ্নী—সুন্দরী মণিয়া !

অমরক। আদেশ পালিত হবে অক্ষরে অক্ষরে !
কিন্তু হে সম্রাট ! কহি সসঙ্কোচে—
বৌদ্ধ আমি—নাহি মানি জাতিভেদ—
নাহি মানি কোন ভেদ ব্রাহ্মণে চণ্ডালে—
তবু—তবু—
হে সম্রাট !
ভগ্নী বলি চণ্ডাল কন্যারে—
ভেবে দেখ মহারাজ—
কি কহিবে ধর্ম্ম, দেশাচার !

সমুদ্র। অমরক ! অমরক !
শ্রদ্ধা করি সকল ধর্ম্মেরে,
কিন্তু শুধু এক ধর্ম্ম সত্য ব'লে মানি !
মস্তকে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম রহুক আমার,
বৌদ্ধ ধর্ম্মে করি প্রণিপাত,
কিন্তু মানিনা বিধান কারো—
যদি প্রেমধর্ম্মে হয় সে বিরোধী !

আমি মানি - এক ধর্ম্ম শুধু—
প্রেমধর্ম্ম তাহা—তাহা ধর্ম্ম হৃদয়ের !

(অমরকের প্রস্থান)

মণিয়া। তুমি রাজা ! তুমি রাজা ! (পদতলে পতন)

সমুদ্র। রাজা নহি—ভাই ! (উঠাইলেন)

(রাজারামের প্রবেশ)

রাজা। না—না—তুই রাজা ন'স্—তুই আমার বাপ ! সমস্ত চাঁড়াল জা'তের তুই দেবতা ! ওরে—এ গুহক চাঁড়ালকে কোল দিতে আবার কোন দয়ার ঠাকুর বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এল রে !—রাজা ! রাজা !—বুক চিরে রক্ত দেব—বিন্ধ্য পাহাড় চ'ষে ফেল্‌ব—তবু তোর রাণীর গায়ে আঁচড় লাগতে দেবনা !—রাজারাম চাঁড়াল আজ থেকে তোর নফর—আয়রে মণিয়া !

সমুদ্র। কোথা যাও ?
কিবা কহ বিন্ধ্যপর্ব্বতের কথা ?
রাণী কেবা ?
কোথা রাণী ?

রাজা। না—কিছু নয়, কিছু নয়—

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

বঙ্গ-রাজধানী।

বঙ্গরাজ অনন্তসেন বিশ্রামকক্ষে বসিয়া ধূমপান কবিতেছিলেন।
সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

(গান)

মুখ তুলে দেখ—চরণে অবলা পড়িয়া।
বুকের মাঝারে ওঠে শিহরণ তাহারে থামাব কি দিয়া।
উঠেছে যে সুধা হৃদয় মথন করিয়া,
এনেছি তাহারে সরস অধরে ভরিয়া—
ধরিব তোমার অধরে বঁধু—দিবগো তোমারে ধরিয়া'
গাহে সমীরণ সুরভি স্বননে বহিয়া,
তারাদল রহে আকাশ হইতে চাহিয়া—
ভ্রমরা ফিরিছে কুসুমে কুসুমে মরমের কথা কহিয়া।

অনন্ত। একটু থামত বাপু তোমরা—চ্যাঁ ভঁ্যা ক'রে আমাকে তামাকুটা খেতে দিলে না—

নর্ত্তকী। আপনি তামাক খাবেন কি ক'রে মহারাজ!—যুদ্ধের নাম শুনে আপনার চক্ষু হ'য়েছে চড়কগাছ—র'য়েছেন ছাদের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে—আপনি তামাক খাবেন কি?

অনন্ত। তোমরা দিন দিন বড়ই ফাজিল হ'চ্ছ—আমাকে রাজা ব'লে মোটেই মা'নতে চাও না! যাও—আমি আর তোমাদের গান ফান শুনতে চাই নে—

নর্ত্তকী। আপনি শুনতে না চান শুনবেন না! আমাদের কিন্তু কাজ হ'চ্ছে নাচগান করা; আমরা তা ক'রবই—

অনন্ত। কি! আমার হুকুম মানবে না?

নর্ত্তকী। নাচগান বন্ধ ক'রবার হুকুম? বাপ্‌রে! তাকি মানতে পারি? তার চেয়ে আমাদের কেটে ফেলুন মহারাজ!

অনন্ত। তবে যা ইচ্ছে—তাই কর! আমি চ'লে যাচ্ছি!

নর্ত্তকীরা তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া গান করিতে লাগিল—অনন্তসেন বেষ্টনীভেদ করিয়া বাহির হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন!

(গান)

রাসের মাঝে পেইছি যদি মোদের চিকণ কালা—
ছা'ড়ব না আর বিরহেতে হ'তে ঝালাপালা।
ও আমাদের রসের নাগর—মোদের 'চকণ কালা!
(তোমায়) রাখব বেঁধে খাটের খুটে দিয়ে বনমালা।
(ঐ) আলবোলার নল নিলে কেড়ে ঘোচে যত জ্বালা।
ও আমাদের প্রাণের বঁধু মোদের চিকণ কালা'
কোথায় যাবে মেরে প্রাণে যত ব্রজবালা?
(তোমার) কুব্জা বুঝি আছেন ব'সে নিয়ে বরণ-ডালা?

অনন্ত। ওরে ক্ষমা দে ক্ষমা দে বাবা!
গলদ্‌ঘর্ম্ম সর্ব্ব অঙ্গ মোর—
ঘন ঘন বহে শ্বাস!
কোথা সেনাপতি!
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে!

(কশ্যপ ও রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

কশ্যপ। একি বীভৎস ব্যাপার!

অনন্ত। গুরুদেব! বাঁচাও আমারে!

নর্ত্তকা। ওরে এ আবার কারা? চ'লে আয়—এখন আর নয়।

(নর্ত্তকীগণের দ্রুত প্রস্থান)

কশ্যপ। যে দেশের হেন নরপতি—

রুদ্ধগৃহে যাপে কাল নর্ত্তকী সমাজে—

দ্বারে যবে উচ্চরোলে বাজে রণভেরী—

কিবা আশা আছে সেথা অভীষ্ট সিদ্ধির?

অনন্ত। কোন্ প্রয়োজন তোমাদের নরপতি দিয়ে?

নরপতি যুদ্ধ না করিবে—

যুদ্ধ তরে আছে সেনাপতি!

আসুক সে—

তারে দেখি পছন্দ না হয়—

ক'রো যাহা অভিরুচি!

কশ্যপ। যুদ্ধ তরে আছে সেনাপতি?

রাজা তবে আছে কোন্ প্রয়োজনে মহারাজ?

অনন্ত। কোন প্রয়োজন নাই—তবু আছে!

চিরদিন ছিল—তাই আছে!

না থাকিয়া কোথা যাবে?

কশ্যপ। কি আর বলিব তবে?

থাক তুমি মহারাজ!

দেখি কোথা সেনাপতি!

অনন্ত। দেখ গিয়ে—

রাজাও থাকিবে চিরদিন—

রাণীও থাকিবে তার দুই চারিজন!

রত্নে। যুদ্ধের মন্ত্রণা তরে—

অনন্ত। মন্ত্রী আছে মন্ত্রণার তরে!
যাও তার কাছে!
আমি রাজা—মন্ত্রণার নাহি ধারি ধার!

কশ্যপ। খাও বসি তাম্রকূট তবে!
যাই মোরা সেনাপতি পাশে!

(সেনাপতি বীরসেনের প্রবেশ)

বীরসেন। প্রণাম চরণে মহারাজ!
গুরুদেব! প্রণাম চরণে!
শ্রেষ্ঠীবর! লহ সম্ভাষণ!

অনন্ত। বীরসেন! কর্ত্তব্যে বড়ই হেলা দেখি তোমাদের!
নর্ত্তকারা নাহি মানে মোরে—
নাহি পার করিতে শাসন?

বীরসেন। সেবকের অপরাধ হউক মার্জ্জনা।
বলিব নর্ত্তকীগণে—
আর না করিবে তারা হেন আচরণ!

অনন্ত। ভালমতে করিবে শাসন!
দেখিয়াছ গুরুদেব!
সেনাপতি কেমন আমার?
কিবা দীর্ঘ পুষ্ট দেহ,
কিবা গুম্ফ আকর্ণ বিশ্রান্ত!
কিবা দীর্ঘ তরবারি!
দেখিয়াছ হেন সেনাপতি আর কোন দেশে?

সমর করিলে বীরসেন—
তোমাদের সেই রাজা—কি নাম তাহার—

কশ্যপ। সমুদ্র গুপ্ত—

অনন্ত। যাহা ইচ্ছা হৌক নাম—
পারিবে না রণে কভু বীরসেন সহ!
মন্ত্রণার হয় প্রয়োজন—ডাকিও মন্ত্রীরে!
আমি যাই—করিগে বিশ্রাম!
বীরসেন! তোমাদের এ রাজ্যের নাহিক মঙ্গল!
এত পরিশ্রম নিত্য রাজারে করিতে হয় যদি—
রসাতলে যাবে সেই দেশ!
প্রণমি চরণে গুরুদেব— (আলবোলা হস্তে প্রস্থান)

কশ্যপ। এরে কহ রাজা বীরসেন?
এই জড়, অকর্ম্মণ্য,
নিমগ্ন বিলাস পঙ্কে—
নরপতি এই বঙ্গদেশে?
ভাগ্যহীন দেশ এই!

বীরসেন। ক্ষমা কর প্রভু!
প্রভু নিন্দা চাহিনা শুনিতে।

কশ্যপ। শোন বীরসেন!
যুদ্ধ কর গুপ্তরাজা সনে—
প্রাণপণে করিব সাহায্য তব যোদ্ধা!
বিজয় লভিতে পার যদি—
তোমারে অর্পিব এই বঙ্গসিংহাসন!

বীরসেন। জানি না স্থবির!

ছলনা কি অন্তরের কথা ইহা !
কিন্তু কহি অকপটে—
সূর্য্য হবে কক্ষচ্যুত—
তবু বীরসেন নাহি হবে বিশ্বাসঘাতক !

কশ্যপ। বৌদ্ধ ধর্ম্মগুরু আমি—আদেশ আমার !

বীরসেন। না পারিব মানিতে আদেশ !
ধর্ম্মগুরু ! আমার বিবেক আছে হৃদয়ে আমার !
কর্ত্তব্য করিতে স্থির—
বীরসেন নাহি চাহে পরামর্শ কারো।

রত্নে। বাতুল কি হ'য়েছ স্থবির ?
ভেবেছ কি জনে জনে অমরক সম ?
যেতে দাও সেনাপতি !
পরীক্ষা করিলা তোমা গুরুদেব তব।
নহে—বঙ্গাধিপ প্রিয় শিষ্য তাঁর—
তাঁর অমঙ্গল চিন্তা করিবেন তিনি ?
কহ সেনাপতি !
আসিছে সমুদ্রগুপ্ত মহাঝঞ্ঝা সম—
সেজেছে কি বঙ্গসেনা করিতে সমর ?
মোরা হিতকামী ;
সমুদ্রগুপ্তের অরি মোরা !
দিব অর্থ—যত প্রয়োজন !
নূতন বাহিনী কর গঠন ত্বরায়,
রসাতলে দিতে হবে গুপ্ত সম্রাটেরে !

কশ্যপ। সত্য বীরসেন !

মোরা জানি মগধের যত দুর্ব্বলতা ;
মোদের মন্ত্রণা বলে—
অনায়াসে হবে রণজয়ী !

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। প্রণমি চরণে গুরুদেব !
কশ্যপ। স্বাগত ধীমান !
কহ কিবা করিয়াছ স্থির এই সঙ্কট সময়ে !
কহিলেন মহারাজ—
মন্ত্রী আছে মন্ত্রণার তরে,
যুদ্ধ তরে আছে সেনাপতি !
ভাগ্যবান সেই রাজা—
বিশ্বস্ত সচিব হেন মিলিয়াছে যাঁর !
মন্ত্রী। রাজেন্দ্র অনন্তসেন—পঞ্চগৌড়েশ্বর—
অপার করুণা তাঁর সেবকের প্রতি !
মোরা ভৃত্য—যাহা কিছু করি—
তাঁহারই প্রেরণা তাহা !
রত্নে। যেতে দাও—যেতে দাও—
কি করিবে বাধা দিতে সমুদ্রগুপ্তেরে—
তারি কিছু কর আলোচনা—
সময় সংক্ষেপ অতি !
মন্ত্রী। কি আবার আলোচনা তার ?
আসিছে যদ্যপি শত্রু—হইবে সমর !

জাহ্নবীর কূলে বঙ্গসেনা
বীরদর্পে ভেটিবে অরিরে।
জয় পরাজয়—যাহা ভাগ্যে আছে তা ঘটিবে।
ভাবিবার কি আছে ইহাতে ?
কিবা কহ তুমি বীরসেন ?

বীরসেন। সত্য কহিয়াছ তাত !
ভাবিবার দেখি না কিছুই !

কশ্যপ। অনেক নির্ভর করে কৌশলের পরে।
কৌশলে হইলে সিদ্ধি—
বল কিবা প্রয়োজন বৃথা রক্তপাতে ?

মন্ত্রী। কিবা আছে কৌশল ইহাতে ?
দিগ্বিজয়ে আসে আততায়ী—
হবে রণ সম্মুখ সমর ··
যেই শ্রেষ্ঠ বলীয়ান—হবে সে বিজয়ী,
পরাজিত দিবে রাজকর—
এর মাঝে কৌশলের কিবা আছে স্থান গুরু ?

কশ্যপ। আছে—আছে—
মগধের সেনাপতি বীর অমরক
অনুগত শিষ্য মোর—
তাহারে আনিব পক্ষে ধর্ম্মভয় করি প্রদর্শন !
সে যদি সহায় হয়,
যুদ্ধকালে বঙ্গসৈন্য সাথে দেয় যোগ—
ডুবিবে সমুদ্রগুপ্ত ঘোর পরাজয়ে !

মন্ত্রী। বীরসেন। বীরসেন ! একি শুনি ?

ঘুরিছে মস্তক!
বৃদ্ধ আমি—ধর মোরে!

বীর। চ'লে এস ত্বরা করি—
শ্বাসরোধ হ'য়ে আসে মোর— (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

কশ্যপ। কোথা যাও? মন্ত্রণায় কেন অবহেলা?

বীর। শোন গুরু! নহে ইহা মগধের মঠ!
বঙ্গের স্বাধীন রাজ্য এই—
নাহি হেথা বিশ্বাসঘাতক—
কৃতঘ্নেরে ঘৃণা করি মোরা!
কহিলে মগধসৈন্যে সেনাপতি বীর অমরক!
সত্য যদি হয় বীর সেই—
পদাঘাত করিবে সে প্রস্তাবে তোমার!
শোন গুরু!—মোরা করি রাজত্ব শাসন—
হীনতারে দিই মোরা সাজা;
নিজে যদি হই মোরা হীন—ধিক্ তবে আমাদের!
ইচ্ছা যতদিন—সমাদরে রহ বঙ্গদেশে—
কিন্তু দিতে আর এসনা মন্ত্রণা!

মন্ত্রী। চ'লে এস বীরসেন!
কাজ নেই বৃথা বাক্যব্যয়ে।
সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধ হ'য়ে গেছি,—
এমন ভীষণ কথা শুনি নাই কভু!

(উভয়ের প্রস্থান)

(কশ্যপ ভ্রূকুটীকুটিল নেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন—রত্নেশ্বর উচ্চহাস্য করিলেন।)

কশ্যপ। রে উন্মাদ ! হাসিতেছ কেন ?
হাসিবার কি দেখিলে তুমি ?

রত্নে। হাসিব না ?—হে স্থবির !
সকলেরে ভাব তুমি আপনার মত !
অলস বিলাসে পূর্ণ বঙ্গরাজ্য মাঝে—
কে জানিত ধর্ম্মগুরু ধর্ম্মশিক্ষা পাবে ?

কশ্যপ। জেনো স্থির সর্ব্বনাশ হইবে তোমার !
বঙ্গরাজ্য যাবে রসাতলে ;
সমুদ্রগুপ্তের রণে বঙ্গ সৈন্যদল
তিলেক না তিষ্ঠিবে কখনো !
তারপর প্রাণদণ্ড হইবে তোমার !

রত্নে। প্রাণদণ্ড !

কশ্যপ। ধৃত যদি হও পুনঃ সমুদ্রের করে—
ভ্রাতৃহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ড নিশ্চিত তোমার !

রত্নে। তুমি মোরে দিয়েছ আশ্রয় !
বিনিময়ে দিয়েছি তোমারে—
হৃদয়ের রক্তসম রত্নরাশি মোর !

কশ্যপ। করিনু স্বীকার !
কিন্তু কেমনে করিব রক্ষা—পার তা বলিতে ?
শেষ আশা ছিল বঙ্গদেশ—
কিন্তু হেরিলে আপন চক্ষে সব ;
কহিতে কি চাহ মোরে—
এই উদ্ধত বাঙ্গালীগণ—

মোর যুক্তি করি অবহেলা—
জিনিবে সমর কভু ?

রত্নে। কি উপায় তবে ?
এস পুনঃ যাই পলাইয়া।

কশ্যপ। করিব না পলায়ন আমি।
সাধিব আপন কার্য্য নিজ বুদ্ধিবলে।
শোন রত্নেশ্বর ! নাহি সাধ্য কারো—
জীবিত সমুদ্রগুপ্তে পরাজিতে রণে !
তারে—তারে—শোন রত্নেশ্বর !— (কাণে কাণে কথা)
রে দুর্ব্বল ক্ষীণপ্রাণ ভীরু !
কাঁপিও না—উঠিও না শিহরি এমন !

রত্নে। আমি পারিব না !
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি পারিব না তাহা !

কশ্যপ। তুমি ? হাঃ হাঃ—
তুমি না পারিবে তাহা ভাল জানি আমি !
খুঁজে আন কোন একজনে—
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব তারে !

রত্নে। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা !
কি রহিবে তা হ'লে আমার ?

কশ্যপ। হা রে মূর্খ ! প্রাণ চেয়ে অর্থ শ্রেষ্ঠ ?
শোন— (কাণে কাণে কথা)
কেও ?

(সহসা এক কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইল)

রত্নে। প্রেত—

হে স্থবির। কর মন্ত্র উচ্চারণ!

হৃদয়ের মসীবর্ণ পাপ চিন্তারাশি—

ধরি মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল সম্মুখে!—

(হস্তদ্বারা চক্ষু আবরণ ও কম্পন)

কশ্যপ। নহে প্রেত—মূর্খ রত্নেশ্বর!

অনুমানি হবে গুপ্তচর!

কেবা তুমি কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত মূরতি—

বিভীষণা কুটিল দর্শনা?

মূর্ত্তি নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যাবসানে হস্তের ছুরিকা দ্বারা মূর্ত্তিকায় আঘাত করিল। কশ্যপ এতক্ষণ ভীত বিস্মিতবৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার উৎফুল্ল হইয়া মূর্ত্তির হস্তধারণ করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাতীরে প্রান্তর—তন্মধ্যে যুদ্ধশিবির।

নদীতীরে সমুদ্রগুপ্ত পাদ চারণ করিতেছিলেন। দুইজন রাখাল বা। প্রবেশ করিল, একজন বাঁশী বাজাইতেছিল—অন্য একজন গান গাহিতে ছিল।

(গান)

আমার কালো বউ—

কালো জলে অমন ক'রে তুলিসনেক' ঢেউ—

মুখটি টিপে মুচকি হাসি—

হাসিস্ নে আর সর্ব্বনাশী !

আড়াল থেকে মা'বলে উঁকি ফেলবে দেখে কেউ।

আদুল গায়ে গামছা খানা—

মাইরি না হয় টেনে দেনা—

গন্ধ পেলে মন্দ লোকে জুটবে যেন ফেউ।

(বালকদ্বয়ের প্রস্থান)

সমুদ্র। সুন্দর সঙ্গীত !

সরল বাঁশীর সুরে গভীর উল্লাসে—

বাঙ্গালার পল্লী প্রাণ যেন

গাহিয়া উঠিছে নিজ আনন্দের গান।

দিগ্বিজয়ী আসে যায়—

উঠে অস্ত্র ঝন্‌ঝনায় রণ কোলাহল

ক্ষণিকের তরে—

আপন কুটীরে বসি সরল কৃষক

নাহি গণে কোন লাভ ক্ষতি।

মাঠে মাঠে ঘুরে সারাদিন—

সায়াহ্নে অঙ্গনে বসি নিশ্চিন্ত আলস্যে,

শিশুদের কলহাস্য শুনে হৃষ্টমনে।

—বাঁশীর সুরের রেশ ভাসিছে পবনে—

ছিল একদিন—

তরুণ সমুদ্র গুপ্ত প্রাণের হরষে—

অমনি বাজা'ত বাঁশী বসি নদীতটে—
সূর্য্য যেত অস্তাচলে,—চন্দ্রমা উঠিত নীলাকাশে—
প্রেয়সীর চুর্ণালক বায়ুর হিল্লোলে—
উড়িয়া পড়িত আসি কপোলে তাহার।
বাঘরাজ! বাঘরাজ!
যদি জানিতাম—যদি বুঝিতাম—
রে বর্ব্বর! কীট সম নখে ছিঁড়ি—
রেণু রেণু করি প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ তোর
গঙ্গাবক্ষে দিতাম ভাসায়ে।
—কে আসে? জননী!

(কুমার দেবীর প্রবেশ)

কুমার। কিছু তুমি দেখনা সমুদ্র—
সৈন্য মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা—
একা বৃদ্ধ জয়ধ্বজ কিঃকরিতে পারে?
সমুদ্র। কেন? অমরক রয়েছে জননি—
কুমার। আছে—কিন্তু না থাকিলে ছিল ভাল।
নাহি করি বিশ্বাস তাহারে।
জান পুত্র! বঙ্গরাজাশ্রয়ে
দিতেছে মন্ত্রণা কূট স্থবির কশ্যপ?
কশ্যপের মন্ত্রণায় একবার এই অমরক
সেজেছিল রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক!
কে বলিতে পারে পুনঃ দূর বঙ্গদেশে
কি প্রমাদ ঘটাবে তাহারা?

পূর্ব্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহারে
নাহি ছিল রুচি মোর।
তুমি পুত্র—করুণায় গ'লে গেলে তুমি—
অপাত্রে করিলে দয়া!
(সমুদ্রের নিকটে উপবেশন)

সমুদ্র। অপাত্র যে—
তারি মাতা করুণার বেশী প্রয়োজন।
মা গো! দিন ব'য়ে যায়
নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে!
—কত দূর? আর কত দূর?
(কুমার দেবী নীরবে পুত্রের
মস্তকে হস্ত রক্ষা করিলেন)

নেপথ্যে কশ্যপ—
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—

কুমার। দেখ বৎস! কে আসিছে বুঝি!

কশ্যপ একটী বালিকাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন—বালিকা মাতৃক্রোড়ে সমুদ্রকে দেখিয়া নির্নিমেষে সেই দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার মুখে ভাবান্তর লক্ষিত হইল)

কশ্যপ। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,—
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
—কই—কোথায় সম্রাট—

সমুদ্র। এই হেথা—মাতৃ ক্রোড়ে!
কেও?—বৌদ্ধ ধর্ম্ম গুরু?
প্রণমি চরণে তাত!—
নাহি ভেবেছিনু—
দূর বঙ্গদেশে আসি মিলিবে সাক্ষাৎ!—

কশ্যপ। হে সম্রাট!
আর লজ্জা দিও না আমারে!
অনুতাপ জাগে চিত্তে মোর!
করিয়াছি মহৎ অনিষ্ট তব!
বুদ্ধ অনুচর হ'য়ে—
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে ধর্ম্মের নীতি—
সে ধর্ম্মের হ'য়ে ধর্ম্ম গুরু—
আপনি জ্বালিয়াছিনু ঘোর হিংসানল!
সে পাপে জর্জ্জর চিত্ত মোর!
এত দিনে জেগেছে বিবেক!
বুদ্ধের পবিত্র নামে—বুদ্ধ প্রতিনিধি আমি—
মাগি রাজা আশ্রয় তোমার!
ক্ষমা কর অপরাধ মোর!

সমুদ্র। একি বাণী—হে মহাস্থবির!
তুমি যদি ক'রে থাক অপরাধ—
আমি তার নহি বিচারক!
সর্ব্ব বিচারের ঊর্দ্ধে আসন তোমার—
তুমি ধর্ম্মগুরু—গৌতমের প্রতিনিধি তুমি!
কর আশীর্ব্বাদ ধর্ম্মপথে থাকে যেন মতি!

কশ্যপ। কল্যাণ হউক বৎস !

গুপ্ত রাজবংশের গৌরব

তোমা হ'তে ধরণীতে সুপ্রতিষ্ঠ হো'ক !

সম্রাজ্ঞি ! স্থবির আমি করি আশীর্ব্বাদ !

কুমার। প্রণাম চরণে !

রাখিও করুণা তব সমুদ্রের প্রতি !

কে এই বালিকা ?

কশ্যপ। শিষ্যকন্যা মোর !

মৃত্যুকালে জনক ইহার—

মোর করে ক'রেছে অর্পণ !

লালিত হইবে মোর জেত বন মঠে—

হে সম্রাজ্ঞি ! এর তরে মাগি তব দয়া !

বেধেছে সংগ্রাম ঘোর বঙ্গে ও মগধে—

পথ অতি বিপদ সঙ্কুল—

কিছুদিন রাখ তব পাশে—

নিরাপদ আশ্রয়ে তোমার !

তারপর নিয়ে যাব আমি !

কুমার। যথা আজ্ঞা—হে মহা স্থবির !

এস মাতা মোর পাশে—

(কুমার দেবী বালিকাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন—সে কাঁপিতে লাগিল।)

কশ্যপ। নিশ্চিন্ত হইনু আমি—বিদায় এখন !

কল্যাণ হউক হেথা—

বিদায় সম্রাট।

রহ বৎসে জননীর পাশে ! (প্রস্থান)

কুমার। কেন মাতা কাঁপিছে এমন ?

সমুদ্র। পাইয়াছে ভয় বুঝি !
সম্রাজ্ঞী কুমার দেবী নহে সাধারণ—
স্পর্শে তাঁর কাঁপিবে তরুণী—
কিবা আছে আশ্চর্য্য তাহার ?
বীরমাতা লিচ্ছুবি দুহিতা—
স্পর্শে তাঁর তাড়িত প্রবাহ
ছুটিয়াছে সর্ব্বঅঙ্গে তার—

কুমার। থাম রে বাচাল !
এস বালা মোর সাথে !
যাও রাজা ! দেখ সৈন্য দলে—
কল্য রণ—তুমি জড় অকর্ম্মণ্য সম—
কাটাইছ কাল বসি অলস বিশ্রামে '

(বালিকা সহ প্রস্থান)

সমুদ্র। না বুঝিনু কশ্যপের মর্ম্ম কথা !
দেখেছিনু যেন তার অধরের কোণে—
অতি ক্ষীণ ছায়া সম
ক্রূর হাসি নিমিষের তরে !
নাহি জানি কি ছলনা করিল স্থবির !

(অমরকের প্রবেশ)

অমরক। হে সম্রাট ! প্রণাম চরণে !

সমুদ্র। এস অমরক !
সৈন্য মধ্যে সমস্ত কুশল ?

অমরক। বিজয়ী মগধসৈন্য আনন্দে উৎসাহে
ব্যগ্র প্রতীক্ষায় সবে কাটাইছে কাল!

সমুদ্র। বঙ্গসৈন্যে বীরসেন শুনি মহাবীর
রণদক্ষ সেনাপতি—
সৈন্য তার নহে মুষ্টিমেয়!
পঞ্চ গৌড় প্রেরিয়াছে মহতী বাহিনী
দিতে রণ দিগ্বিজয়ী মগধ সৈন্যেরে!
সাবধানে করিও সমর অমরক!
জয়ধ্বজ বৃদ্ধ—অশক্ত—অথর্ব্ব!
মগধের বিজয় গৌরব রক্ষাভার
তব পরে ন্যস্ত আজি!

অমর। হে সম্রাট!
লজ্জা পাই মরমে মরমে পূর্ব্ব কথা স্মরি!
নহে দীর্ঘ দিন—
অমরক তুলেছিল খড়্গ আপনার
লক্ষ্য করি ও রাজমস্তক—
আজ তুমি—
হে মহান উদার নৃপতি!
বরিলে তাহারে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি পদে!
আমি হীনমতি—
নহি যোগ্য এত করুণার!

সমুদ্র। অমরক!
কেন মিথ্যা সঙ্কোচ সংশয়?
জানিও অন্তরে ধ্রুব—

সিংহাসনে বসিলে কেশব
অসুখী সমুদ্রগুপ্ত হইত না কভু !
এই সিংহাসন আমি করিয়াছি ক্রয়,
ভ্রাতার জীবনমূল্যে বীর অমরক !

অমরক। সম্রাট !

সমুদ্র। থা'ক্—বলিও না কিছু !
এই অন্তরের মাঝে
অগণিত দুঃখপুঞ্জ শির লুকাইয়া
রহিয়াছে নীরব আগ্নেয় গিরি সম।
যাও বীর !

(অমরকের প্রস্থান)

(অদূরে বৃক্ষান্তরালে বালিকামূর্ত্তির প্রবেশ—হস্তে ছুরিকা। সে সমুদ্র-গুপ্তের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—যেন সে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে)

সমুদ্র। দত্তা ছিল জীবনের শান্তি স্বরূপিনী—
বিধির করুণা কণা বিদগ্ধ পরাণে।
হারা'য়েছি চিরতরে সে শান্তি আমার
ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপে !
কেশব ! কেশব ! ভাই !
স্বর্গ হ'তে ক্ষমা কর মোরে ! (প্রস্থান)
(বালিকাও ধীরে ধীরে অন্তরালে চলিয়া গেল)

(আলবোলার নল হস্তে অনন্তসেনের প্রবেশ)

(আলবোলার নলের প্রান্ত আলবোলায় আবদ্ধ; আলবোলা ছিল এক ভৃত্যের হস্তে।)

অনন্তসেন। (নল টানিতে টানিতে)—কই, কাউকেই ত দে'খ্‌তে পাচ্ছি নে!

(ভৃত্য এই অবসরে আলবোলা হইতে নল খুলিয়া লইল এবং আলবোলার মুখে মুখ লাগাইয়া দ্রুত ধূমপান করিতে লাগিল)

অনন্ত। এঃ—তামাকটা দেখছি একেবারেই গেছে। ওরে ব্যাটা মোধো—এইটেই ত মগধ সৈন্যের শিবির ?

মধু। তা মহারাজ! এইটেই ত ব'লে বোধ হয়! এত তাম্বু গাড়া হ'য়েছে যখন— (ধূমপান)

অনন্ত। তাম্বু থা'কলেই যুদ্ধের তাম্বু হবে—তার মানে কি ? বে'দের আড্ডাও হ'তে পারে! ওরে—আর এক ক'ল্‌কে সাজ না হয়!

(নলে ঘন ঘন টান)

মধু। এজ্ঞে—এই সাজি— (ধূমপান)

অনন্ত। (পশ্চাতে চাহিয়া) ও কিরে! তবে রে বেল্লিক! দিনে ডাকাতী! পুকুর চুরি! (নল দ্বারা প্রহার)

মধু। দোহাই মহারাজ! বাস্তবিকই কিছু ছিল না ওতে! নতুন ক'ল্কে ভ'রবার আগে তাই একবার ভাবলাম কি—

অনন্ত। ভা'বলি—ব্যাটা—ভাবলি ? তোর ভা'ব্‌বার দরকার কি ? খাবি দাবি—বাবুগিরি ক'রে হুকো নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াবি! তোকে ভা'বতে ব'ল্‌লে কে ? ব্যাটা উল্লুক!—(প্রহার)

মধু। দোহাই মহারাজ! আর ভা'ব্‌ব না! এবারকার মত মাফ্‌—

অনন্ত। যা—আলবোলা ভাল ক'রে গঙ্গা থেকে ধুয়ে নতুন ক'রে তামাক সেজে আন! গয়ার তামাক, চকমকি সব আছে ত ঝোলায়

ব্যাটা—আলবোলাটা এঁটো ক'রে দিলে !— আমি রাজা না হ'লে এতক্ষণ তোকে কেটে ফেলতাম—(প্রহার)—যা ব্যাটা যা—

(ভৃত্য দ্রুত প্রস্থান করিল)

মগধের রাজাটাকে একবার দেখা দরকার। রাজা হ'য়ে যুদ্ধ ক'র্ত্তে আসে—এ নিশ্চয় এক রকম অদ্ভুত জাব ! নিশ্চয় তামাক খায় না—খেলে এমন নির্ব্বোধ হ'ত না !

(সমুদ্রগুপ্তের প্রবেশ)

ওহে ! তোমার ত বেশ জমকালো চেহারা দেখছি। তুমি কি মগধের রাজা নাকি ? না হও ত—রাজাকে একবার ডেকে দাও দেখি।

সমুদ্র। আজ্ঞে আমিই মগধের রাজা বটে, আপনি কে ?

অনন্ত। আমায় চেন না ? তা চিন্‌বে কেমন করে ? তুমি ত এ দেশের লোক নও !—আমি বাঙ্গলার রাজা।

সমুদ্র। বঙ্গরাজ ! এ সময়ে মগধ শিবিরে ! কা'ল যুদ্ধ—

অনন্ত। তাতে আমার কি ? যুদ্ধের জন্য সেনাপতি র'য়েছে—সে যা হয় ক'রবে এখন ! আচ্ছা—তোমার চেহারাটা ত বেশ ভদ্রলোকের মতই দেখতে ! তোমায় এ কুশিক্ষা দিলে কে ব'লতে পার ? রাজা হ'য়ে যুদ্ধ করা ?—ছিঃ ছিঃ—

(ভৃত্য আসিয়া আলবোলায় নল জুড়িয়া দিল)

অনন্ত। (দুই একটান দিয়া) খাও হে একটান ! গয়ার তামাক—বেড়ে—

সমুদ্র। ধন্যবাদ মহারাজ ! ধূমপান আমি করি না ত !

অনন্ত। তা আগেই জানি। তামাক খেলে কি আর যুদ্ধ ক'রতে আস ? (ধূমপান) তোমার কথাবার্ত্তা চেহারাটা আস্‌টা দেখে তোমায়

আমার বেশ পছন্দ হ'য়েছে ..। দিন কতক তোমায় হাতে নিতে হ'ল দেখ্‌ছি! তোমায় পুরো গুড়ুকখোর ক'রে, যুদ্ধের নেশা টেশা ছাড়িয়ে, দস্তুরমত রাজার মত রাজা তৈরী ক'রে ছেড়ে দেব!

সমুদ্র। যুদ্ধকে এত নিন্দা ক'রছেন কেন মহারাজ?

অনন্ত। না—তা নেহাৎ নিন্দের নয় ত! তবে ও সব ছোট লোকদেরই সাজে! মাঝে মাঝে তাদের রক্ত গরম ক'রবার জন্য ও জিনিষ মন্দ নয় একেবারে!—তারা ত আর তামাক খেতে পায় না!

সমুদ্র। পায় না নাকি?

অনন্ত। কই আর পায়! নেহাৎ দুর্ম্মূল্য কিনা!—তবে দেশে যখন সবাই তামাক খেতে সুরু ক'রবে—তখন বোধ হয় যুদ্ধ টুদ্ধ দেশ থেকে উঠে যাবে। ওহে তোমার বুঝি আবার সময় নষ্ট হ'চ্ছে—তুমি হ'লে ল'ড়ায়ে রাজা! তা হ'লে এখনকার মত যাই—কাল যুদ্ধ—পরশু আমার ওখানে তোমার নেমন্তন্ন রইল—যেও!

সমুদ্র। যদি যুদ্ধে ম'রে না যাই—নিশ্চয়ই যাব মহারাজ।

অনন্ত। না হে বেশী গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রো না। যদি চ যুদ্ধে এসেছ—মাথাটা বাঁচিয়ে চ'লো—ওটা বড় মূল্যবান জিনিষ! আমি না হয় বীরসেনকে ব'লে দেব এখন—তোমার ওপর একটুখানি নজর রা'খ্‌বে। রাজার ছেলে সখ ক'রে না হয় যুদ্ধেই এসেছে—তা ব'লে তাকে ছোটলোকের মত কচুকাটা ক'রতে হবে—তার মানেটা কি? চল্‌লাম হে—নেমন্তন্নটা ভুলো না—

(প্রস্থান)

সমুদ্র। সুখী এই বঙ্গেশ্বর!
দেখি নাই হেন দার্শনিক!
নিশ্চয় রক্ষিব নিমন্ত্রণ!

(পশ্চাৎ হইতে কালনাগিনীর প্রবেশ ও ছুরিকা উত্তোলন—সেই সময়ে জয়ধ্বজ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল)

জয়। মহারাজ! সাবধান! গুপ্তহন্তা!

(কালনাগিনী হাত ছিনাইয়া লইয়া জয়ধ্বজকে ছুরিকাঘাত করিল। সেই মুহূর্ত্তে সমুদ্রগুপ্ত তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।)

জয়। আজীবন প্রভুসেবা হ'য়েছে সার্থক!
প্রভু তরে স'পিনু জীবন!
কোথায় কুমারদেবী সম্রাজ্ঞী আমার?
হে সম্রাট! মাতৃপদে জানা'ও প্রণাম—(মৃত্যু)

কালনাগিনী জয়ধ্বজের দিকে অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে কোমলতা ফুটিয়া উঠিল।

সমুদ্র। সত্য কহ—
কেবা গুপ্তহন্ত্রী তুমি?
কেন চাহ জীবন আমার?

কালনাগিনী সমুদ্রগুপ্তের দিকে চাহিল—তাহার মুখ আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাঘপাহাড়—কাল সন্ধ্যা।

মণিয়া—রাজারাম।

রাজারাম। কাঁপছিস্ মণিয়া! ভয় পেয়েছিস্?

মণিয়া। কি ভয়ানক জায়গা মামা! উঃ! কি নাম ব'ললে জায়গাটার?

রাজা। যমের খোপর! এদেশের মানুষ ম'লে ত পোড়ায় না—পাহাড়ের ওপর থেকে ঐ গর্ত্তের ভিতর টেনে ফেলে দেয়! আর—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

মণিয়া। হা'স্‌ছ মামা! এ কি হা'সবার কথা?

রাজা। হা'সবার কথা এর মধ্যে আছে রে বাপু! এদেশের কোন জ্যান্ত মানুষ প্রাণ গেলেও ঐ যমের খোপরে না'মবে না। তাদের বিশ্বাস ওর মধ্যে নামলে আর কেউ জ্যান্ত ফিরে আস্‌তে পারে না। এই যে বাঘরাজ এত বড় বেপরোয়া লোক—আমি বাজী রাখতে পারি সেও কিছুতেই ঐ গর্ত্তে না'মতে রাজী হবে না। তার অন্দর মহল উজাড় করে সমস্ত মেয়ে মানুষ যদি ঐ যমের খোপরে কেউ নামিয়ে দেয়—তাদের খাতিরেও কিছুতেই সেখানে নামবে না! এদিকে অসম সাহসী—কিন্তু হ'লে কি হয়—মরা মানুষের মুখ দেখ্‌তে এদেশের লোক বড় ভয় পায়!

মণিয়া। অন্দর মহল কি ব'ল্‌ছ মামা?

রাজা। তা দিয়ে তোর দরকার নেই বাপু! বাঘরাজ লোকটী

আবার একটু সৌখীন ধাতুর—বছর বছর একবার দলবল নিয়ে শীকারে বেরোন আর সহর বন্দর থেকে পছন্দ সই দু' একদল করে মেয়েমানুষ ফি বার যোগাড় ক'রে আনেন !

মণিয়া। এবারের শীকার বুঝি আমাদের রাণী ? উঃ ! ব্যাটার কি বুকের পাটা !

রাজা। বুকের পাটাও বেশ চওড়া—গায়ে জোরও রাখে বেশ ! শোন্—সেবারে আমি এসে এখানে হপ্তা খানেক ছিলাম !

মণিয়া। হপ্তা খানেক ? কোথায় ছিলে ?

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ছিলাম ঐ যমের খোপরে। এখানে এসে যদি লুকোতে হয়—তবে লুকোবার জায়গা ঐ একটী—যেখানে জনমানুষ কেউ খুঁজতে যাবে না !

মণিয়া। এখন কি ক'রবে মামা ?

রাজা। এই দ্যাখ্ এই যে জায়গাটা—এটা হ'ল বাঘরাজের র'াতের বেলার আড্ডা ! ঐ যে উঁচু পাথরখানা—ঐটেতে সে বসে ! এই খেনে লুকিয়ে থা'কলেই দেখতে পাবি—

মণিয়া। রাণীকেও তা হ'লে এখেনেই দেখতে পাওয়া যাবে বোধ হয় ?

রাজা। সম্ভব ত ! যদি আনে—সুযোগ বুঝে আমি লাফিয়ে প'ড়ে এই ছোরা—মণিয়া ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ! আমার ছোরা ত নেই ! কোথায় ফেল্‌লাম ? কোথায় ফেল্‌লাম ?

মণিয়া। বল কি মামা ? ছোরা নেই ?

রাজা। কোথায় ফেললাম ? কোথায় পড়ে গেল ? মণিয়া ! আমার মাথা কুটতে ইচ্ছে হ'চ্ছে ! এখন উপায় ? শুধু হাতে সেই বাঘের সঙ্গে—উঃ !

মণিয়া। মামা! কি হবে? শেষে কি তোমায় হারাব?

রাজা। যদি যেতে হয় যাব!

মণিয়া। মামা! মামা! থা'ক দরকার নেই!

রাজা। দরকার নেই? তাই তুই ব'ললি? রাণীকে উদ্ধার ক'র্‌বার্ জন্য তুই এই এতটুকু মেয়ে সাতদিনের রাস্তা এই ভয়ানক পাহাড় ভেঙ্গে এই বাঘের পুরীতে এলি—এসে এখন ব'লছিস্ দরকার নেই? রাণীকে এখানে ফেলে ফিরে যেতে পা'রবি? তারপর রাজার মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতে পা'রবি? রাজা না তোকে বোন্ ব'লেছিল?

মণিয়া। মামা! মামা! তা ত পা'রব না! কিন্তু তোমাকে বা যমের মুখে ঠেলে দিই কি ক'রে?

রাজা। আমি মরদবাচ্ছা! মরি যদি ত ল'ড়ে ম'রব! আর রাণী! ভাবছিস্ মণিয়া তার অদৃষ্টে কি আছে? এই বাঘরাজের হাতে তার—

মণিয়া। না না মামা! যদি ম'রতে হয় মর, আমারও যদি ম'রতে হয়, আমিও ম'রব—কিন্তু রাণীকে বাঁচা'তেই হবে!

রাজা। ঠিক বলেছিস! এইত কথার মত কথা! শোন্—আমি যখন তাকে ধ'রব—তুই যেমন ক'রে হয় রাণীকে নিয়ে পালাবি! যমের খোপরে গিয়ে পালাবি! সেই খেনে থাক্‌বি। যদি বাঁচি আমি গিয়ে তোদের সঙ্গে মিলব! আর যদি মরি—তুই ত রাস্তা চিনিস্—যদি পারিস্—পালাস্—আর কি বলব!

মণিয়া। কেন মামা! রাজাকে সব কথা ব'লে পল্টন সঙ্গে নিয়ে এলে না!

রাজা। পল্টন? এই পথে? তুই কি পাগল হলি? এ পথে কাঠবিড়ালী আর শীকারী—এ ছাড়া আর কোন জীব চ'লতে পারে? কোথাও পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে, কোথাও দড়ি বেয়ে হাজার

হাত নেবে, কোথাও গাছের শিকড় ধ'রে ধ'রে হামাগুড়ি দিয়ে হাজার হাত চড়াই উঠে—কি ভাবে সারা পথ এলি একবার ভেবে দেখত ? এই পথে পল্টন ?

মণিয়া। তা ও ঠিক—রাজাকে একথা না বলাই ভাল হ'য়েছে। ব'ললে রাজা হয়ত পল্টন ফেলে একা এপথে ছুটে আ'স্‌ত—আর এই বাঘের খপ্পরে এসে—না-না মামা ! তুমি ভালই করেছ।

রাজা। চুপ—চ'লে আয়—লোকের সাড়া পাচ্ছি—

(উভয়ের প্রস্থান)

(মশাল ও সুরাপাত্র হস্তে বাঘরাজের প্রবেশ)

বাঘ। (মশাল মাটীতে রাখিয়া উপবেশন) হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—বাঘরাজ ! বাঘরাজ ! রাজার মত রাজা কেউ থাকে যদি—তবে সে হ'চ্ছে বাঘরাজ। রাজা ছিল রাবণ রাজা , আর রাজা হচ্ছি আমি ! নেই বা থাকল আমার ঘর দোর হাতী ঘোড়া ! পাহাড়ের গুহায় বাঘের চামড়ায় প'ড়ে আমি গড়াগড়ি দিই ; আর পায়ের তলায় আশে পাশে শিওরে বুকে পিঠে কোলে সব মেয়ে মানুষ কিলকিল করে। হেঃ হেঃ হেঃ—মেয়ে মানুষ কি—এমনি মেয়ে মানুষ ? দুনিয়ার সেরা সেরা সব মেয়েমানুষ ! বাপের কোল থেকে, সোয়ামীর বুক থেকে ছিনিয়ে আনা সব খাপ্‌সুরৎ খাপ্‌সুরৎ মেয়েমানুষ। রাজা যদি কেউ থাকে এ দেশে—তবে সে হচ্ছি আমি—বাঘরাজ ! বাঘরাজ ! (মদ্যপান) এই যে হারামজাদীরা ! এত দেরী কেন ? বাপের বাড়ী পেয়েছ—নয় ?

(একদল রমণীর প্রবেশ)

দ্যাখ্‌—এখন একটু স্ফূর্ত্তি ক'রতে দে। নতুন একটা মেয়েমানুষ এসেছে—তার মনটা যাতে একটু ভাল থাকে—তা কর।

(মদ্যপান) তোদের দুঃখ এবারে ঘুচবে। এবারে তোদের দলে যে ভর্ত্তি হ'চ্চে তার বাঁদী হবারও যুগ্যি তোরা ন'স। তাকে এখুনি দেখতে পাবি। দেখে হিংসেয় বুক ফেটে যাবে বাবা! তার পায়ের নখের যুগ্যি রূপও তোদের নেই। এই কমলি—(একজনকে টানিয়া নিকটে আনিল) তোর মুখটায় তার একটুখানি আদল আসে বটে—কিন্তু রং তার আরও জ্বলজ্ব'লে, নাকটা আরও টিকল, আর চোখ—আ মরি মরি। তোর সে রকম চোখ আদবেই নেই। দূর দূর (তাহাকে ঠেলিয়া দিল)—চোখ বরং এই অম্বিকের—নেহাৎ নিন্দের নয়।

(আর একজনকে টানিয়া আনিল)

কিন্তু গাল দুটো ভেঙ্গে গিয়েই একেবারে মরেছে! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—(মদ্যপান) তোদের এবার থেকে ছুটী! নতুন রাণীকে নিয়ে দিন কতক খুব মশগুল থাকা যাবে বাবা। তাকে চুরি ক'রে অবধি একদিনও তার কাছে ঘেঁস্‌তে পাই নি রে!—কেবল দিনরাত ঘাঁটী আগলা'তে আগলা'তে পেছনে পেছনে এসেছি! তবে এবারে সে লোকসান উশুল হ'য়ে যাবে এখন। (মদ্যপান)

তোদের আক্কেলটা কি বল্‌ দিখিন্‌! এতক্ষণ ব'সে ব'সে ব'কে ব'কে মুখে ফেণা উঠে গেল—তোরা একটা গানও গাইতে পারিস্‌ নে? এই কম্‌লি-এই অম্বিকে-এই জগমণি! গাইবি না যমের বাড়ি যাবি?

(উঠিয়া এক একজনকে চড় ও লাথি প্রদান—রমণীগণের রোদন)

ন্যাকামো পেয়েছ নয়? গাইবি কি না?—সব কাঁদুনীর গান গাইবি ত গলা টিপে দেব—

(বিকৃত স্বরে)—আর ত সহে না প্রাণে—

ও রকম কিছু ধ'রো না বাবা—সোজা কথা আগে থাক্‌তে ব'লে রাখছি। নেশাটা একটু খানি জ'মে এসেছে—কেঁদেকেটে ভেঙ্গে দিও না বাবা।

বেশ ভাল রকম, লপেটা রকম, ফুরফুরে রকমের একটুখানি গান, আর একটুখানি নাচ ! ব্যস্‌-তারপর সব ছুটী !

(মদ্যপান)

(রমণীগণের গান)

কোকিলা গাহিছে কুহু কুহু
রমণীর প্রাণ উঠিছে শিহরি, থাকিয়া থাকিয়া উহু উহু !

বাঘ। নাচ্‌ কই হাঁ-রে নাচ কই ? এই জগমণি ! নাচবি কিনা ? তুই মোহড়া-সীগ্‌গির সুরু ক'রে দে ! (মদ্যপান)

(রমণীগণের নৃত্য)

বাঘ। গান কই—গান কই ?—দু'ছত্র গেয়ে সব থেমে গেলেন ! এই অম্বিকে—তুই মূল গায়েন। ধরবি কি না গান !

১মা রমণী। না'চব না গাইব ?

বাঘ। দুই-ই চাই—

১মা রমণী। হাঁপিয়ে পড়ি যে !

বাঘ। (দাঁত খিঁচাইয়া)—হাঁপিয়ে পড়ি যে ! ইয়ারকি পেয়েছ ? (প্রহার) তবে নে—আদ্ধেক নাচ-আদ্ধেক গান কর ! তোদের আব্দারে আর পারবার যো নেই !— (মদ্যপান)

(নৃত্যগীত)

কোকিলা গাহিছে কুহু কুহু--
রমণীর প্রাণ উঠিছে শিহরি, থাকিয়া থাকিয়া উহু উহু !
ঝরণায় জল ঝরে ঝরঝর
পাতায় পাতায় উঠে মর্ম্মর—
কাহার আনন—কাহার বচন—পড়িছে স্মরণে মুহু মুহু !

বাঘ। ছাই গান! তোরা গান গাইতে পারিস ছাই! তোদের গান গাইতে কওয়াই ঝকমারি! (মদ্যপান) শুনবি গান?

(গান)

দুনিয়াতে থাকে যদি কোন চিজ্, বাবা।
সে চিজ্ হ'চ্ছে মদ বাবা—সে চিজ হ'চ্ছে এই মদ!

নাঃ—বড় বেএক্তার হ'য়ে প'ড়েছি! ক'দিনের পর আজ একটু বেশী খেয়েছি কিনা! (উপবেশন)—দেখতো জগমণি! নতুন রাণীকে আন্‌ছে না কেন? আজ আমার বিয়ের বাসর রে বিয়ের বাসর! এই, তোরা সব ফুল তুলে নিয়ে আয় ত! শুন্‌ছিস্—ভাল দেখে দু'ছড়া মালা গেঁথে আন্!

১মা রমণী। এত রাত্তিরে ফুল কোথায় পাব?

বাঘ। যমের বাড়ী! মুখে মুখে উত্তর?

(প্রহার ও রমণীগণের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

বেড়ে যোগাড় ক'রেছি বাবা! এমন এক ঝাঁক পরী সে মগধের রাজা ব্যাটারও নেই—এ আমি নিশ্চিত ব'ল্‌তে পারি!

(কয়েকজন অনুচর পিঞ্জরাবদ্ধ দত্তাদেবীকে লইয়া প্রবেশ করিল)

—আরে এই যে আমার অমাবস্তের চাঁদ! ওরে ব্যাটারা! এমনি ক'রে নিয়ে আস্‌তে হয়? খাঁচা থেকে বের ক'রে নাইয়ে ধুইয়ে কাপড় গয়না পরিয়ে আন্‌বি! তোদের কি আক্কেল নেই?—যা'কগে—এনেছিস্ যখন—আমিই না হয় নিজের হাতে সে সব করে নেব এখন! যা ব্যাটারা-চাবিটে দিয়ে যা—খবরদার এ দিকে কেউ আস্‌বি নি!

(অনুচরগণের প্রস্থান—বাঘরাজ পিঞ্জরের চাবি খুলিয়া দিল)

এস গো মাণিক ! নেমে এস ! আহা কয়দিনে চেহারাটা যে বড় খারাপ হ'য়ে গেছে ! আমি ত আর কিছু দেখবার শোনবার সাবকাশ পাই নি ! এস—এস—এক্ষুনি এক ঢোঁক খাইয়ে তোমায় চাঙ্গা ক'রে নিচ্ছি ! এই দেখ— সুরাপাত্র প্রদর্শন)

কি ! চুপ্ ক'রে রইলে যে ! মদ খাওনা বুঝি ? হেঃ হেঃ—দু'দিনেই শিখবে। অমন সবাই শেখে গো সবাই শেখে ! বেরিয়ে আস্‌ছ না যে ? ও হো ! জবরদস্তা ক'রতে হবে বুঝি ?

দত্তা। মাগো সন্তারাণী—
কি হবে আমার মাগো !
হায় স্বামী ! মগধ ঈশ্বর !—
রে বর্ব্বর ! ত্যজিব পরাণ—
কিন্তু স্পর্শ তোর সহিব না কভু।   (ছুরিকা প্রদর্শন)

বাঘ। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—ও সব মামুলী কায়দা আমার ঢের ঢের দেখা আছে গো—ঢের ঢের দেখা আছে। কেউ কাঁদে—কেউ লাফায়—কেউ ছুরি দেখায়—কেউ বাবা বলে। কিছুতেই কিছু হবে না গো! ও বাঘরাজকে ভ'জতেই হবে। দু'দিনে তেজ গুঁড়ো হ'য়ে চোখের জলে ভেসে যাবে না ? ভা'বছ-তোমার রাজা এসে তোমায় উদ্ধার ক'রবে ? সে আশা নেই গো—সে আশা নেই। তোমার স্বামার বুকে এতদিন কাল নাগিনীর দাঁত ব'সেছে—তার আর নিস্তার নেই। এ বাঘের ঘর থেকে তোমার বেরিয়ে যাওয়াও যেমন অসম্ভব—তোমার রাজার ও কালনাগিনীর হাতে বেঁচে থাকা তেমনি অসম্ভব।

এখন আস্‌বে ত লক্ষ্মীর মত এসে কোলে ব'স—নয় ত চুল ধ'রে

হিঁচড়ে টেনে এনে এমনি ক'রে পায়ের তলায় থ্যাৎলাব! ওঃ! তুমি নেহাৎ বুনো ওল! বেশ—তবে আর খাতির কিসের? এস ত চাঁদ—

(দত্তাদেবীকে টানিয়া আনিবার জন্য পিঞ্জর মধ্যে হাত দিল—এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে রাজারাম লাফাইয়া পড়িয়া তাহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিল।)

বাঘ। (কষ্টে) কে রে দুষমন? এত বড় সাহস?

(দুই জনে জটাপটী করিতে করিতে প্রস্থান—সঙ্গে সঙ্গে মণিয়া আসিয়া পিঞ্জর হইতে দত্তাকে টানিয়া বাহির করিল)

দত্তা। কে তুমি? কে তুমি?
কোথা নিয়ে যেতে চাও মোরে?

মণিয়া। চ'লে এস—কোন কথা নয়!

দত্তা। যাইব না—
উদ্ধারের নাহি কোন আশা—
পলাইয়া বনে বনে যন্ত্রণা কেবল!
তার চেয়ে—পাইয়াছি অবসর—
শেষ করে দিই সব—

(বক্ষে ছুরিকা প্রহারে উদ্যত)

মণিয়া। আর রাজা?

দত্তা। রাজা? রাজা? স্বামী মোর?

মণিয়া। আমি তাঁর দাসী—কোন কথা নয় রাণী। চ'লে এস—

দত্তা। চল তবে—

(মণিয়া একহস্তে মশাল ও অন্য হস্তে দত্তার হাত ধরিয়া ছুটিল)

(বাঘরাজের প্রবেশ)

বাঘ। অন্ধকারে মুখ দেখ্‌তে পেলাম না।—আমায় চড়াও হ'ল কেন? এমন সাহস?—যা'ক্‌—তাকে শেষ ক'রেছি—এঃ—মশাল কি হল? নিবে গেছে—কেমন ক'রে নিবল?—রাণী কোথায়? (দ্রুত পিঞ্জরের মধ্যে হস্তপ্রদান)—পিঁজরে ত খালি! পালিয়েছে! ঐ—ঐ—বুঝি—মশাল নিয়ে ছুটে যায় না? দাঁড়াও দাঁড়াও—কত দূর যাবে রাণী? হাঃ হাঃ—বাঘের ঘর থেকে ছুটে যাওয়া কি এত সোজা?

(একহস্তে মশাল ও অন্য হস্তে পুষ্পভার লইয়া দুইটী রমণীর প্রবেশ)

১মা রমণী। নতুন রাণীর বাসরের ফুল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমার বাসরের ফুলও এমনি ক'রে কারা একদিন তুলে এনেছিল। কারা এনেছিল—তাদের আর এখন এখানে দেখতে পাইনে—বোধ হয় ম'রে গেছে—ছাই মরণ আমায় ভুলে রয়েছে কেন বল্‌তে পারিস্‌?

২য়া রমণী। ম'রতে চাও না কি?

১মা। চাই বই কি! কিন্তু ম'র্ত্তে পারিনে! কতদিন ছুরি হাতে ক'রে দেখেছি—হা'ত কাঁপে—হাত কাঁপে।—খদের ভিতর ঝাঁপিয়ে প'ড়তে গেছি—কিনারের কাছে গিয়ে শিউরে চোখ্‌ বুজে পেছিয়ে এসেছি! উঃ! এত ভয়! এই ত জীবন। কিন্তু এর পরে মমতাও ত যায় না!

(বাঘরাজের দ্রুত প্রবেশ)

বাঘ। এমন সর্ব্বনাশী মেয়ে ত জীবনে দেখিনি! ধরা প'ড়বার ভয়ে স্বচ্ছন্দে খাড়া পাহাড় বেয়ে যমের খোপরে নেমে গেল—উঃ! যমের খোপরে—যেখানে হাজার মরা মানুষ হাঁ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে

আছে—সেই খেনে!—উঃ! কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ফিরে এলাম—সে আর ফিরবে না—সেখান থেকে জ্যান্ত কেউ ফেরে না! এতক্ষণ মরা মানুষেরা তাকে নিয়ে লোফালুফি ক'র্‌ছে—উঃ! (কম্পন)—কে রে? কেরে? ওঃ! তোরা? মজা দেখ্‌ছ হারামজাদীরা—নয়? দেখাচ্ছি মজা! দাঁড়া দাঁড়া—

(রমণীগণের পলায়ন—রাঘরাজ পশ্চাদ্ধাবন করিল)

সপ্তম দৃশ্য

বঙ্গদেশ—মগধ শিবির।

কয়েকজন সৈনিক অগ্নিকুণ্ড রচনা করিতেছিল।

১ম সৈনিক। খালি একঘেয়ে লড়াইয়ের চেয়ে এ একরকম মন্দ নয় ভাই! মজা হবে বেশ! আস্ত জানোয়ার পুড়িয়ে মারা—এটা কোন দিন দেখা হয়নি।

২য় সৈ। জানোয়ার কি রকম? শুনেছি সে একটা ছোট মেয়ে! দেখতে শুনতেও মন্দ নয়।

৩য়। আরে মেয়ে তা হয়েছে কি? দেখতে ওদের কখনো দেখবি মানুষ—কখনো দেখবি জানোয়ার! ওরা মায়া জানেরে মায়া জানে!

৪র্থ। এ আগুণে পোড়াবার ফন্দীটা ক'রলে কে?

১ম। আর কে ? স্বয়ং রাণী মা ! বল কি ! দুই দুই বার রাজার উপর আক্রমণ ! তার পর ক'রবি ত কর একেবারে সেনাপতি জয়ধ্বজকেই খুন ! জয়ধ্বজকে খুন ক'রে কি আর কারো বাঁচোয়া আছে ? তিনি ছিলেন রাণীমার ভাইয়ের মত। সকালে উঠেই হুকুম জারী—আগুণে পুড়িয়ে মার—ব্যস—আবার কি ?

(একজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ)

সৈন্যা। এই যে—তোমাদের কাজ সারা হয়েছে ? তাড়াতাড়ি সেরে ফেল। আবার বিকেলের দিকেই রওনা হ'তে হবে।

সকলে। কোথায় নায়েকজী—কোথায় ?

সৈন্যা। তা কি বলা যায় ? দক্ষিণ দিকে—এই পর্য্যন্ত জানা গেছে ! এবারে বাংলার সৈন্যরাও আমাদের সঙ্গে যাবে যে !

১ম। তা হ'লে বাংলার সঙ্গে সন্ধি হ'য়ে গেল ?

সৈন্যা। সন্ধি হবে না ত কি হবে ? যুদ্ধের পর ত সন্ধিই হয় ! তা দেখ—তোমরা তৈরী হয়ে নাও—খানকতক বাঁশ এনে হাতের মাথায় রাখ। একটা জ্যান্ত মানুষ পোড়ান—চেপে চুপে ধ'রতে হবে ত !

১ম। আমরা ত তৈরীই আছি !

(কালনাগিনীকে লইয়া কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ)

সৈন্যাধ্যক্ষ। খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে ঘিরে রাখ—বড় ভয়ানক স্ত্রীলোক ! (কালনাগিনী অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিল—মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল—পরক্ষণেই আবার মুখ পাষাণের মত কঠোর হইয়া উঠিল—চক্ষু দিয়া অগ্নি বাহির হইতে লাগিল।)

১ম সৈ। দেখেছ কি রকম চাউনি ? ঠিক যেন অজগর ! দেব

নায়েকজী একখানা জলন্ত কাঠ দিয়ে ওই চোখ দুটো প্যাট প্যাট করে গেলে ?

সৈন্য। সাবধান—সম্রাজ্ঞী না আসা পর্য্যন্ত কেউ ওর গায়ে হাত দিও না !

(প্রস্থান)

১ম সৈ। ওর চোখে বিষ আছে—শেষে যদি আমরা বিষে জ্বলে মরি ?

৩য় সৈ। ও জাদু জানে নিশ্চয়। দেখছনা ওর ঠোঁট ন'ড়ছে ? জাদু আওড়াচ্ছে নিশ্চয়। আমার ঠাকুদ্দার কাছে শুনেছি—

২য়। ওই তাঁরা আসছেন—

(সকলে সাবধানে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল)

(কুমার দেবী ও সমুদ্রগুপ্তের প্রবেশ)

সমুদ্র। বঙ্গসৈন্য ক'রেছিল অদ্ভুত সমর।
দৈববশে লভিয়াছি জয়।
একি মাতা !
অগ্নিকুণ্ড কেন ?

কুমার। জীবন্ত করিব দগ্ধ ওই পিশাচারে—
তারি এই আয়োজন।

সমুদ্র। (চমকিয়া) মাতা !

কুমার। একমাত্র যোগ্য দণ্ড তার।
মূর্ত্তিমতী পিশাচিনী যেই।

সমুদ্র। জীবন্ত দাহন !

(কালনাগিনী ছট ফট করিতেছিল—তাহার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল)

সমুদ্র। অভাগিনী! করিয়াছে নরহত্যা ঘোর অপরাধ!
কিন্তু মাতা! জীবন্ত দাহন?
নিতান্ত অশ্রুত পূর্ব্ব কঠোর নৃশংস দণ্ড এই।
রমণী! বালিকা!
কর তার লঘুদণ্ড।

কুমার। লঘু দণ্ড!
দিতে যদি পারিতাম তারে
অফুরন্ত বহ্নি জ্বালা—লক্ষবর্ষব্যাপী প্রচণ্ড দাহন—
আনন্দে দিতাম তারে তাহা।
একমাত্র পুত্র মোর নয়নের তারা—
গুপ্তবংশে একমাত্র উজ্জ্বল চন্দ্রমা—
তার পরে ফণা তুলি করেছে দংশন
দুই দুইবার এই করাল সর্পিনী।
জয়ধ্বজ—বৃদ্ধ জয়ধ্বজ মোর—
সম্পদে বিপদে মোর চির অনুচর—
আমার একান্ত বন্ধু সহোদরাধিক—
গুপ্তহত্যা ক'রেছে রমণী সেই জয়ধ্বজে মোর!
গুপ্তহন্ত্রী—রাক্ষসী—নাগিনী।
লঘুদণ্ড দিতে চাও তারে?

সমুদ্র। অরণ্যের জীব মাতা!
ভাল শিক্ষা পায়নি কখনো।
চির দিন কাটায়েছে শ্বাপদের সহবাসে—
শিখেছে আরণ্য রীতি হিংসা শুধু!
পায় নাই স্নেহ কভু

দয়া, মায়া, প্রীতি, ভালোবাসা
তার কাছে একান্ত অজ্ঞাত মাতা !
কেন নাহি জানি—শত্রু জ্ঞান ক'রেছে আমারে—
করিয়াছে শত্রুতাসাধন
আরণ্য স্বভাব বশে !
নহে মাতা গুরু অপরাধ ইহা !

কুমার। নহে গুরু অপরাধ ?
রাজার নিধন-চেষ্টা, গুপ্তহত্যা বৃদ্ধ জয়ধ্বজে—
নহে গুরু অপরাধ ?
সত্য কি শুনিনু কর্ণে এই ?

সমুদ্র। শিক্ষাদান কর্ত্তব্য রাজার !
না ত্যজে শিক্ষায় যদি কুটিল স্বভাব—
তবে সত্য দণ্ডনীয় সেই !
মুক্তি দাও জ্ঞানহীনা বালিকারে মাতা,
নীতি শিক্ষা ধর্ম্ম শিক্ষা দাও যত্নে তারে—
তারপর নাহি হয় সংশোধন তার—
পুনঃ যদি করে অপরাধ –
যথা ইচ্ছা দিও দণ্ড তারে !

কুমার। ব্যাঘ্র যদি হত্যা করে সন্তানে আমার—
নাহি দিব নীতি শিক্ষা তারে—
অস্ত্রাঘাতে দিব যমালয়ে !

সমুদ্র। নহে ব্যাঘ্র মাতা !
জ্ঞানহীনা অবোধ বালিকা !

কুমার। শোন পুত্র !

করুণার নহে ক্ষেত্র এই।
অদৃশ্য বিপদজাল ঘিরেছে তোমারে—
সে জাল ছিঁড়িতে হবে
নির্ম্মম কঠোর দৃঢ় করে।
ভেবে দেখ বন্য বর্ব্বরের করে
দত্তার হরণ'
ভেবে দেখ বন্য এই রমণীর রোষে
দুইবার বিপন্ন জীবন তব!
মোর মনে লয়—
অতি হিংস্র বন্য জাতি এক
পদে পদে তব সর্ব্বনাশ তরে
করিছে প্রয়াস!
দিতে হবে কঠোর নৃশংস দণ্ড!
বুঝিবে অন্তরে—
মগধ সম্রাট বক্ষে তুলিয়া ছুরিকা—
নিষ্কৃতি না পাবে কেহ!

সমুদ্র। মাতা! মগধ সম্রাজ্ঞী তুমি—
কর তব যাহা অভিরুচি!
শুধু কহি—
হিংসা দিয়ে নাহি হয় হিংসার দমন!
বুঝিতে পারি না আমি—
এই মূঢ় বালিকার হিংস্র অপরাধ,
আর হিংস্র রাজদণ্ড এই,
এ দু'য়ের মাঝে—কে হিংস্র অধিক!

যাও বালা ! কর্ম্মফল কর ভোগ ।
মোর পাশে ক'রেছ যে দোষ—
তার তরে রোষ নাহি মোর ,
কিন্তু আমি শক্তিহীন ক্ষমিতে তোমারে !

কুমার । তুমি পার জয়ধ্বজে ভুলিতে সমুদ্র !
আমি ত পারি না তাহা ।
সৈন্যগণ !
অনলে নিক্ষেপ কর হিংস্র নাগিনীরে !

সৈন্যগণ কালনাগিনীকে ধরিয়া আগুনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কালনাগিনীর মুখে গভীর ভয়ের চিহ্ন ! সে সহসা সকলের হাত ছাড়াইয়া সমুদ্রের পায়ের তলায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সমুদ্র । কি ? কি ?
হায় অভাগিনি বালা !
তোরে দেখে মনে হয়
স্নেহময়ী মণিয়ারে মোর—
তোরে দেখে মনে হয় প্রেয়সী আমার
এমনি কোথায় বুঝি শত্রু-পুরী-মাঝে
প্রাণ ভয়ে করে আর্ত্তনাদ !
—মাতা ! মাতা !
পার না কি ক্ষমিতে ইহারে
মোর মুখ চেয়ে ?

কুমার । না না পারিব না তাহা !
বিশ্বাসী ভৃত্যের রক্ত করে হাহাকার

প্রতিহিংসা তরে।
চ'লে যাও তুমি হেথা হ'তে!

সমুদ্র। মাতা! মাতা!
থা'ক—তব ইচ্ছা হ'ক পূর্ণ!

(দ্রুত প্রস্থান)

(কালনাগিনা সমুদ্রের পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইতেছিল,
সৈনিকগণ তাহাকে ধরিয়া রাখিল)

কুমার। সৈন্যগণ!
না কর বিলম্ব আর।
আগুণে পোড়ায়ে মার এই দানবীরে!
জয়ধ্বজ! তব আত্মা তৃপ্ত হোক শোণিতে ইহার!

(কালনাগিনা কুমার দেবার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল)

দয়া ভিক্ষা মোর পাশে?
আর্ত্তনাদে অশ্রুজলে ভিজিবে না অন্তর আমার!
পাও নাই সমুদ্র আমারে
বালক তরলমতি!
সুদীর্ঘ জীবন মোর
করিয়াছি শোণিত সাগরে সন্তরণ!
একহস্তে বক্ষমাঝে জড়া'য়ে সন্তানে,
অন্য হস্তে খড়্গ ধরি আততায়ী করেছি নিধন!
তুমি যদি দ্বিধাহীনা গুপ্তহন্ত্রা—
আমি জেনো দয়াহীনা দণ্ডদাত্রী!
সৈন্যগণ! আদেশ পালন কর!

(সৈন্যগণ কালনাগিনীকে ধরিয়া আগুনে ফেলিতে গেল
কালনাগিনীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ !)

(সমুদ্রের প্রবেশ).

সমুদ্র। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও !
শোন মাতা !
যেতেছিনু দ্রুত পদে যেথা চক্ষু যায়—
অকস্মাৎ কে যেন বারিল মোরে !
চেয়ে দেখি যোড় করে সাশ্রু নেত্রে করি পথ রোধ—
দাঁড়াল সম্মুখে যেন দত্তা আসি মোর !
কাতর ভিক্ষার ছবি
ফুটিয়াছে সর্ব্ব অঙ্গে তার !
বাতাসে মিশায়ে স্বর চুপি চুপি কাণে কাণে যেন
কেশব কহিল মোরে মাতা !
হিংসারি কি চির দিন করিবে সাধনা ?
এ জীবনে ক্ষমার কি নাহি কোন স্থান ?
মাতা ! মাতা !
যোড় করে নত জানু হ'য়ে
ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার—

কুমার। সমুদ্র ! সমুদ্র !
ছি ছি !
মগধ সম্রাট তুমি—
তুমি যদি বিচারের গতি কর রোধ—
নীতি হীন হবে সর্ব্ব দেশ !
করিব না ক্ষমা কভু !

(একজন সৈনিক আগুন উসকাইয়া দিল, অন্য সকলে কালনাগিনীকে লইয়া আগুনের দিকে একপদ অগ্রসর হইল।)

সমুদ্র। তবে মাতা দাও মোরে অনলে আহুতি।
প্রতিহিংসা ব্রত তব পূর্ণ হোক মাতা
সন্তানে করিয়া দগ্ধ অগ্নিকুণ্ড মাঝে!
আয় বালা মোর পাশে!

(সৈনিকগণ কালনাগিনীকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল)

অক্ষম মগধরাজ আর্ত্তের রক্ষণে—
তবু তোরে ঘিরে থাকি অঙ্গ দিয়ে মোর—

(কালনাগিনী সমুদ্রকে জড়াইয়া ধরিল—তাহার চোখে জল, মুখে আশা ও আশঙ্কা সমভাবে পরিস্ফুট)

না দহিয়া এ দেহের শেষ অস্থি কণা
স্পর্শ না করিবে তোরে ওই বহ্নি শিখা।
জাগিয়াছে রাজদণ্ড রক্ত চক্ষু মেলি,
মেলিয়াছে হুতাশন তৃষিত রসনা—
আয় ভ্রান্ত অজ্ঞানান্ধ জীব!
রাজা তোর অর্দ্ধপাপভাগী—
তোর সাথে প্রায়শ্চিত্ত হউক আমার!

(কালনাগিনীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে উদ্যত।)

কুমার। সমুদ্র! সমুদ্র! পুত্র!

সৈন্যগণ। সম্রাট! সম্রাট! প্রভু!

সৈন্যগণ সমুদ্রের সম্মুখে পড়িয়া তাঁহার পথরোধ করিল।

তৃতীয় অঙ্ক

—::*::—

প্রথম দৃশ্য

তাম্রলিপ্ত—সমুদ্রতীর।

সমুদ্রবক্ষে নানাজাতীয় তরণী ইতস্ততঃ ধাবমান।

পোতাশ্রয়ে একখানি বৃহৎ জলযান সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। রত্নেশ্বর তরণীর উপর দাঁড়াইয়া ; তীর হইতে কশ্যপ তাঁহাকে ডাকিলেন।

রত্নেশ্বর। তুমি পুনঃ হেথা !
না না—ফিরিব না আমি আর !
এখনি খুলিবে তরী যবদ্বীপ পানে—
সেথা গিয়ে অবশেষ জীবন আমার
কাটাব শান্তির ক্রোড়ে !

কশ্যপ। শোন শোন—
অতীব গোপন কথা !
নেমে এস একবার !
অর্দ্ধদণ্ডে কি হইবে ক্ষতি ?
নাহি জান কত দ্রুত এসেছি ছুটিয়া
ভেটিতে তোমারে বন্ধু !

রত্নে। (নামিয়া তীরে আসিলেন)

বল কি বলিতে চাও !
তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে মোর নাহিক সাহস !
রাজদণ্ড ফিরিতেছে পশ্চাতে আমার !

কশ্যপ। অর্থ কিছু দিয়ে যাও মোরে—
কপর্দ্দক শূন্য আমি !

রত্নে। দিয়াছি তোমারে মোর অর্দ্ধ কোষাগার—
পুনঃ চাহ অর্থ মোর পাশে ?
নিতান্ত নির্লজ্জ তুমি !
না পারিলে রক্ষিতে আমারে রাজরোষে—
চলিনু মরণ কালে চির নির্বাসনে—
কোন্ মুখে চাহ অর্থ বিদায়ের ক্ষণে ?

কশ্যপ। কেন তুমি যেতে চাও ত্যজিয়া স্বদেশ ?
কোন ভয় নাহি তব—
গিয়াছে সমুদ্রগুপ্ত ত্যজি বঙ্গদেশ !

রত্নে। কল্যাণ নাহিক মোর থাকিলে ভারতে !
আজ হোক, কাল হোক—
প্রাণদণ্ড হইবে নিশ্চিত !
শুনিয়াছি বাতুল নৃপতি—
রঘুবর দুহিতারে ভগ্নী বলি করেছে গ্রহণ।
নিস্তার নাহিক মোর কভু।
আজ্ঞা তার ক'রেছে প্রচার দেশে দেশে—
যে ধরিয়া দিবে রত্নেশ্বরে—মৃত কি জীবিত—
স্থবির! স্থবির! না পারিব করিতে বিলম্ব—

(প্রস্থানোদ্যত)

কশ্যপ। (ধরিয়া)

দাও মোরে সহস্র সুবর্ণ—

বেশী নাহি চাই!

রত্নে। কপর্দ্দক নাহি দিব!

কেন দিব?

কশ্যপ। নাহি দিবে?

রত্নে। রক্তচক্ষু দেখা'ও না মোরে!

নাহি দিব—কি করিবে তুমি?

কশ্যপ। রাজসৈন্যে ডাকিব এখনি!

রত্নে। রাজসৈন্যে আনিবে ডাকিয়া?

দেখাইছ ডর?

ডাক তবে—তুমি আমি এক সাথে যাব!

ভাবিয়াছ রত্নেশ্বরে প্রাণদণ্ড দিয়ে—

করিবে চরণপূজা সম্রাট তোমার?

জেনো স্থির—প্রবঞ্চনা প্রতারণা তব

আর নাহি ক্ষমিবে সমুদ্র!

শিষ্য কন্যা বলি যারে রেখে এলে

সম্রাজ্ঞীর পাশে—

তার ছুরিকায় হত বৃদ্ধ জয়ধ্বজ—

সম্রাজ্ঞীর আজীবন সহচর যেই!

—বিবর্ণ বদন কেন?

ডাক সৈন্যগণে—

মুক্তকণ্ঠে তাহাদের কহিব এখনি—

তব গুণপণা ;

মোর ভাগ্যে যা হবার হোক—

কশ্যপ। রত্নেশ্বর !

উত্যক্ত ক'রোনা মোরে তুমি !

চঞ্চল হ'য়েছে চিত্ত মোর !

ব্যর্থ মোর সকল প্রয়াস,

সমুদ্রের হ'লনা পতন—

বৌদ্ধ ধর্ম্ম গেল রসাতলে !

শেষ চেষ্টা দেখিব এবার !

অর্থ দিয়ে যাও মোরে—

সহস্র সুবর্ণ মাত্র—বেশী নাহি চাই ! (তরণীতে ডঙ্কাধ্বনি)

রত্নে। ছাড় মোর পথ—এখনি খুলিবে তরী !

কপর্দ্দক না মিলিবে মোর পাশে আর !

কশ্যপ। দেখ ভেবে কহি শেষবার—

নাহি দিবে ?

রত্নে। কি করিবে তুমি ?

নাহি দিব !

(প্রস্থানোদ্যত)

কশ্যপ। অনন্ত নরকে যাও তুমি—

(কশ্যপ রত্নেশ্বরের ললাটে নিজ হস্তের অঙ্গুরীয় দিয়া আঁচড় দিলেন—রত্নেশ্বর অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।)

কশ্যপ। তীব্র বিষ সাধিয়াছে কার্য্য আপনার !

কেহ কি দেখেছে ?

ওই যে নাবিকগণ—না না—

ব্যস্ত সবে নিজ কার্য্যে !
স'রে যাই হেথা হ'তে !
কে চিনিবে মোরে ?
কে জানিবে রত্নেশ্বরে বধিয়াছে কেবা ?
দেখ দেখ—
কেমনে চাহিয়া আছে রত্নেশ্বর
নিষ্পলক নেত্রে মোর পানে !
যাই চ'লে—
না না—তার পূর্ব্বে অঙ্গুরীয়
সিন্ধুজলে করি বিসর্জ্জন—
আমার পাপের সাক্ষী চিরতরে হ'ক লুক্কায়িত !

(অঙ্গুরীয় জলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত,
পশ্চাৎ হইতে বীরসেনের প্রবেশ ও হস্তধারণ)

কশ্যপ। কে ? কে ? বীরসেন ?

(বীরসেন কশ্যপের হস্ত হইতে অঙ্গুরীয় কাড়িয়া লইলেন ও পরে রত্নেশ্বরের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন)

কশ্যপ। কেন ? কেন ? কি ক'রেছি আমি ?
রত্নেশ্বরে আমি বধি নাই !

বীর। একি ! মৃত ?
কেমনে মরিল রত্নেশ্বর ? (পরীক্ষা)

কশ্যপ। আমি নাহি জানি—

বীর। তুমি নাহি জান ! (সন্দিগ্ধ ভাবে কশ্যপের প্রতি দৃষ্টিপাত)
তব করে এই অঙ্গুরীয়,—
আর এই সূচীবেধ সম

অতি সূক্ষ্ম ক্ষত চিহ্ন মৃতের ললাটে—
তুমি নাহি জান ?
দূর হ'তে হেরিলাম—
মুষ্টিবদ্ধ কর স্পর্শে তব
রত্নেশ্বর লুটা'ল ধূলায়—
তবু তুমি নাহি জান ?

কশ্যপ। যেতেছিল যবদ্বীপে করি পলায়ন ,
আমি এসে করিলাম নিবারণ—
কহিলাম—ক্ষমাভিক্ষা তার তরে
মাগিব সম্রাট পাশে আমি !
কহিতে কহিতে কথা—
আছাড়িয়া পড়িল ভূতলে—
হারাইল প্রাণ—

বীর। যেতেছিল যবদ্বীপে করি পলায়ন ?
—বিধাতার অপূর্ব্ব বিচার !
নরহন্তা এইরূপে লভিল নিয়তি !

কশ্যপ। কি ! কি বলিলে ?
নরহন্তা লভিল নিয়তি ?
—ওঃ। যাক্ ! যাক্— (ললাটের স্বেদ মোচন)

বীর। চল গুরু সম্রাট-সকাশে—

কশ্যপ। (শুষ্ক কণ্ঠে) কেন ? কেন ?

বীর। রাজাদেশে ভ্রমিতেছি অন্বেষিয়া শ্রেষ্ঠী রত্নেশ্বরে।
কহিবে সম্রাটে তুমি—
কেমনে মরিল রত্নেশ্বর !

(বংশীবাদন — কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

কশ্যপ। বীরসেন ! আমি করি নাই হত্যা !

বীর। আমি নহি বিচারক তব—

(উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন)

বীর সেন কশ্যপের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। কশ্যপ বার বার পশ্চাতে ফিরিয়া রত্নেশ্বরের শবের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কয়েকজন সৈনিক শব লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তরণী খুলিয়া দিল। নাবিকগণ গান গাহিতে লাগিল।

(গান)

বাংলা মোদের সোণার দেশ— সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়—
দেশ-বিদেশে বেড়াই গেয়ে—বাংলা মায়ের জয়।
সাগর জলে উড়িয়ে পাল যখন মোরা চ'লব
তুফানেরি তালে তালে নাগর দোলায় দুলব—
উচ্চস্বরে গাইব তখন বাংলামায়ের জয়।
বাংলামায়ের জয় ! মোদের বাংলাদেশের জয় !
লক্ষ্য ক'রে শত্রুশির খড়্গ যখন তুলব
ছড়িয়ে দিয়ে দেহের শোণিত—হোলি যখন খেলব—
মরণ সুরে গাইব তখন—বাংলামায়ের জয়।
বাংলামায়ের জয় ! মোদের বাংলাদেশের জয় !
ভোরের আলোয় সবুজ মাঠে ফিরে এসে মিলব
বিশ্বজয়ের অর্ঘ্য এনে মায়ের পায়ে ঢা'লব—
নতুন সুরে গাইব তখন বাংলামায়ের জয় !
বাংলামায়ের জয় মোদের বাংলাদেশের জয় !

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিঙ্গ রাজসভা।

একদিক হইতে সমুদ্রগুপ্ত—অন্যদিক হইতে কশ্যপকে লইয়া বীরসেন প্রবেশ করিলেন।

কশ্যপ। মোর পরে হেন অত্যাচার?
ভুলে গেছ রাজ্যমদে দাম্ভিক সম্রাট!
রাজশক্তি হ'তে আছে শ্রেষ্ঠ শক্তি এক—
হুঙ্কারে যাহার কাঁপে রাজসিংহাসন?
দশ কোটী বৌদ্ধ যবে রুষ্ট আঁখি মেলি—
জিজ্ঞাসিবে তোমারে সম্রাট—
কেন এ লাঞ্ছনা রাজা মহাস্থবিরের?
বৌদ্ধ ধর্ম্মগুরু কেন সহে অপমান?—
কি কহিবে তুমি তাহাদের?

সমুদ্র। (ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন)
শোন—শোন বীরসেন!

কশ্যপ। বীরসেন! বৌদ্ধ তুমি?
ধিক্—অনন্ত নিরয়গামী হবে আত্মা তব!
মগধের রাজসিংহাসনে বসি
ক্ষুদ্র রাজা গুপ্ত বংশধর
করে যদি দণ্ড উচ্চারণ—

না স্পর্শিবে মোরে তাহা !
কোটী কোটী বৌদ্ধ ভারতের—
তাহাদের আত্মা মাঝে রাজত্ব আমার—
গৌতমের প্রতিনিধি আমি !
ভাবিয়াছ সব বৌদ্ধ বীরসেন সম ?
ধর্ম্মজ্ঞান বলি দিবে রাজকৃপা দ্বারে ?
শোন রাজা—
অপমান কর যদি মোর—
লোলচর্ম্ম এ বৃদ্ধের একটী ইঙ্গিতে
নবীন বিপ্লববহ্নি জ্বলিবে মগধে—
সিংহাসন ভস্মস্তূপে পরিণত করিবে তোমার !

সমুদ্র। (সহসা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া)
কে করিল গুপ্তহত্যা শ্রেষ্ঠী রত্নেশ্বরে ?

কশ্যপ। (চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন)
আমি—আমি নহি !

সমুদ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
তুহি নহ ?
প্রতি অবয়ব তব উচ্চকণ্ঠে কহে—
তুমি—তুমি সেই গুপ্তহন্তা !
ভীত ত্রস্ত আঁখি, বিবর্ণ বদন,
থরথর কম্পিত চরণ, শুষ্ক তালু,
নীরস অধর—
সবে কহে একবাক্যে—
নরহন্তা বৌদ্ধ ধর্ম্মগুরু !

কশ্যপ। কি আছে প্রমাণ ?

সমুদ্র। কি আছে প্রমাণ ?

স্বচক্ষে দেখেছে বীরসেন !

দণ্ড দিব—কঠোর—নৃশংস !

ধর্ম্মমাঝে এত অনাচার ?

গৌতমের পুণ্যধর্ম্ম—

বিশ্বেরে অমৃতময় যে ধর্ম্ম করিল—

যে ধর্ম্মের করি আরাধনা—

চণ্ডাশোক হ'ল ধর্ম্মাশোক—

তার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত—ধর্ম্মনেতা তুমি—

তুমি এত নীচ, নরাধম !

করিয়াছ সহস্র প্রয়াস তুমি মম হত্যাতরে—

নাহি জানি আমি তাহা ?

বধিয়াছ রত্নেশ্বরে অর্থলোভে তুমি—

বীরসেন ! মৃত্যুদণ্ড দিনু কশ্যপের !

(কশ্যপের মুখ দিয়া বাক্য নিঃসৃত হইল না ; কেবল একটা **অস্ফুট ঘড় ঘড় শব্দ** বাহির হইল।)

বীর। মৃত্যু দণ্ড ! মহাস্থবিরের !

সমুদ্র। কশ্যপ স্থবির নহে আর—

নরহন্তা নরাধম পশু—

তার তরে নহে শ্রেষ্ঠ যাজকের পদ !

রে কশ্যপ !

অশোকের প্রতিনিধি—মগধ সম্রাট—

প্রজার মঙ্গল তরে আনি—

পদচ্যুত করিনু তোমারে—

(কশ্যপের বক্ষলগ্ন হস্তীদন্তের পদক টানিয়া ছিঁড়িয়া লইলেন)

স্থবিরের অভিজ্ঞান এই অলঙ্কার—
রাখ যত্নে বীরসেন—
আদেশ প্রচার কর বৌদ্ধ সঙ্ঘপরে—
নির্ব্বাচিতে নূতন স্থবির !
কল্য ঊষা রক্তরাগে রঞ্জিলে আকাশ—
ঘাতক রঞ্জিবে খড়্গ রক্তে কশ্যপের !

বীর। মহান্ সম্রাট !
চাহি কৃপা তব পাশে—

সমুদ্র। বীরসেন ! বীরসেন !
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ—স্থবির কশ্যপ—
আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গুরু—
নরহত্যা করে যদি অর্থ লালসায়—
তার তরে ক্ষমা কোথা ?

(অমরকের প্রবেশ)

অমরক। প্রভু ! দয়া কর প্রভু !
কশ্যপের অন্য দণ্ড হউক বিধান !

সমুদ্র। কঠিন—নির্ম্মম আমি আজ !
পারিব না অমরক !

(অনন্তসেনের প্রবেশ)

অনন্ত। এখানে এত ভিড় কেন হে সমুদ্দুর ?

কশ্যপ। অনন্ত! অনন্তসেন! প্রিয় শিষ্য মোর!
রক্ষা কর পঞ্চগৌড়েশ্বর!
বৌদ্ধ গুরু দিবে প্রাণ ঘাতকের করে?
বৌদ্ধধর্ম্ম সহিবে সে চরম লাঞ্ছনা?
বঙ্গেশ্বর! বাঁচাও আমারে!

অনন্ত। আমি কি ক'রব? সমুদ্দুর যে গোঁয়ার—এত ক'রে তামাকটা ধরা'তে পারা গেল না! আমি কিছু ব'লতে গিয়ে কি অপমান হব? ওরে মোধো!

সমুদ্র। বঙ্গেশ্বর! বৌদ্ধ তুমি!
বৌদ্ধ অমরক—বৌদ্ধ বীরসেন—
তিন বৌদ্ধে মিলি কর বিচার ইহার—
অভিযোক্তা আমি—
অভিযোগ—রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর নিধন।

(প্রস্থান)

অনন্ত। ওঃ বাবা! নরহত্যা! গুরুদেব কি নরহত্যা করেছেন?

কশ্যপ। না—না—

অনন্ত। না না কেন! আপনার চোখ দুটো যে বলছে হাঁ হাঁ! কি বোধ হয় বীরসেন? গুরুদেব হত্যাটা ক'রেছেন কিনা?

বীরসেন। (নীরব)

অনন্ত। বুঝেছি। অমরক কি বল?

অমরক। (নীরব)

অনন্ত। ওঃ! ব্যাপার ঘোরাল! এ বিচার আমি ক'রতে পারব না—ওরে ব্যাটা মোধো—

(প্রস্থানোদ্যত)

অমরক। মহারাজ! সম্রাট আপনাকে বিচার ক'রতে ব'লেছেন—

অনন্ত। তবে আর কি উদ্ধার হয়ে গেলাম! বলি আমি বিচার ক'রব কেন! আমি কি বিচারক? আমি হচ্ছি রাজা—বিচার করা আমার কাজ নয়! এদেশের বিচারক কে তাকে ডাক— (প্রস্থান)

অমরক। আমি ভৃত্য কার্য্য মম আদেশ পালন—
আমি পারিব না কভু করিতে বিচার!

বীরে। চল যাই সম্রাটের পাশে—
ভিক্ষা মাগি ধরিয়া চরণ!

অম। তাই চল!
সর্ব্বনাশ! বিচারের কি জানি আমরা!

(উভয়ের প্রস্থান)

কশ্যপ। সবাই চলিয়া গেছে—
করিব কি পলায়ন?
রক্ষী যদি থাকে? নিশ্চয় র'য়েছে!
তবু শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি!
সুনিশ্চিত যাইবে জীবন!
দেখিয়াছি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সম্রাটের চোখে—
কে রক্ষিবে মোরে?
যাই যাই—হে গৌতম! রক্ষা কর মোরে—
(পলায়নের চেষ্টা)

(কালনাগিনীর প্রবেশ)

(কালনাগিনী কশ্যপকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল।)

কশ্যপ। সেই নারী!

চিনেছে আমারে !

করিবে না সাহায্য আমারে ?

(কালনাগিনীর দিকে অগ্রসর—কালনাগিনী পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ পৈশাচিক উল্লাসে দীপ্ত হইয়া উঠিল—সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বাহির করিল।)

কশ্যপ। কি—কি !

করিবে আমারে হত্যা !

কেন ! কি—কি করেছি তব ?

মের' না মের' না মোরে—

(ইতস্ততঃ ধাবমান—কালনাগিনীর অনুসরণ)

কে আছ বাঁচাও মোরে নাগিনীর হাতে !

হে গৌতম !

(কালনাগিনী তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া ছোরা উঠাইল)

মহাপাপী—কর ক্ষমা মোরে !

(কশ্যপের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন দেখিয়া কালনাগিনীর হাত আপনিই নামিয়া আসিল, তাহার মুখের কঠোরতা অপসৃত হইতে লাগিল—সে ধীরে ধীরে কশ্যপের কণ্ঠ ছাড়িয়া দিল।)

কশ্যপ। কি ! কি !

দিলে মোর প্রাণ ভিক্ষা !

(কম্পন)

[সমুদ্রগুপ্তের প্রবেশ ও কালনাগিনীর স্কন্ধে হস্তার্পণ। কালনাগিনী সমুদ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল ও তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল]

সমুদ্র। কেন কৃষ্ণা !

কেন এই আকুল রোদন !

হোথা দেখি দাঁড়ায়ে কশ্যপ
প্রেতগ্রস্ত সম কম্পান্বিত কলেবর—
বিভীষিকা নয়নে বদনে !
কি রহস্য বুঝিবারে নারি !
কহ বৃদ্ধ কি হ'য়েছে তব !
কহ কেন কাঁদে বালা !

কশ্যপ। আমি—আমি কিছু নাহি জানি !
মোরে হেরি আচম্বিতে তুলিল ছুরিকা ,
আক্রমণ করিল সহসা—
হাস্য করি নৃশংস উল্লাসে !
কিন্তু পরক্ষণে—
বালিকা রহস্যময়ী—
আঁখি তার ম্লান হয়ে এল—
শ্লথ মুষ্টি হতে ছুরিকা লুটাল ভূমিতলে।
হেরিলাম হিংস্র নেত্রে
করুণার ধারে জাগরণ !
ত্যজিল আমারে !
তারপর হের ওই ভাসে অশ্রুনীরে !

সমুদ্র। বুঝিয়াছি !
ইহারে জানিত কৃষ্ণা
আততায়ী শত্রু বলি মোর ;
তাই তুলেছিল অস্ত্র কণ্ঠপানে তার
আরণ্য স্বভাব বশে !
কিন্তু হেরি তার দীন কাতরতা,

রমণী হৃদয় নিজ—
ভরি গেল সমবেদনায় !
ধন্য কৃষ্ণা ! ধন্য আমি আজ—
আর তুমি নহ কৃষ্ণা অরণ্যের জীব,
নহ স্বেচ্ছাচারিনী দানবী,
নহ রক্ত তৃষাতুরা ভীষণা শার্দ্দূলী,
নহ হিংসা কুপিতা ফণিনী !

(কালনাগিনা অশ্রুসিক্ত মুখ উর্দ্ধে তুলিয়া সাগ্রহে তাঁহার কথা শুনিতেছিল।)

আজি মোর উৎসবের দিন !
পথহারা ভ্রান্ত আত্মা এক
নারীত্বে ফিরিয়া এল পুনঃ !
নারী—নারী !
মুর্ত্তিমতী করুণারূপিনী—
রোগে শান্তি মানবের—ব্যথায় মমতা—
দেবের আরাধ্যা নারী বিশ্বের বন্দিতা !
(কৃষ্ণাকে উঠাইলেন)

কশ্যপ। রাজা ! রাজা !
অরণ্যের কাল সর্পী
সমুদ্যত ফণা তার করি সংহরণ
প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে গেল যারে,
লোলচর্ম্ম ক্ষীণ প্রাণ
জরাজীর্ণ সেই অভাগারে
তুমি দণ্ড দিবে কোন প্রাণে ?

রাজা—রাজা !
আমারে বাঁচিতে দাও—
অনুতাপ করিবার দাও অবসর !

সমুদ্র। বাঁচ।

কশ্যপ। সত্য ? সত্য ?

সমুদ্র। বাঁচ !
আমি নাহি বধিব তোমারে !
হেরিয়াছি যদি মোর প্রেমের ঠাকুরে
আবির্ভূত নাগিনীর প্রাণে—
কোন প্রাণে দণ্ড দিব তোমারে কশ্যপ ?
তুমি জ্ঞানী—কর অনুতাপ !
পুণ্যের পবিত্র পথ যদি
হারা'য়ে ফেলেছ একবার—
দেখ খুঁজে অনুতাপে পাও যদি ফিরে !

(অমরক, বীরসেনের প্রবেশ)

অমরক ! বীরসেন !
খণ্ডাচলে আছে বৌদ্ধমঠ—
শুনিয়াছি সুনিভৃত তপোবন সম—
সেথা রেখে এস যত্নে স্থবির কশ্যপে—
আয় কৃষ্ণা !

(কৃষ্ণাকে লইয়া প্রস্থান)

অমরক। এস গুরু !

(সকলের প্রস্থান)

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

(গান)

এসেছে বিজয়ী বীর।
অবলার প্রাণে—কি জানি কেমনে—হেনেছে হেনেছে তীর!
ফুলমালা ঘেরা কৃষ্ণ অলকে;
নয়ন কোণের গোপন সাযকে,
সরস হাসির চকিত চমকে—চিত্ত করে অধীর!
কি কহিব সখি! মরি যে মরমে—
চাহিয়া দেখিতে বাধিল সরমে—
কেমনে ত্যজিব রমণী ধরমে—রুধিব আঁখির নীর!

(কলিঙ্গরাজ বেড়াইয়া বেড়াইয়া গান শুনিতেছিলেন—নর্ত্তকীগণ গান শেষ করিয়া চলিয়া গেল। অনন্তসেন আলবোলা হস্তে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।)

কলিঙ্গ। এই যে মহারাজ! প্রণাম হই!

অনন্ত। উঃ! ছোকরা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল! তাই ত বলি—ব্যাপার খানা কি—সমুদ্দুরের এত রাগ ত কখনো দেখিনি!—হেঃ হেঃ হেঃ—শেষ কালে প'লে একেবারে গঙ্গাজল!

কলিঙ্গ। কি মহারাজ! হা'সছেন কেন এত? হ'য়েছে কি?

অনন্ত। হবে আর কি?—দিয়েছে ছেড়ে!

কলিঙ্গ। দিয়েছে নাকি? তা ত দেবেই! সন্ধিই যখন হ'য়ে গেছে—তখন আর সৈনিকগুলোকে বন্দী ক'রে রেখে হবে কি?—যুদ্ধে কিন্তু আমার সাদা হাতীটে যে মারা গেল—সে আপশোষ আমার ম'লেও যাবে না! সম্রাট আমার যথেষ্ট অনুগ্রহ ক'রলেন বটে—কিন্তু হাতীটে বাঁচিয়ে দিতে পা'রতেন—তবে ত বুঝতাম!

অনন্ত। আরে দুত্তোর হাতী!—তোমরা আছ কেবল যুদ্ধের কথা

নিয়ে—যা আমার আদবেই ভাল লাগে না!—আমি কি ছাই যুদ্ধ ক'র্বার জন্যই বাড়ীঘর ছেড়ে এই পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াচ্ছি! —রামঃ!

কলিঙ্গ। যুদ্ধ ক'রবার জন্য নয়? তবে কি জন্য মহারাজ?

অনন্ত। আরে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে হে! মহৎ উদ্দেশ্য! —সমুদ্দুরগুপ্তের উদ্দেশ্যের চেয়ে ঢের বেশী ভাল উদ্দেশ্য! সে এসেছে যুদ্ধ ক'রতে—আর আমি এসেছি—যুদ্ধ টুদ্ধ যাতে দেশ থেকে চিরদিনের জন্য উঠে যায়—তাই করতে!

কলিঙ্গ। কি রকম মহারাজ! যুদ্ধ দেশ থেকে উঠে যাবে?

অনন্ত। নিশ্চয় যাবে—বাধ্য হ'য়ে যাবে! ধরুক দিকি নি—এই সব দেশের রাজাগুলো তামাক—দেখি যুদ্ধ উঠে কিনা!

কলিঙ্গ। হেঃ হেঃ হেঃ—মহারাজ ভাল উপায় ঠাউরেছেন! তা উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হ'ল?

অনন্ত। অনেকটা এগিয়েছে হে! পথে আস্‌তে আস্‌তে যে কটা ছোট খাট রাজার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে—তারা সবাই তামাক ধ'রেছে; আমার কিছু খরচাও হ'য়ে গেল হে; সবাইকেই এক একটা আলবোলা আর কিছু তামাক দিয়ে আ'স্‌তে হ'য়েছে—

কলিঙ্গ। কেন মহারাজ?

অনন্ত। তাদের দেশে ও সব জিনিষ এখনও ত তেমন মেলে না হে! কি করি—দিয়ে এলাম! ভাগ্যে মোধো ব্যাটা বুদ্ধি ক'রে কয়েকটা বেশী আলবোলা সঙ্গে এনেছিল! তামাক মণ দুই ছিল সাথে—তা বোধ হয় ফুরিয়ে এল! দেখনা—এই সমরসিংকে দিলাম দশসের—হরদয়ালকে দিলাম পনর সের—সুবর্ণ রেখার ধারে সেই গাড়োল উড়ে রাজাটা—কি নাম ভাল—সেও সের দশেক—এই রকম সবাই কিছু কিছু রেখে দিলে হে!—

এখন তোমাকে যদি সের-দশেকও দিয়ে যাই তা হ'লে আমার আর বেশী কিছু থাকে না! তা হ'ক—তোমায় ত দিতেই হবে! নাও—দাও হে দু' এক টান!

কলিঙ্গ। দেব ?—কেউ এসে না পড়ে!

অনন্ত। কেন? এখানে ত তোমার কেউ গুরুমশাই নেই—ভয় কি?

কলিঙ্গ। না—তা নয়, তবে তামাকে টান দিয়ে কা'শতে কা'শতে বেসামাল হ'য়ে প'ড়ছি—জিনিষটা দেখতে কেমন কেমন নয়?

অনন্ত। আচ্ছা তুমি টান—আমি না হয় পাহারা দিচ্ছি!

কলিঙ্গ। আচ্ছা— তবে— (আলবোলায় টান)

অনন্ত। আরে অত ভয় খাও কেন? জোরে জোরে টান—গাল ভ'রে ধোঁয়া নাও—

কলিঙ্গ। এই যে— (কাশিতে লাগিলেন)

অনন্ত। আচ্ছা এইবার একটু দম ফেলে নাও!

কলিঙ্গ। দম যে একেবারে বেরিয়ে যাবার মত হ'ল মহারাজ!

(অনবরত কাশি)

অনন্ত। এই সমুদ্দুর গুপ্তর হ'য়েচে যাকে বলে পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ—এদিকে দেখি আমার আলবোলার দিকে চেয়ে থাকে ঠিক বেড়াল যেমন ক'রে দুধের বাটির পানে তাকায়—সেই রকম! কিন্তু যেই ব'লেছি খাও না হে একটান—অমনি এক লাফে তিন হাত পেছিয়ে যায়! (হাস্য) ধ'রবে হে ধ'রবে! শনৈঃ-শনৈঃ! বউএর ঝোঁকটা এখন বড্ড বেশী মাথায় র'য়েছে কিনা--ওটা একটু প'ড়ে এলেই তখন তামাক না ধ'রে আর যান কোথায়!—এঃ! তুমি যে একটা বেতর কাণ্ড বাধিয়ে ব'সলে হে! এত কা'শছ কেন? খেয়েছ ত কুল্লে একটান!

কলিঙ্গ। দোহাই মহারাজ! গেছি! মাথায় থাপড় দিন—

(কাশি ও নিজের মাথায় নিজে চপেটাঘাত)

অনন্ত। ওতে হবে না হে! থাপড়ের চেয়ে জবর কিছু চাই—দাঁড়াও!

(আলবোলা দ্বারা মাথায় ঠুকিয়া দিলেন)

কলিঙ্গ। ওরে বাবারে—মেরে ফেল্লে রে!

(মাথায় হাত দিয়া কাশিতে কাশিতে প্রস্থান)

অনন্ত। ওরে ব্যাটা মোধো! ক'ল্‌কেটা বদ্‌লে দিয়ে যারে বাবা!

(অন্যদিকে প্রস্থান)
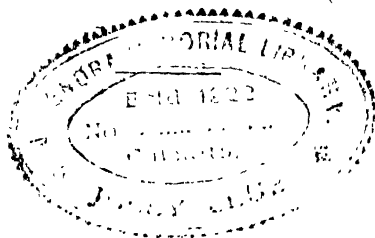
তৃতীয় দৃশ্য

বাঘপাহাড়।

চারিপার্শ্বে ঋজু উন্নত পর্ব্বতমালা—মধ্যে সঙ্কীর্ণ ঘন বনে আচ্ছন্ন উপত্যকা। তন্মধ্যে রাশি রাশি অস্থি ও নরকঙ্কাল বিক্ষিপ্ত। একপার্শ্বে মণিয়া ও দত্তা শুইয়া আছে।

মণিয়া। রাণি! রাণি! ওকি! রাণি! অমন করছ কেন? একি! দেখতে দেখতে যে চোখ কপালে উঠে গেল! রাণি! রাণি!

হায় ভগবান! আর ত দেখা যায় না—এক ফোঁটা জলও ত নেই যে রাণীর মুখে দেব! রাণি! রাণি!

দত্তা। এই যে! কিছু নয় বোন! গলাটা, বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। যা'কৃগে—তুই কি ব'লছিলি মণিয়া—বল! যতক্ষণ প্রাণ বেরিয়ে না যায়—ততক্ষণ তোর মিষ্টি কথা গুলো শুনি! তুই আর জন্মে আমার বোন্ ছিলি মণিয়া—নইলে আমায় এত ভালবাসিস কেন? আমার জন্যে প্রাণ দিতে ব'সেছিস কেন? মণিয়া! তুই আমার স্বামীকে দেখেছিস?

মণিয়া। অ্যাঁ—কাকে? হ্যাঁ—দেখেছি!

দত্তা। কোথায়? কেমন ক'রে?—

মণিয়া। থা'ক্ সে কথা রাণি! তুমি রাণী, তোমার বুদ্ধি আছে. তুমি একটা উপায় বের ক'রতে পার না? কেমন ক'রে তোমায় বাঁচাই রাণি? আমি চাঁড়ালের মেয়ে—আমার শরীরে অনেক সয়! সাত দিন না খেয়ে র'য়েছি—আরও বোধ হয় সাত দিন থা'কতে পারি; কিন্তু তোমায় যে আর রাখতে পারি না রাণি! কেমন ক'রে তোমায় বাঁচাব—ব'লতে পার রাণি?

দত্তা। কেমন ক'রে বাঁচাবি বোন? তোর যা সাধ্য তা ক'রেছিস্ বোন্—যা অসাধ্য তা আর কি ক'রে ক'রবি? কাঁদ্ছিস্ মণিয়া?

মণিয়া। রাণি! রাজা আমায় আদর ক'রে বোন ব'লে ডেকেছিল। দেবতা দয়ায় গ'লে গিয়ে চাঁড়ালকে কোলে নিয়েছিল! আমি তার জন্যে ত কিছুই ক'রতে পারলাম না!

দত্তা। কেন পা'রলি নে মণিয়া? সেই ভয়ানক গুপ্ত পথ তুই খুঁজে বের ক'রেছিস্! সেই পথ দিয়ে মেয়ে মানুষ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমার পিছনে পিছনে এসেছিস্—তোর একমাত্র আপন জন মামাকে বাঘের গ্রাসে

ফেলে দিয়ে আমার ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছিস্—নিজের পেটে দেবার জন্য যে ক'খানা রুটী আর যেটুকু জল এতদূর ব'য়ে এনেছিলি—নিজে আধপেটা খেয়ে—তাই দিয়ে এই দীর্ঘ দিন আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিস্—আর কি ক'রবি মণিয়া? দেবতায়ও এর চেয়ে বেশী কিছু ক'রতে পারত না বোন!

মণিয়া। রাজা যে কেঁদে ম'রে যাবে রাণি! ওঃ! আমি তা দেখতে পারব না—আমায় এই সময় মরতে হবে—রাজা আ'স্বার আগে আমায় ম'রতে হবে।

দত্তা। মণিয়া! আমার একটা কথার উত্তর দিবি?

মণিয়া। কি কথা?

দত্তা। সত্যি বলবি?

মণিয়া। কি জিজ্ঞাসা ক'রবে রাণি?

দত্তা। তুই—তুই রাজাকে ভাল বাসিস? কি? কথা ব'লছিস্ না কেন? চোখ দিয়ে টসটস্ ক'রে জল প'ড়ছে তোর—থাক্—আর ব'লতে হবে না—আমি বুঝেছি—বামন হ'য়ে চাঁদে হাত! (মুখ ফিরাইলেন)

মণিয়া। রাণি! দিদি! কার উপর রাগ ক'রছ? আমি যে চাঁড়ালনী—আমি যে তোমার পায়ের ধূলো!—চাঁদ দেখে আকৃষ্ট সবাই হয় দিদি! কিন্তু সে চাঁদ পাবার লোভ ত কেউ করে না!

দত্তা। না মণিয়া! আমায় ক্ষমা কর—অকারণে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি! এখন আর চাঁড়ালনী আর রাজরাণীতে তফাৎ কি? এই মৃত্যু পুরীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আমার গর্ব্ব করা সাজে না। এখানে আজ তুই বড়—আমি ছোট! তুই অন্নজল দিচ্ছিস—তাই খেয়ে আমি জীবন ধারণ ক'রছি—আমায় ক্ষমা কর মণিয়া!

মণিয়া। রাণি! রাণি! এক ফোটা জলের জন্য তুমি মরে যাচ্ছ—এ ত আমি সইতে পা'রছি না দিদি! দেখি—একটু জল কোথায় পাই!

দত্তা। জল! এখানে কোথায় পাবি মণিয়া!

মনিয়া। এখানে—এখানে কোথায় পাব? যেখানে আছে সেখানেই যাই! জল তোমায় এনে দেব—চোখের সামনে তেষ্টার জলের অভাবে তুমি শুকিয়ে ম'রবে তা আমি ত দেখতে পা'রব না দিদি!

দত্তা। কোথায় যাবি? হ্যারে পাগল! জল কোথায়? ঐ পাহাড়ের উপরে! সেখানে যে—সেখানে যে বাঘ রাজ রয়েছে!

মণিয়া। বাঘরাজ! সে রয়েছে বটে! আমায় দেখতে পেলে—আমায় দেখতে পেলে সে আমার কি ক'রবে দিদি! বলতে পার?

দত্তা। কি ক'রবে বুঝতে পা'রছিস না মণিয়া?

মণিয়া। বুঝতে? হয়ত পাচ্ছি! কষ্ট—বুঝতে পারছি কিনা—তাও ঠিক জানি না! তুমি একবার বল ত দেখি—তোমার মুখে শুনলে ঠিক মনে ধারণা হয় কি না! কি?

(দত্তা মুখ ফিরাইয়া শুইলেন)

মুখ ফিরিয়ে নিলে? সে কথা মুখে আসে না? ঠিক বুঝেছি—ঠিক বুঝেছি! এবার আর বুঝতে বাকী নেই! এক বিন্দু জলের দাম—মগধের রাণীর মরণ কালে মুখে দেবার এক ফোঁটা জলের দাম—রাণি! রাণি! দুনিয়ার বুকে বিশাল নদনদী কত অনন্ত অনাবশ্যক জলরাশি নিয়ে মাতামাতি ক'রছে, ছুটোছুটি ক'রছে, কতজল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে, কত জল মাটীর তলায় ব'সে যা'চ্ছে, কত জল ডোবায় নর্দ্দমায় পচা পাতার নীচে চাপা প'ড়ে প'চে দুর্গন্ধ হয়ে উঠছে—আর—আর—রাণীর মুখে দেবার এক ফোঁটা জলের দাম—এই চাঁড়ালের মেয়ের একমাত্র

ঐশ্বর্য্য, একমাত্র অহঙ্কার, একমাত্র সম্বল—তার ধর্ম্ম ? ঈশ্বর ! এই তোমার পৃথিবী ! এই তোমার বিচার ! এই তোমার দয়া !

দত্তা। মণিয়া ! কই তুই ! দেখি তোর হাতখানা ! কি বলছিলি তুই !

মণিয়া। না—কিছু নয় রাণি ! একটু ঘুমোবে ?

দত্তা। ঘুমোচ্ছিলামই ত ! ঘুমোচ্ছিলাম মণিয়া ! বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখ ছিলাম বোন ! একটা সুন্দর বন—নানা রকম ফুল, নানা রকম পাখী—পাতায় পাতায় রোদ্দুর ঝিকমিক ক'চ্ছিল ; মাঝখানে ব'সে আমার স্বামী বাঁশী বাজাচ্ছিলেন—আর তাঁর পায়ের তলা দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছিল একটী ছোট ঝরণা—ঝর ঝর ঝর ঝর ঝর ঝর ক'রে ! এতটুকু ঝরণাটী মণিয়া ! তার জল কি ঠাণ্ডা ! তার জল কি ঠাণ্ডা ! আঃ—

মণিয়া। সেই জল—সেই জল ! উঃ জল—জল !

দত্তা। আমি অঞ্জলি পূরে পূরে সেই জল আকণ্ঠ পান ক'রলাম মণিয়া !—ওঃ ! ওঃ ! বুক যে শুকিয়ে গেল দিদি ! ওঃ—না—তুই কোথায় পাবি ! কোথায় পাবি ! দরকার নেই দিদি ! দরকার নেই দিদি ! সেখানে বাঘরাজ আছে ! তার চেয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে বুক ফেটে মরি সেও ভাল।

মণিয়া। দিদি ! রাণি ! আবার মূর্চ্ছা ! যাও আর যেন এ মূর্চ্ছা না ভাঙ্গে ! শান্তিতে মর ! পা'রলাম না—সব ক'রেছি—এটা পারলাম না—দিদি ! আমি যে নারী ! নারীর সর্ব্বস্ব—নারীর ধর্ম্ম—তা জলাঞ্জলি দেওয়ার চেয়ে যে বুক থেকে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া অনেক সোজা ! তার চেয়ে মর ! তুমিও মর ! আমিও মরি ! তুমি তেষ্টায় মর—আমি—আমি—এই পাথর খানা মাথায় মেরে—এই পাথর খানা—পাথরখানা—

(পাথর তুলিল)

দত্তা। মণিয়া! জল এনেছিস দিদি! দে—দে—আহা! তুই আমার কে ছিলি দিদি!

(সহসা উত্থান ও তৎক্ষণাৎ পতন)

মণিয়া। ভগবান! ভগবান! তবে তাই হোক—তাই হোক্—ভগবান! আমি জল আনতে যাই—তুমি শুধু ততক্ষণ রাণীকে বাঁচিয়ে রেখো।

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্য।

(সমুদ্র, কুমার দেবী ও অমরকের প্রবেশ)

কুমার। রন্ধ্রহীন মহা অরণ্যানী—
নাহি মিলে পথ তার মাঝে!
কি সাহসে কহ পুত্র!
র'হবে মগধসৈন্য বিবরে তাহার?
ভেবে দেখ অজ্ঞাত বিপদ কত—
মুহূর্ত্তে গ্রাসিতে পারে সমগ্র বাহিনী!
তাই যদি হয় পুত্র! কি ফল লভিব মোরা?
না হইবে দত্তার উদ্ধার—
কিন্তু এই সূর্য্যচন্দ্রশূন্য অনন্ত আঁধারে
মগধের রাজশক্তি বিধ্বস্ত হইবে চিরতরে!

সমুদ্র। তবে কি ফিরিয়া যাব মগধে আবার—
বেত্রাহত সারমেয় সম?
রহিবে মগধ রাণী দস্যু কবলিত?
—কি ফল লভিনু দিগ্বিজয়ে?
কি ফল লভিনু তবে
উল্কাবেগে অতিক্রমি অর্দ্ধেক ভারত?
অমরক! বন্ধু মোর!
লহ এই তরবারি—হত্যা কর মোরে!

কুমার। পুত্র! পুত্র!

সমুদ্র। সেই পুরাতন কথা!
নাহি পথ—নাহি পথ!
উত্তরে নাহিক পথ আসিনু দক্ষিণে—
দক্ষিণেও পথ নাই!
অমরক! জ্বাল দাবানল—
ভস্মীভূত ক'রে দাও বিরাট অরণ্য!
সমগ্র প্রদেশ এই
প্রধূমিত শ্মশানেতে কর পরিণত!
চালাও মগধসৈন্য মাঝারে তাহার!

(অমরক নতমুখে প্রস্থান করিলেন)

মাতা! মাতা!
না হইল দত্তার উদ্ধার—

(বক্ষে করাঘাতক

কুমার। পুত্র! পুত্র! সমুদ্র আমার—

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত)

বক্ষে করাঘাত করিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিল ও সমুদ্রগুপ্তের হাত ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ! তাহার মুখে গভীর সহানুভূতি !

সমুদ্র। কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা !

চিনিস্ কি এই অরণ্যানী ?

চিনিস্ কি ব্যাঘ্রদুর্গ কোথা ?

জানিস্ কি লুক্কায়িত কোথা সেই ক্রুর ব্যাঘরাজ ?

জানিস্ যদ্যপি—বল মোরে—

ক'রে আসি দত্তার উদ্ধার—

তারপর—তারপর—

চা'স্ যদি বিনিময়ে হৃৎপিণ্ড মোর

উপাড়ি আপন হস্তে দিব তাহা তোরে !

কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা !

দয়া কর দুর্ভাগারে—

[কৃষ্ণা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; প্রথমে তাহার মুখ একেবারে কালো হইয়া গেল ; মুখে অসীম যন্ত্রণা ও ভয় প্রকট হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে তাহার মুখ শান্ত ভাব ধারণ করিল, তাহার চো'খে অশ্রু দেখা দিল ; সে সমুদ্রের হস্ত ধরিয়া অন্য হস্তে ইঙ্গিত করিয়া অরণ্যের দিকে দেখাইল—ইঙ্গিতে বলিল সে পথ দেখাইয়া দিবে।]

(অনন্তসেন ও কলিঙ্গরাজের প্রবেশ)

অনন্ত। ওহে—এ ত বড় হাঙ্গামেই পড়া গেল দেখ্‌ছি ! রাস্তা নেই ঘাট নেই, চারদিকে কেবল জঙ্গল আর পাহাড়, পাহাড় আর জঙ্গল ! সমুদ্দুরের যত অদ্ভুদ্ কাণ্ড ! যুদ্ধ ক'রবি বাপু—একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখে ক'রলেই হয় ! এ নেংরা আঁধার ঘন বনের মধ্যে—আশে—পাশে গাছ-পালা—এখানে তরোয়াল ঘুর্‌বি কোথায় যে যুদ্ধ ক'রবি ?

কলিঙ্গ। দেখুন মহারাজ একটা কাজ ক'র্‌লে কেমন হয় ?

অনন্ত। কি বল ত! (ধূমপান)

কলিঙ্গ। বল্‌ছিলাম কি রাজার ছেলে ...তো কষ্ট আর সইতে পারি নে মহারাজ! আসুন লম্বা দি—

অনন্ত। অ্যাঁ—তা কথাটা মন্দ নয়! ...হবে একটা অসুবিধে হ'য়ে প'ড়ছে যে!

কলিঙ্গ। অসুবিধে আর কি মহারাজ! রাতারাতি তাম্বু তুলে —ব্যস্‌! (ইসারা)

অনন্ত। আহা! সেত হ'লে—খুব ভালই হ'ত! এ মশার কামড়, সাপের ফোঁস্‌ ফোঁস্‌, বাঘের গর্জ্জানি—এ কি আমার বড় ভাল লা'গ্‌ছে ভাব? কিন্তু হ'লে কি হবে—তা হবার যো নেই যে!

কলিঙ্গ। কেন বলুন দেখি মহারাজ।

অনন্ত। আরে আমি যে রাজা! রাজা হ'য়ে অবশ্যি যুদ্ধের পল্টনের সঙ্গে আসাই আমার মুখ্যুমি হ'য়েছে—কিন্তু এসে যখন একবার প'ড়েছি—তখন আর পেছুই কি ব'লে?

কলিঙ্গ। তা আর এমন কি—

অনন্ত। আর ঐ সমুদ্দুর ছোঁড়াকেই বা একা ফেলে যাই কি ব'লে? এই বন বাদাড়ের দেশে কখন কি হয়—মাথার উপর একটা অভিভাবক না থাকলে কি চলে? নাঃ—ছোঁড়াটাকে নিয়ে ভাল বিপদেই পড়া গিয়েছে!

(ঘন ঘন ধূমপান)

(অকস্মাৎ একটা তার আসিয়া অনন্ত সেনের সম্মুখে পড়িল—কলিঙ্গরাজ চমকাইয়া উঠিলেন অনন্ত সেন ধীর ভাবে তারের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

অনন্ত। আরে এটা কি হে।

কলিঙ্গ। মহারাজ! মহারাজ! আর নয়, আসুন—স'রে পড়া যা'ক —ব্যাপার ভাল বোধ হ'চ্ছে না! (পলায়নোদ্যোগ —সহসা সম্মুখে একজন বন্য শীকারীকে দেখা গেল—সে ছুরিকা হস্তে কলিঙ্গরাজকে আক্রমণ করিল)

কলিঙ্গ। কে রে? কে রে ব্যাটা? দাঁড়া দিচ্ছি তোর মুণ্ডুটা ল'টুকে!

(তরবারি বাহির করিলেন—দেখা গেল তরবারির অগ্রভাগ ভগ্ন)

অনন্ত। এ হেঃ হেঃ—এ ত বড় অভদ্র কাণ্ড দেখ্‌ছি! ওহে কলিঙ্গ ভায়া—পিছিয়ে এস—পিছিয়ে এস।

(কলিঙ্গরাজকে ধরিয়া বন্য শীকারী তাঁহার বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া দিতে গেল)

কলিঙ্গ। মহারাজ! বাঁচান—

অনন্ত। (শীকারীকে ধরিয়া) এই-ও, এই ব্যাটা ছোটলোক—তোর ত আস্পর্দ্ধা কম নয়! চোখের সামনে তুই কলিঙ্গ ভায়াকে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চা'স—এটা ত ভাল কথা নয়! (শীকারী ফিরিয়া অনন্তসেনকে আক্রমণ করিতে গেল। কিন্তু আলবোলার নল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

অনন্ত। দেখ্‌ছ কি—দেবে নাকি এক টান?

(নল বাড়াইয়া দিলেন—তাঁহার মুখ হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া শীকারী ভীত হইল—পুনর্ব্বার তাঁহার মুখ হইতে ধূম বাহির হইল—শীকারী সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল)

অনন্ত। ভয় পা'চ্ছ কেন হে! খাসা জিনিষ! (অগ্রসর হইয়া আবার তাহার মুখের উপর ধূম ছাড়িয়া দিলেন—সে সভয়ে পলায়ন করিল)

অনন্ত। হেঃ হেঃ হেঃ—আ'সবে ব্যাটা আর আ'সবে ছুরি নিয়ে তেড়ে? এখন চোখে দেখিয়া দেখে ঘরের ছেলে ঘরে যাও!

কলিঙ্গ। মহারাজ! গেছে?

অনন্ত। ওঠ হে ওঠ—গিয়েছে।

কলিঙ্গ। ওঃ! মহারাজ খুব বাঁচিয়েছেন! ব্যাটা বুনো এখুনি একটা বিশ্রী কাণ্ড ক'রে ব'সেছিল আর কি! ব্যাটা! কোথাও কিছু নেই—একেবারে তড়াক্ ক'রে বুকের নিধি বুকে? ওঃ! একটা মস্ত ফাঁড়া গেল! কিন্তু মহারাজ। ব্যাটা আপনাকে দেখেই এমন ক'রে দৌড় দিলে কেন—বুঝ্‌তে পা'রলুম না ত!

অনন্ত। আরে ভায়া! আমাকে দেখে নয়! ধোঁয়া দেখে—ধোঁয়া দেখে! চোখে ধোঁয়া দেখলে আর কি দাঁড়াবার যো আছে? বোঝ এই তামাকের গুণ!

কলিঙ্গ। মহারাজ! গলাটা শুকিয়ে উঠ্‌ল—আছে কিছু ক'লকেটায়?

অনন্ত। কিচ্ছু না! ওরে মোধো! আর মোধো! সে ব্যাটা গয়লার ছেলে লড়াইয়ে এসে এখন যেন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এক বাঁশের লাঠী ঘাড়ে ক'রে কেবলি পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌ছে! কি করা যা'য় বল ত? তামাক টিকে সব রইল সেই তাম্বুতে প'ড়ে—

কলিঙ্গ। হেঃ হেঃ হেঃ—ধরুন ত মহারাজ এই তরোয়াল খানা!

অনন্ত! কেন হে? আমার আবার তরোয়াল মরোয়াল হাতে ক'রলেই কেমন গা সিড়সিড় করে! কিন্তু—তরোয়াল খানা ভা'ঙ্গলে কি ক'রে?

কলিঙ্গ। হেঃ হেঃ হেঃ—নিজেই ভেঙ্গে নিয়েছি মহারাজ! এই দেখুন না—(কটী হইতে খাপ খুলিয়া উল্টা করিয়া মাটীতে আঘাত ও এক তাল তামাক বাহিরে পতন)

অনন্ত। ও কি হে! তামাক নাকি? একি ভেল্কী দেখা'চ্ছ হে! (তরোয়াল মাটীতে রাখিয়া তামাক তুলিয়া শুঁকিলেন) বাঃ—দিব্যি জিনিষ!

কলিঙ্গ। হেঃ হেঃ হেঃ—(খাপ মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে ক্রমে টিকে চকমকি ইত্যাদি সব বাহির হইল) এই নিন মহারাজ!

অনন্ত। ব্যাপার কি হে! তোমার তরোয়ালের খাপটা যে একটা আস্ত আবগারীর দোকান—তা ত জানা ছিল না! (পিঠ চাপড়াইয়া) জীতা রও ভায়া! এমন নইলে চ্যালা? তুমি যা অ গু গুরু দক্ষিণা দিলে—

কলিঙ্গ। তামাক টামাক নিয়ে কোথায় রাখি প্রথমটা বড় সমস্যায় প'ড়েছিলাম মহারাজ! কাপড়ে জড়া'লে কাপড় নোংরা হ'য়ে যায়—হাতে ক'রে রা'খ্‌লে হাত জোড়া হ'য়ে থাকে—কেউ দেখলেও লজ্জার কথা যে একটা রাজা—সে লড়াইয়ের সময় তামাক টিকে নিয়ে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়া'চ্ছে! করি: কি—ভ'রে ফেল্‌লাম খাপের ভিতর! শেষ দেখি কিনা তরোয়াল খাপ থেকে আধ হাত বেরিয়ে রইল! মরিয়া হ'য়ে দিলাম তরোয়ালের অর্দ্ধেকটা ভেঙ্গে! ব্যস্! ড্যাং ড্যাং ক'রে রাজার মত গটাগট্ হেঁটে চ'লে এলাম—আমার তরোয়ালের যে আধখানা বই আর নেই—তা কে আর খোঁজ নিতে যা'চ্ছে বলুন!

অনন্ত। তুমি ঐটুকু নিয়েই ঐ ব্যাটার সঙ্গে লড়াই দিচ্ছিলে নাকি হে?

কলিঙ্গ। অত তাড়াতাড়িতে কি আর মনে ছিল মহারাজ? আমি ভা'বছি—এ কি হ'ল? যত ব্যাটার মাথা তাগ ক'রে কোপ ঝা'ড়ছি—দেখি কিছুতেই আর ওর মাথা পর্য্যন্ত পৌঁছয় না! বেশী কাছে এগিয়ে যেতেও ভরসা হ'চ্ছে না! ব্যাটা বুনো—কাণ্ডজ্ঞান নেই—নইলে দেখুন না—বলা নেই কওয়া নেই—এক লাফে একেবারে বুকের নিধি বুকে?

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি)

অনন্ত। ওহে গুটোও ত পাততাড়ি! তাম্বু তুলছে বুঝি!

কলিঙ্গ। দুত্তোর—এ টিকে গুলো এখন আবার নি ইকি ক'রে? রইল এই পাগড়ীর মধ্যে! ধরুন ত মহারাজ চকমকি গুলো!

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ঝরণা—নিহত পশুভার স্কন্ধে

বন্য শীকারীগণের প্রবেশ।

(গান)

বাঘের মাসী, বাঘের পিসী, বাঘের দিদি গো

বনে বনে ব'য়ে গেছে রক্ত নদী গো!

আঁধার বনে দেখলে শীকার বেড়ে ওঠে রোখ—

আচমকায় লাফিয়ে পড়ি—জ্ব'লতে থাকে চোখ—

ফেলতে পলক হরিণ বরা হেলায় বধি গো।

(সকলে মাংসভার নামাইয়া রাখিয়া জলপান করিল)

২য়। ওরে দেখেছিস?

১ম। কি!

২য়। আরে ওই যে—ওই পাহাড় বেয়ে উঠছে—চোখের মাথা খেয়েছিস্ নাকি?

১ম। আরে সত্যিই ত! একটা মেয়েমানুষ যে! এদেশী ত নয়!

৩য়। এদিক পানেই আ'সছে—পাহাড়ে উঠছে—কি তাড়াতাড়ি দেখ।

১ম। আয় সকলে মিলে ঐ ঝোপটার আড়ালে লুকুই—দেখা যা'ক্ ব্যাপারখানা কি—যদি সুবিধে বুঝি—(ইসারা)

(মাংসভার লইয়া সকলের অন্তরালে গমন)

(মণিয়ার প্রবেশ)

মণিয়া। এই যে—এই যে জল—ভা'বছিলাম বুঝি বাঘপাহাড়ের সব

জল কোন পিশাচের মন্তরে মাটিতে লুকিয়ে গেছে। পাঁতি পাঁতি ক'রে খুজেছি—কোথাও বাকী রাখিনি! ঐ'ক্—পেয়েছি—পেয়েছি—এবার পারব বাঁচাতে! একি! আমার কি হ'ল? মাথা ঘুরছে—পা ট'লছে—চোখে আঁধার দেখছি! একি! আমি কি পড়ে যাচ্ছি না কি? না, না—পড়লে চল'বে না ত! দেরী ক'রলে চ'ল্‌বে না ত! পেয়েছি—পেয়েছি—জল নিয়ে যেতে হবে! ভূমিকম্প হ'লেও জল নিয়ে যেতে হবে! পাহাড়ের গায়ে দাবানল জ্ব'লে ওঠে যদি—তবু তারি মধ্যে দিয়ে একটুখানি জল হাতে ক'রে আমায় ছুটে যেতে হবে! পথে যদি ফণা তুলে হাজার কাল সাপ আমায় ছোবলাতে আসে—তবু সে কামড় খেয়েও আমায় জল নিয়ে যেতে হবে! এই জল! এই জল! ভগবান! আর একটুখানি দয়া কর! আমায় দয়া কর! আমায় ফিরে যেতে দাও! ফিরে যেতে দাও। যেন কেউ আমায় দেখতে না পায়— (প্রস্থানোদ্যত)

(শীকারী গণের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। ধর ধর ধর ধর ; হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—বেড়ে শীকার জুটেছে—ধর—ভাল করে ধর—

(মণিয়াকে ধৃত করিল)

মণিয়া। হা ঈশ্বর!—(মূর্চ্ছা)

২য়। ওই ঝোপের দিকে টেনে নিয়ে চল্‌! সোরগোল হ'লেই রাজা জেনে ফেল্‌বে! আর সে জা'ন্‌তে পেলেই—জানিস্‌ ত!—"গাই দোবার বেলায় গয়লা, দই খাবার বেলায় তিনি!"

৩য়। শালা রাজা কেবল নিজের কোলে ঝোল টানে!—নে—চল্‌!

মণিয়া। (উঠিয়া) হা ঈশ্বর! এই তোমার মনে ছিল! এই তোমার মনে ছিল! (কপালে করাঘাত)

৩য়। ওরে রাজা আ'স্‌ছে বুঝি—যাঃ—ফ'স্‌কে গেল!

১ম। শীগগির চল্‌—ধর—

মণিয়া। যাব না—যাব না—ছেড়ে দে—

২য়। এসে প'ড়েছে রে! হায়! হায়! তখুনি জানি—ও জিনিষ আমাদের ভাঙ্গা কপালে নেই!

মণিয়া। ওই সেই বাঘ! ওই সেই বাঘ! (কম্পন)

(বাঘরাজের প্রবেশ)

বাঘ। এখানে কি হ'চ্ছে রে? মেয়ে মানুষ নিয়ে মারমারি বুঝি? একি! এ ত দেশী মেয়ে মানুষ নয়! রাণী নাকি? (নিকটে গিয়া) নাঃ—আমি কি পাগল হ'য়েছি নাকি? রাণী কি আর এতদিন বেঁচে আছে? কবে ম'রে গেছে! মোদ্দা এরও চেহারা খাসা! খাসা ব'লে খাসা! রাণীর চেয়েও খাসা!—কোথায় পেলিরে?

১ম। যেখানেই পাই না—আমরা ধ'রেছি, আমরা ছা'ড়ব না!

২য়। না ছা'ড়ব না—

৩য়। কেন ছা'ড়ব? সব মেয়ে মানুষই তোমার জন্যে তৈরী হ'য়েছে—নয়?

বাঘ। যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা?—

(একজনকে মুষ্ট্যাঘাত ও সকলের পলায়ন)

(বাঘরাজ মুখে হাত দিয়া বিকট শব্দ করিল)

(অনুচরগণের প্রবেশ)

অনুচর। কি হুকুম রাজা?

বাঘ। এই মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে পিঁজরেয় বন্ধ ক'রে রাখ—

অনুচর। (মণিয়াকে ধরিয়া) চ'লে আয়—

মণিয়া। কোথায় যাব? না- না—আমি যেতে পা'রব না—যেতে পা'রব না ত! জল! জল!

অনুচর। জল দেব এখন! পিঁজরেয় ব'সে ব'সে ঢক্ ঢক্ ক'রে জল খাবি এখন!

মণিয়া। পিঁজরেয়? পিঁজরেয়? বন্ধ ক'রে রা'খবে? কতক্ষণ? কতক্ষণ?

বাঘ। কতক্ষণ? চিরদিন! চিরদিন! একটা পালিয়েছে-- আর যাতে পালা'তে না পারে—তার ভাল ব্যবস্থা ক'রব!

অনু। চ'লে আয় বেটি!

বাঘ। যাও চাঁদ যাও! এবারে আর ঠ'ক্‌ব না! নিজের হাতে চাবি খুলে বা'র ক'রব—নিজের হাতে পিঁজরেয় ভরে চা'বি বন্ধ ক'রব! হ্যাঁরে—কোথা থেকে এসেছিস্ তুই?

মণিয়া। সব ব'ল্‌ব—সব ব'ল্‌ব—আমায় পিঁজরেয় বন্ধ ক'রোনা গো পিঁজরেয় বন্ধ ক'রো না!

বাঘ। (দাঁত খিঁচাইয়া) পিঁজরেয় বন্ধ ক'রো না! পিঁজরেয় বন্ধ ক'রব না—আর তুই ফুস্ ক'রে উড়ে পালাবি—কেমন?

মণিয়া। না গো, আমি পালাব না! আমি—আমি—আমি—তোমার কাছেই থাক্‌ব—পালাব কেন? তোমার কাছে থা'ক্‌ব—পালাব কেন?

বাঘ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এমন কথা ত কই কোন দিন কারও মুখেই শুনিনি! তুই ত সমজদার আছিস্ রে! আমাকে তোর পছন্দ হয়?

মণিয়া। উঃ! সয় না! সয় না! রাজা! রাজা!—এক ফোঁটা জল!

বাঘ। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কি বিড়বিড় ক'রছিস্! (চুল ধরিয়া)

পছন্দ হয় না? আমায় পছন্দ হয় না? এই ভালুক! নিয়ে যা পিঁজরেয়—

মণিয়া। না—না—না, না গো না! তোমায় পছন্দ হয় না? খুব পছন্দ হয়! তোমার জন্যেই ত কতদূর থেকে পাহাড় ভেঙ্গে এ দেশে এসেছি—নইলে আমার এ দেশে আ'সবার দরকার কি? (পা ধরিয়া) আমায় পিঁজরেয় রেখ না—তোমার কাছে রাখ। ওদের দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে! ওরা আমায় মা'রবে!—আমি তোমায় ছেড়ে যাব না!

বাঘ। (উচ্চহাস্য) আমার সঙ্গে সঙ্গে থা'কবি? আমায় মদ ঢেলে দিতে পা'রবি?

মণিয়া। পা'রব—

বাঘ। গান গেয়ে, নেচে, আমার মেজাজ ঠিক রা'খতে পা'রবি?

মণিয়া। পা'রব গো পা'রব—

বাঘ। মাঝে মাঝে রাগের মাথায় দু'এক চাপড় মা'রলে কাঁদবি নি?

মণিয়া। কখখনো কাঁদ্‌ব না—কখখনো কাঁদব না। আমায় যা ক'রতে বল—ক'রব! কেবল আমায় বন্ধ ক'রে রেখো না!

বাঘ। তোর চেহারা খানার চটক আছে রে! এই উল্লুক! এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? আমি এখন আর শীকারে যাচ্ছিনি বাপ! এমন সমজদার দেলখোস্ মেয়ে মানুষ আমি জন্মেও দেখিনি; একে নিয়ে একবার একটু স্ফূর্ত্তি ক'রে আসা যা'ক্!—

(অনুচরের প্রস্থান)

আয়—আয়। কি নাম তোর? ওকি! কাঁপছিস্ কেন? প'ড়ে গেলি যে! (ধরিয়া) এ সব কি ন্যাকামী বাপু!

মণিয়া। কাঁপছিলাম না কি! তা ত জানিনে! আর কাঁ'পব না—উঃ! আমায় কি বিছেয় কামড়া'চ্ছে? না—না—দেখ—তুমি কিছু মনে

ক'রোনা! আমার—আমার—মাঝে মাঝে অমন হয়—আমার ব্যারাম আছে! ও সেরে যাবে এখুনি! কি ব'ল্‌ছিলে? আমায় যেতে ব'লছ? কোথায়? চল—কোথায় নিয়ে যাবে। চল—সময় ব'য়ে যাচ্ছে—তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি—

বাঘ। (উচ্চহাস্য) তাড়াতাড়ি? তাড়াতাড়ি? চ'লে আয়! চ'লে আয়! তুই একেবারে নতুনতর! আমার হাত ধর্—চল্—ওই পাহাড়ের মাথায়—(হাত ধরিল) আবার কাঁপছিস্?

মণিয়া। কাঁ'পলে কি হবে? যেতে যে হবেই! যেতে হবে জেনেই ত এসেছি! এখন কাঁ'পলে কি হবে? রাজা! রাজা! কেন তোমায় চো'খে দেখেছিলাম?

(উভয়ের প্রস্থান।

(দুইজন অনুচরের প্রবেশ)

১ম। রাজা শালার বরাতটা কেমন দেখলি? একেবারে তৈরী মাল জুটে গেল! এ কোন সহুরে খেলোয়াড় মেয়ে মানুষ বাবা! কিছু মতলবে এসেছে!

২য়। রাজা শালাকে খুন ক'রে পালাতে পারে—তবে না বুঝি! উঃ! এত অত্যাচার আর সয়না বাপ্! কথায় কথায় মা'র ত আছেই, তা ছাড়া বুকে পিঠে পাথর চাপা দেওয়া, আগুণে ঝলসান, নখে কাঁটা বিঁধিয়ে দেওয়া—আ মরি মরি! এমন নইলে রাজা!

(অন্য একজন শীকারীর প্রবেশ)

আরে নেকড়ে যে! কোত্থেকে এলি? অনেকদিন পরে যে!

নেকড়ে। বহুৎদূর গেছলাম রে! যা দেখলাম তাতে আমার শীকার টীকার মাথায় উঠে গেল! রাজা কোথায়?

১ম। রাজা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

নেকড়ে। শালা মাতাল! হেসে গড়িয়ে প'ড়লি যে! রাজা কোথায়? ভয়ানক জরুরী খবর র'য়েছে—দেরী ক'রবার যো নেই!

২য়। হাঃ হাঃ হাঃ—রাজা? ঐ পাহাড় বেয়ে উঠে যাও! ওর মাথায় আছে—

নেকড়ে। তাই বল্—অত হা'সবার দরকার কি?

(পাহাড়ে উঠিবার উদ্যোগ)

১ম। কেন ভাই! বেঘোরে মারা যাবি? খবর দিতে গিয়ে গর্দ্দান দিয়ে আ'স্তে হবে—হাঃ হাঃ হাঃ—

২য়। ওরে রাজা ওখানে—(নেকড়েকে ধরিল) নেমে আয় শালা! রাজা ওখানে—বুঝলিনি? নতুন মেয়ে মানুষ!

নেকড়ে। দূত্তোর—তাই বল! (উপবেশন)

১ম। তোকে দেখেছে কি আর কথাবার্ত্তা শোনা নয়—বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছে; জানিস ত তাকে—

নেকড়ে। তবে আর কি—একবার বাড়াটে ঘুরে আসি—

২য়। মোদ্দা খবরটা কি?

নেকড়ে। খবর? তোদের আগে থাকতে বলি কেন? আর না ব'লেই বা কি কার? বাঘপাহাড় ঘেরাও ক'রলে ব'লে—দুষমণ এসেছে—

১ম। দুষমণ? কোথাকার দুষমণ?

নেকড়ে। যেথাকারই হো'ক—মোদ্দা এসেছে! বালবাচ্ছা লুকিয়ে রেখে এস এই বেলা! সময় বড় বেশী নেই! আমি যাই—সকলকে খবর দিই গে! মরুক রাজা শালা!

(প্রস্থান)

১ম। নেকড়েটা সরাব খেয়েছে! ভ্রমণ কিসের? আর এই বাঘপাহাড়ে?

২য়। যদিই আসে তার ভাবনা কি? একটা বই ত আর জান নেই। যাবার হয় যাবে!

(মণিয়া পাহাড় হইতে নামিতেছে দেখা গেল)

১ম। ওরে সেই মেয়ে মানুষটা নেমে আসছে! রাজা যে বড় ছেড়ে দিলে ওকে?

২য়। ছেড়ে দিয়েছে—আবার তেড়ে ধ'র্‌বে এখন! এদিকে আয় দেখা যা'ক্—মাগী কি করে!

১ম। ইস্! কি চেহারা হ'য়েছে দেখ্‌ছিস্? যেন মুখে কালি মেড়ে দিয়েছে! হেঃ হেঃ—বাবা! এর নাম বাঘের থাবল!

২য়। চুলগুলো দেখ্‌ছিস্—উস্কো খুস্কো—যেন পাগলের চুল!

২য়। আয় আড়ালে আয় দেখি কি করে!

(উভয়ের প্রস্থান)

(মণিয়ার প্রবেশ—স্রস্ত বসন, চক্ষু কোটরগত, স্খলিত গতি)

মণিয়া। তবু বেঁচে আছি! মানুষ কথায় কথায় বলে বুক ফেটে যায়! মিছে কথা! বুক মানুষের ফাটে না! পাগল মানুষে সহজে হয় না! প্রাণ মানুষের সহজে যায় না! বেশ ত বেঁচে আছি! নরকের আগুণের মধ্যে দিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে এলাম—আধপোড়া হ'য়ে ফিরে এলাম—তবু ত দিব্বি বেঁচে আছি! বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠছে—জলে যাচ্ছে—বড় তেষ্টা, একটুখানি জল খাই (অঞ্জলি পূরিয়া জলগ্রহণ—জল খাইতে গিয়া) এই জল! এই জল! এর জন্যে আমি—আমি এ কি ক'রলাম! আমার সর্ব্বস্ব খুইয়ে এলাম! (জল ফেলিয়া দিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া ক্রন্দন)—(উঠিয়া) রাণী কি আছে? কতক্ষণ হ'য়ে গেল! মনে

হচ্ছে যেন সে কত যুগ! কই সে পাত্রটা কই?—এইবার—ভগবান! আমায় একটু জল নিয়ে ফিরে যেতে দাও! সবই হারিয়েছি—শুধু এই টুকু দয়া আমায় কর, রাজার হাতে তার রাণীকে যেন জীবন্ত তুলে দিতে পারি—

জল লইয়া প্রস্থান)

(অনুচর দ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম। ওরে এ কেমন ধারা হ'ল?

২য়। কান্নাকাটী করে কেন? নিজে ইচ্ছে ক'রেই ত গেল রাজার সঙ্গে! আর জল নিয়েই বা যায় কোথায়?

১ম। সন্দ হ'চ্ছে বুঝি বা পালায়!

২য়। আয় পাকড়াই!

১ম। উঁহুঁ—রাজার নতুন রাণী! শেষকালে বেঘোরে আমরা মারা যাব! রাণীর সাত খুন মাফ হবে—শেষকালে "সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর্"! আমাদের ঘাড়ে দোষ প'ড়বে—বরং চল্ পেছনে পেছনে গিয়ে দেখি কি করে!

(প্রস্থান)

(বাঘরাজ ও রমণীগণের প্রবেশ)

বাঘরাজ। ওই পাহাড়ে নতুন রাণী আছে—চল্—চল্—বেশ ভাল রকম নাচগান ক'রে তাকে খুসী ক'র্‌তে হবে! তাড়াতাড়ি ওঠ্—হোঁচট খেয়েছ কি মেরেছি লাথি!

(রমণীগণ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল—বাঘরাজ অনুসরণ করিতে যাইবে এমন সময়ে নেকড়ে ডাকিল।)

নেকড়ে। রাজা! রাজা! দাঁড়াও—দাড়াও।

বাঘরাজ। চোপ্‌রাও উল্লুক! এখন দাঁড়াবার সময় নয়। কি হ'য়েছে? চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন?

নেকড়ে। তোমার ও মেয়ে মানুষের দঙ্গল ফেলে নেমে আ'সতে পার বাপু? শিওরে যম—সেটা টের পাচ্ছ না?—

বাঘ। কি ব'ললি? মুখ ভেঙ্গে দেব চড়িয়ে! (দ্রুত অবতরণ)

নেকড়ে। আমায় চড়িয়ে আর কি হবে! দুষমণ আ'সছে—ক্ষ্যামতা থাকে তাদের চড়াও গিয়ে—

বাঘ। দুষমণ! কিসের দুষমণ!

নেকড়ে। তোমার সেই রাজা—যার রাণী কেড়ে এনেছিলে—সেই রাজার পল্টন! হাজার হাজার—লাখ লাখ লোক!

বাঘ। মগধের রাজা? রাণী ত মরে গেছে!

নেকড়ে। রাণী মরেছে—এইবার তোমায় সহমরণে যেতে হবে—আর সাথে সাথে আমাদেরও যেতে হবে!

বাঘ। এয়েছে?

নেকড়ে। শুধু এয়েছে নয়—এতক্ষণ বাঘ পাহাড়ে চড়াও হ'য়েছে!

বাঘ। কি ক'রে এল? হাঁরে নেকড়ে—হাতামারার জঙ্গলের গোলক-ধাঁধাঁ পার হ'য়ে কাঠ বেড়াল আসতে পারে না—পল্টন এল কি ক'রে? বলতে পারিস নেকড়ে?

নেকড়ে। পারি। পথ দেখিয়ে দিয়েছে—দিয়েছে—তোমার বোন কালনাগিনা!

বাঘ। কালনাগিনী! বল্‌-ত নেকড়ে—আমার মাথাটা ঘুরে উঠল যে! কালনাগিনা! দুষমণকে পথ দেখিয়ে এনেছে! না-না না সব তোর মিছে কথা! মিছে কথা কইবার আর জায়গা পা'সনি!—(আক্রমণ)

নেকড়ে। গেছি গেছি—ছাড় ছাড়! আমি খবর দিয়েই যত দোষ

করলাম বুঝি! নিজের চোখে দেখে এসেছি--পল্টনের আগে আগে কালো ঘোড়ায় চ'ড়ে আ'সছে—পরণে আগাগোড়া কালো কাপড়—

বাঘ। দেখলি—সে কালনাগিনী?

নেকড়ে। কালনাগিনী! আমায় মেরে ফেলবে নাকি? ছাড ছাড়--

বাঘরাজ। এই যে ছাড়ি—কালনাগিনী! নিজের বোন্!

(গলা টিপিয়া ধরিল—নেকড়ে গোঙাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল)

কি ক'রব? কার টুঁটি কামড়ে ধ'রব? রক্ত খেতে ইচ্ছে ক'রছে! কার রক্ত খাব? কালনাগিনীর রক্ত খাব! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—নিজের বোন্—তুষমণকে পথ দেখিয়ে এনেছে—এবার ম'রতে হবে—ম'রতে হবে—কিন্তু তার রক্ত আগে খেয়ে তবে ম'রব—

(প্রস্থানোদ্যত—দ্রুত অনুচরদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম। রাজা! রাজা! রাণী ত মরে নি!

বাঘ। কি?

২য়। তোমার সেই নতুন মেয়ে মানুষটা এক ভাঁড় জল নিয়ে যমের খোপরের মধ্যে নেমে গেল। রাণী যদি ম'রে গেছে তবে জল কার জন্যে?

বাঘ। রাণী বেঁচে আছে! মণিয়া ফাঁকি দিযে তার জন্যে জল নিয়ে গেছে! আর কালনাগিনী তুষমণকে ডেকে এনেছে! আগে কার রক্ত খাব? রাণীর—মণিয়ার—না কালনাগিনীর?

(দ্রুত প্রস্থানোদ্যত।

(দলে দলে বন্য পুরুষ গণের প্রবেশ)

১ম। কোথায় যাও রাজা? তুষমণ বাঘপাহাড়ে উঠছে—তুমি কোথায় যাও?

বাঘ। যাই—যমের খোপরে আজ আমার নেমন্তন—যমের বাড়ী থেকে নেমন্তন এয়েছে—নেমন্তন এনেছে কে জানিস? আমার কালনাগিনী—কালনাগিনী—কালনাগিনী!

১ম। তুমি পাগল হ'য়েছ রাজা! চল লড়াইয়ে চল—

বাঘ। (একজনের বর্শা কাড়িয়া লইয়া তদ্দারা ইতস্ততঃ প্রহার) আমায় বাধা দিস? আমি লড়াইয়ে যাব কেন? আগে রাণীকে মা'রব, তারপর সয়তানী মণিয়াকে মা'রব—তারপর পারি যদি কালনাগিনীকে মেরে তবে তখন লড়াইয়ে যাব! রাণী বেঁচে আছে, মণিয়া বেঁচে আছে, কালনাগিনী যমের বাড়ীর নেমন্তন এনেছে—হাঃ হাঃ হাঃ—

(দ্রুত প্রস্থান)

১ম। বদ্ধ পাগল হ'য়ে গেল! এখন উপায়?

(দ্রুত একজন শীকারীর প্রবেশ)

শীকারী। এখনও দাঁড়িয়ে আছ? দুষমণ পাহাড়ে উঠছে—দেখতে দেখতে পাহাড় ছেয়ে ফেলেছে। ছুটে চল—পাহাড় ধ্বসিয়ে দাও—পাহাড় চাপা প'ড়ে দুষমণ গুঁড়ো হ'য়ে যাক্—জলদি-জলদি! জলদি চল্—

সকলে। বাঘরাজ! বাঘরাজ!

(দ্রুত প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

যমের খোপর।

দত্তা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন।

মণিয়া পর্ব্বত বাহিয়া নামিয়া আসিল—

তাহার হাতে জল।

মণিয়া। এনেছি—এনেছি। রাণী! রাণী! বেঁচে আছ ত? এই যে এনেছি—জল খাও—খেয়ে বাঁচ! (অগ্রসর) তেমনি পড়ে আছে! প্রাণ আছে ত? (বুকে হাত দিয়া) আছে—তেমনি একটু একটু ধুক ধুক করছে! বেশীক্ষণ হয়নি! না—বেশীক্ষণ হয় নি! কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কি হ'য়ে গেল! সব ছিল—এখন আর কিছু নেই। রাজা! রাজা! মগধের সিংহাসনে রাণীকে নিয়ে যখন ব'সবে—তখন তুমি ত স্বপ্নেও মনে ক'রবে না রাজা—যে চাঁড়ালের মেয়ে তার সর্ব্বস্ব বিক্রী করে তোমার প্রিয়ার জন্য এক ফোঁটা তেষ্টার জল কিনে এনেছিল? রাণি! রাণি! আর কেন! ওঠ—জাগো—বাঁচ! এই যে জল—(জলের ঝাপটা দিল)—চোখ মেল—চোখ মেল!

দত্তা। (চোখ মেলিয়া)—কে—মণিয়া?

মণিয়া। জল খাও রাণী!

দত্তা। জল! জল! (মণিয়া অল্প অল্প জল দিতে লাগিল) আর একটু—আর একটু!

মণিয়া। এই যে—(জলদিল)

দত্তা। তুই খেয়েছিস্?

মণিয়া। আমি? আমি? খেয়েছি বই কি! তবে সেটা জল নয়, আগুণ! আগুণ খেয়েছি—খেয়ে বুক জ্ব'লে গিয়েছে, চো'খ মুখ সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সে আগুণ ঠিকরে বেরিয়েছে, সমস্ত দেহ ঝ'লসে পুড়ে গিয়েছে! আর প্রাণ? সে আগুণ প্রাণের পরদায় পরদায় রেখে গেছে এক মস্ত দগদ'গে, ঘা—তা বুঝি আর এ জন্মে শুকোবে না—এ জন্মে শুকোবে না!

দত্তা। (উঠিয়া) মণিয়া! কি সব ব'লছিস্? আমার বুঝি এখনো তেমন ভাল ক'রে জ্ঞান হয় নি! তোর কথা ত তেমন বুঝতে পারছিনে! মণিয়া! এতক্ষণ ত দেখিনি—তোর চেহারা এমন কেন? হয়েছে কি! হ'য়েছে কি? আয়, আমার কাছে আয়—তোর কি হ'য়েছে?

মণিয়া। যাব না—যাব না—আমি তোমার কাছে যেতে পা'রব না! শোন রাণি! আমার গায়ে কুষ্ঠ হ'য়েছে—আমায় ছুঁয়োনা!

দত্তা। কেন এমন পাগলের মত কথা ব'লছিস্ মণিয়া? শেষে কি বাস্তবিকই পাগল হলি?

মণিয়া। পাগল হইনি! পাগল মানুষে সহজে হয় না! আমায় কেউ যদি পাগল ক'রে দিতে পা'রত! আমি পাগলই হ'তে চাই—যে জীবনের সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা একেবারে ভুলে গেছে; যে মানুষ চিন্‌তে পারে না—যে নিজেকে চিন্‌তে পারে না—এমনি পাগল! উঃ! উঃ! উঃ! মানুষ ভুলতে পারে কেমন ক'রে? ব'লে দিতে পার রাণি? মানুষ ভুলতে পারে কেমন ক'রে?

দত্তা। কি ভুলতে চা'স্ মণিয়া?

মণিয়া। কি ভুলতে চাই? নরক দেখে এসেছি রাণি! তাই ভুলতে চাই! সেই বীভৎসতা, সেই কদর্য্যতা, সেই পূতিগন্ধ ময় পঙ্কিলতা—সব ভুলতে চাই! কিন্তু ভুলতে ত পারব না রাণি! নরক যে আমার গায়ে, আমার প্রাণে, আমার মস্তিষ্কের মধ্যে চিরদিনের জন্যে নিজের ছাপ

দেগে দিয়ে গেছে—তাকে ভোলবার যে যো নেই! এই দুই হাতে, এই, মুখে, এই দেহটার অঙ্গে অঙ্গে—ওঃ! রাণি! রাণি! জ্বালা! জ্বালা! অসহ্য জ্বালা!

দত্তা। মণিয়া! মণিয়া! আমি যেন বুঝতে পা'রছি—বুঝতে পা'রছি! কিন্তু ভাল ক'রে বুঝতে আমার ভয় হ'চ্ছে! তুই এই জল কোথায় পেলি? তবে কি তুই পাহাড়ের ওপরে গিয়েছিলি? তবে কি সেই বাঘরাজ—

মণিয়া। রাণি! ও নাম মুখে এনো না; তোমায় খুন ক'রব!

দত্তা। তবে সত্যই তাই? কি কর্‌লি মণিয়া! আমার এই তুচ্ছ প্রাণের জন্য তুই এ কি ক'র্‌লি মণিয়া? এর চেয়ে যে শতবার মৃত্যুও আমার ভাল ছিল! রমণীজীবনের সার সম্পৎ, রমণীহৃদয়ের সর্ব্বস্ব নিধি হেলায় বিসর্জ্জন দিয়ে তুই এ কি ক'রলি সর্ব্বনাশী? আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁ'দতে ইচ্ছে হ'চ্ছে!

মণিয়া। কান্না? কাঁ'দতে ইচ্ছে হ'চ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ! ওঃ! ভগবান! আর ত পারি নে! ওঃ! ওঃ! (বক্ষে করাঘাত)

দত্তা। মণিয়া! মণিয়া! আয়—কাছে আয়! কেন এ কাজ ক'রলি হতভাগী?

মণিয়া। কেন ক'রেছি? দেবতার তৃপ্তির জন্য মানুষে বুক চিরে রক্ত দেয় কেন? তুমি কি বুঝবে রাণি চাঁড়ালের মেয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে কেন বাঘের গ্রাসে ফেলে দিয়েছে? তুমি ত তোমার দেবতার আদরের পুতলিটীকে পিপাসায় জল জল ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রতে শোননি! প্রতিদানের আশা না রেখে দূর থেকে প্রিয়তমের হাসিটুকু, অন্তরের আনন্দটুকু, চো'খের দীপ্তিটুকু অটুট রাখবার জন্য ইহকাল পরকাল ত

তোমায় পণ ক'রতে হয় নি! ভালবাসার যজ্ঞে আপনাকে বলি দিয়ে দেবতার তুষ্টিসাধনের প্রয়াস ত তোমায় ক'রতে হয় নি! তুমি কেমন ক'রে বুঝবে রাণি! এ আমি কেমন ক'রে করেছি?

দত্তা। কিন্তু ও জল আমি আর খেতে পা'রব না মণিয়া! তার চেয়ে মরণও আমার শ্রেয়ঃ! অমন ক'রে তাকাস্ নে বোন্! আমি পা'রব না—কিছুতেই পা'রব না! আমার গলা জ্ব'লে যাবে—বুক জ্ব'লে যাবে—ও আমি খেতে পা'রব না!

মণিয়া। পা'রবে না? খেতে পা'রবে না? অবশ্য পা'রবে—পা'রতে হবে তোমায়! চোখের জলে ভা'সতে ভা'সতে ওই রুটী তোমায় খেতে হবে—বুক জ্ব'লে গেলেও খেতে হবে—কণ্ঠরোধ হ'য়ে এলেও জোর ক'রে তবু গিল্‌তে হবে! খাবে না? আমি তোমায় ম'র্‌তে দেব? ভেবেছ চণ্ডালিনীর ধর্ম্ম একটা খেলার জিনিষ—আমি তা খেয়ালের বশে শুধু শুধু একজনকে বিলিয়ে দিয়ে এলাম? চণ্ডালিনীর ধর্ম্ম রাণীরই ধর্ম্মের মত শুভ্র, পবিত্র, অমূল্য নয়? সেই ধর্ম্ম আমি তোমারই জীবন রক্ষার জন্য নিজের হাতে বিক্রয় ক'রে আসি নি? আমি তোমায় ম'রতে দেব? দেব না রাণি! দেব না! তোমায় জোর ক'রে ঐ জল খাওয়াব; দরকার হয় আরও এনে দেব—আরও খাওয়াব; দরকার হয় আবার যাব—আবার বাঘরাজের কাছে যাব—রাণি! রাণি! তুমি কি বুঝতে পা'চ্ছ না আমি তোমার জন্যে কি ক'রেছি? তবু তুমি ম'র্‌বার কথা মুখে আন্‌তে পার্‌ছ? স্বপ্নে জাগরণে সেই বাঘরাজের মূর্ত্তি আমার চোখে চোখে ফিরছে; তার সেই লালসায় উদ্দীপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চক্ষু, সেই দুশ্ছেদ্য নাগপাশের মত পঙ্কিল বাহুপাশ, তার সেই নরকের জ্বালাময় নিঃশ্বাস—ঐ যেন—ঐ যেন—ঐ সেই মূর্ত্তি আমায় ধ'রতে আসছে—গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে ছুটে আসছে! রাণী! ঐ! ঐ!

(উপরে বাঘরাজের প্রবেশ)

বাঘ। এই আঁধারের ভেতর!—খুঁজে বা'র ক'রবই! ঐখানে—ঝোঁপের মধ্যে! বাঘরাজ ম'র্বে—কিন্তু তোদের রক্ত খেয়ে—তারপর—

(অবতরণ)

দত্তা। মণিয়া! মণিয়া! এ যে বাঘরাজ!

মণিয়া। বাঘরাজ? বাঘরাজ? (মূর্চ্ছা)

বাঘ। (নামিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—দুটীতে বেশ আরামে আছ! তোমার স্বামী এসেছে রাণী—কিন্তু সে তোমায় জ্যান্ত পাবে না! এই দেখছ ছোরা—লক্‌লকে ঝক্‌ঝকে ছোরা? প্রথমে তোমাকে, তারপর এই খেলোয়াড় মাগীকে শেষ ক'রে—তারপর—লড়াইয়ে যাব!

মণিয়া। বাঘরাজ! দয়া কর—দয়া কর— (পা জড়াইয়া ধরিল)

বাঘ। সর— (পদাঘাত)

দত্তা। মণিয়া! করিস্ কি—স'রে আয়!

(সমুদ্রগুপ্ত দ্রুত নামিয়া আসিতেছিলেন—
সঙ্গে কালনাগিনা।)

বাঘরাজ দত্তাকে ছুরিকা প্রহার করিতে গেল—পশ্চাৎ হইতে মণিয়া
তাহার হাত ধরিল।

কে? তুই?—তবে তুই-ই আগে মর!

(পশ্চাৎ ফিরিতেই কাল নাগিনীকে দেখিতে পাইল)

বাঘ। কালনাগিনী! যমের নেমন্তন্ন এনেছ? চল—ভাইবোন্ একসাথে যাই।

দত্তা ও মণিয়াকে ফেলিয়া কালনাগিনীর দিকে ধাবিত হইল—
ইত্যবসরে সমুদ্রগুপ্ত বর্শা নিক্ষেপ করিলেন।

সমুদ্র। দত্তা! দত্তা! কই তুমি?

দত্তা। প্রিয়তম!

(উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন)

মণিয়া দূর হইতে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার চোখে অশ্রু—সমস্ত মুখ আনন্দোজ্জ্বল—শরীর কাঁপিতেছিল! কালনাগিনী—বাঘরাজের মৃতদেহের নিকট বসিয়া অপলকনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখে জল দেখা দিল।

সপ্তম দৃশ্য

পর্ব্বত শিখরে অধিত্যকা—তন্মধ্যে মগধ শিবির।

(সমুদ্র গুপ্ত ও দত্তার প্রবেশ)

সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেছিলেন। তিনি একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন —দত্তা তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। বীণা থামিলে দত্তা বলিলেন :—

দত্তা। প্রিয়তম!

সমুদ্র। দত্তা!

দত্তা। শুনিলে না কাহিনী আমার?

সমুদ্র। শুনিব, শুনিব প্রিয়ে!
পরিপূর্ণ হৃদয় উদ্বেলি'
উঠিছে যে আনন্দ-সঙ্গীত—
বীণা যন্ত্রে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মূর্চ্ছনায়,
সে আগে চলিয়া যা'ক্
পাখা মেলি' ঊর্দ্ধপানে
বিধাতার সিংহাসনপাশে!
—অপরাহ্ন সূর্য্যালোক—হের প্রিয়তমে!
কি অপূর্ব্ব পদ্মরাগ ক'রেছে রচনা
গিরিশৃঙ্গে ধবল তুষারে!
ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরিছে প্রপাত
শিরে পরি গরিমার বিচিত্র কিরীট—
সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু!
অনন্ত হর্ষের ধ্বনি উঠিছে প্রেয়সি!
পত্রের মর্ম্মরগানে, বিহগের তানে—
অব্যক্ত রাগিণী তুলি'!
দত্তা! দত্তা!—
কোথা ছিল এ সৌন্দর্য্য এতদিন?

মণিয়া অদূরে প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ অপলকনেত্রে উভয়ের পানে চাহিয়া ছিল। এইবার সে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

(আলবোলা হস্তে অনন্তসেন ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কলিঙ্গরাজের প্রবেশ)

অনন্ত। নে দাদা—নে! আজ এক টান না দিলে আর ছাড়ছি

নে! দোহাই রাণী! আমার হ'য়ে একটা কথা বল্ দিদি! আজ সমুদ্দুর তামাক না খেলে আমি মাথা মুড় খুঁড়ে ম'রব!

(দত্তা হাসিতে হাসিতে সরিয়া গেলেন)

সমুদ্র। সর্ব্বনাশ! আমি?

এখনি মরিয়া যাব! (দ্রুত প্রস্থান)

অনন্ত। বাজে কথা। কলিঙ্গ ভায়া! ধর—ধর—জা'প্‌টে ধর—জা'প্‌টে ধর।

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ উভয়ের প্রস্থান)

(মণিয়ার প্রবেশ)

মণিয়া। আর কেন? সাধ ত মিটেছে! যার জন্য একমাত্র আত্মীয়কে যমের মুখে বিসর্জ্জন দিয়েছি—যার জন্য নিজের সর্ব্বস্ব নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি—প্রাণের সে একান্ত সাধ ত পূর্ণ হ'য়েছে! এইবার কেন এ কলঙ্কিত দেহটাকে নিয়ে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যাই না? রাজা যখন আদর ক'রে বোন ব'লে ডা'কবে—রাণী যখন দিদি ব'লে গলা জড়িয়ে ধরতে চাইবে—তখন যে আমার লাঞ্ছিত নারীত্ব আপনাকে আপনি ধিক্কার ক'রে লজ্জায় ম'রে যাবে! প্রাণের কামনা সিদ্ধ হ'য়েছে—এখন আর বেঁচে থাকার আমার দরকার কি? রাজা রাণীর মিলন দেখেছি—আর পৃথিবীতে কাম্য ত আমার কিছু নেই! (সহসা ভগ্নস্বরে) না—এ আত্মপ্রতারণা ক'রে আর কি হবে? এ আমার কি হ'ল? এটুকু ঈর্ষা আমার অন্তরে কোথায় এতদিন লুকিয়েছিল—তা ত জা'নতে পারিনি এত দিন! সেই অপরাহ্ণ সূর্য্যের স্বর্ণাভ আলোকের সমারোহে তাদের দু'জনের নিবিড় মিলন দেখে প্রাণে যে পুলকের তরঙ্গ উঠেছিল—তার মাঝে নিভৃতে এ একটুখানি ঈর্ষার বিষ কখন কেমন ক'রে মিশে গেল

ভগবান? আমি ত তা চাই নি! আমি ত তা চাই নি! দূর থেকে দেবতাকে পূজা ক'রব—এ ছাড়া ত আমি আর কিছু চাই নি ক'নো। ঈশ্বর! হারে নারা প্রকৃতি! আমার সঙ্গে কেন তোর এ বিশ্বাসঘাতকতা?

(প্রস্থান)

(সমুদ্র গুপ্তের প্রবেশ)

সমুদ্র। এ কি বাণী কহে দত্তা মোরে?
রক্ষিতে দত্তার প্রাণ মণিয়া আমার
দিয়েছে নিজেরে বলি বাঘরাজ পাশে?
বাঘরাজ! বাঘরাজ!
তুষানল ছিল যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত তোর।
—হায়রে মণিয়া!
তোর ক্ষুদ্র বক্ষে ছিল এত ভালবাসা?
—কি ক'রেছি আমি তার তরে?
— শুধু শুষ্ক ভগ্নী সম্বোধন!
দিলি তার প্রতিদান আত্মবলি দিয়ে?
কি কহিব মণিয়ারে আমি!
কেমনে দেখাব মুখ তারে?
দগ্ধ প্রাণে দিব তার কেমনে সান্ত্বনা?

(দত্তার প্রবেশ)

দত্তা। দিব আমি দেখাইয়া পথ!
সমুদ্র। দিবে? দিবে?
বল দত্তা কি করিতে হবে!

রাজ্য খণ্ড করি যদি মণিয়ারে দান,
তুষ্ট কি হইবে ভগ্নী তায় ?
দেবীরূপে মণিয়ারে করিয়া প্রতিষ্ঠা,
মগধ প্রাসাদে নিত্য করি যদি পূজা,
তৃপ্তি কি হইবে তাহে তার ?
বল দত্তা কি করিতে হবে !
অর্পিব জীবন মম সেবায় তাহার !

দত্তা। সত্য ?

সমুদ্র। যে আমার প্রাণ দাত্রী
মরুপ্রাণে যে এনেছে মন্দাকিনী ধারা,
জীবনের শূন্যতারে দিয়েছে যে ভরি
সৌন্দর্য্যের অনন্ত সম্ভারে,
আপন নারীত্ব পণে যে বাঁচাল দত্তারে আমার—
তারে কিবা অদেয় প্রেয়সি ?
তার তরে অকর্ত্তব্য কিবা ?
বল দত্তা ! কি করিতে হবে ?

দত্তা। বিবাহ করিতে হবে তারে !

সমুদ্র। কি ? কি ?
না, না, দত্তা ! করিও না হেন পরিহাস !
মণিয়া ভগিনী মম !

দত্তা। সে তোমারে ভালবাসে স্বামীর মতন—
নহে ভ্রাতৃরূপে !

সমুদ্র। কি কহিছ উন্মাদিনি ?
না, না পারিব না তাহা !

দত্তা। কেন ?
মণিয়া চণ্ডাল কন্যা—সেই হেতু ?

সমুদ্র। রঘুবর শ্রেষ্ঠীর দুহিতা !
নহে সে চণ্ডালকন্যা !
যদ্যপি চণ্ডাল কন্যা হইত মণিয়া—
ধরণীর শ্রেষ্ঠ যে সম্রাট—শ্রেষ্ঠআর্য্য কুলজাত—
সে'ও নহে যোগ্য তার !

দত্তা। তবে—কলঙ্কিতা হ'য়েছে মণিয়া
সেই হেতু অনিচ্ছা তোমার ?

সমুদ্র। দত্তা—বুঝিলে না অন্তর আমার !
কলঙ্ক কোথায় ?
আত্মোৎসর্গ পরের কারণ,
সে ত গৌরব অপার !
হেন শাস্ত্র নাহি বিশ্ব মাঝে—মণিয়ারে কবে কলঙ্কিনী !
যদি থাকে—
সে শাস্ত্রের শিরে, সমুদ্র করিবে তার চরণ অর্পণ !

দত্তা। তবে বুঝিতে নারিনু কেন দ্বিধা তব !
তোমাগত প্রাণ—অপরূপ রূপসী তরুণী—

সমুদ্র। বুঝিতে নারিলে ?
দত্তা ! সব পারি—নারি শুধু
পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে তারে।
পত্নী মোর দত্তাদেবী !
যথা সূর্য্য একমাত্র অনন্ত আকাশে,
সমুদ্রের হৃদয়ে তেমনি

একমাত্র দত্তার আসন !
আপনার হৃদয় চিরিয়া—
দুই তুল্য খণ্ড বল কে করিতে পারে ?
দত্তারে যে বাসিয়াছে ভাল,
কোথায় পাবে সে প্রেম দিতে মণিয়ারে ?

দত্তা। চিরদিন প্রথা রাজকুলে—
একাধিক পত্নী পরিণয় !

সমুদ্র। জানি দত্তা !
সে কলঙ্ক রাজকুলে চির সনাতন !
কিন্তু সে কি পরিণয় ?
লালসার তৃপ্তিতরে সম্বন্ধ স্থাপন—
নিত্য নব রমণীর সনে—
কামসিন্ধু সন্তরণ তরে !

দত্তা। স্বামি ! প্রভু !
তুমি জান ভালমন্দ !
মণিয়া কি চিরতরে জ্বলিয়া মরিবে—
নৈরাশ্যের তুষানলে ?
অপার অতল প্রেমরাশি,
আপনাতে আপনি উদ্বেলি'—
চিরতরে হৃদি তার
আন্দোলিত করিয়া ফিরিবে নিশিদিন ?
এত ভালোবাসা তার
ভস্মমুষ্টি হবে ব্যর্থতায় ?
ভেবে দেখ তব তরে স্বার্থত্যাগ তার—

দেবহিতে দধীচির অস্থিদান সম !
শোন স্বামি !
অপার্থিব প্রেম রাশি তব হৃদয়ের
একাকী করিয়া ভোগ, তৃপ্ত না হইব কভু আমি—
যদি জানি অন্তরে অন্তরে—
তোমারে যে ভালবাসে মোর চেয়ে বেশী—
সে নাহি পাইল প্রতিদান !
লজ্জা পাব মরমে মরমে—
আপনারে করিব ধিক্কার, পরস্বাপহারী বলি !
প্রভু ! আমারে যে ভালবাস—
সে প্রেমের রাখিতে মর্য্যাদা—
মণিয়ারে কর পরিণয় !

সমুদ্র। কেমনে রাখিব অনুরোধ ?
ধাবিত উদ্দাম বেগে প্রেম স্রোতস্বতী
দত্তাসিন্ধু পানে—
কেমনে ফিরাব গতি তার
কোন মন্ত্র বলে ?
শোন প্রভু ! আপনারে করিও না এত স্বার্থপর !
আত্মদান করিয়াছে মণিয়া যেমন,
তেমনি তুমিও কর নাথ !
মণিয়া তুলেছে বিশ্বে মহিমার ধ্বজা নারীত্বের—
পুরুষের ত্যাগ নাথ উঠুক তেমনি—
গৌরবে উজ্জ্বল হ'য়ে তব আত্মদানে !
—নাথ ! ডেকে আনি তারে ? (প্রস্থান)

সমুদ্র। দত্তা! দত্তা!
নারায়ণ! অন্তর্য্যামি!
নিয়ে তুচ্ছ মানবের প্রাণ
একি খেলা রহস্য তোমার?
দুর্ব্বল মানব চিত্ত সংশয় দোলায়—
আকর্ষণে বিকর্ষণে হারায় চেতন—
দাও প্রভু কর্ত্তব্য দেখা'য়ে!
ত্যজিয়াছি অভিমান পৌরুষ গরব,
অন্তরে জেনেছি আমি ক্ষুদ্র ক্রীড়নক—
শক্তিহীন তব করে!
বল প্রভু! অন্তর আকাশ পটে,
চকিতে ফুটিয়া উঠি বিজলীর মত,
হাসিয়া মধুর হাসি বল প্রভু মোরে—
পরিগ্রহ অথবা উপেক্ষা!

(কুমার দেবীর প্রবেশ)

কুমার। সমুদ্র! প্রস্তুত হও!
কল্য প্রাতে মগধের সেনা
নর্ম্মদার তীর বাহি হইবে ধাবিত—
নব দিগ্বিজয় তরে ২ণ অধিকারে
পশ্চিম ভারতে!
বিশ্রামের নাহি অবসর!
সমুদ্র। শোন মাতা—
মণিয়ারে যদি আমি করি পরিণয়—

কুমার। মণিয়া! কে মণিয়া?

সমুদ্র। ভুলিলে তাহারে?
রক্ষিল জীবন মোর গুপ্তহন্ত্রী করে—
মগধের প্রাসাদ তোরণে?—

কুমার। বুঝিয়াছি—
হায় যুবকের প্রেম!
বড় না বাসিতে ভাল দত্তারে তোমার?

সমুদ্র। মাতা! মাতা! শুনিবে সে কথা?
বন্ধুহীন শত্রু পুরীমাঝে—
আপনার সতীধর্ম্ম দিয়ে বিসর্জ্জন—
দত্তারে করিল রক্ষা!

কুমার। চণ্ডালিনী? ধর্ষিতা আবার?
যাহা ইচ্ছা কর তব—সু'ধাও না মোরে!
মগধ সম্রাট তুমি—
ইচ্ছা হয় ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশ হ'তে—
যত ইচ্ছা কন্যা-রত্ন কর আহরণ!

(সমুদ্র প্রস্থানোদ্যত)

শোন পুত্র! করিও না অভিমান!
অনুলোম পরিণয় ছিল শাস্ত্র বিধি,
কিন্তু এবে নিন্দিত সমাজে!
তবু যদি না হইত চণ্ডালিনী!
আর্য্যধর্ম্ম জাতিচ্যুত করিবে তোমারে!
শুধু তাই নয়—পতিতা ধর্ষিতা সেই নারী!
ধিক্ পুত্র! উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তোমার!

শোন রে সমুদ্র !
দত্তা পরিগ্রহ ফলে—
উঠিবে ভীষণ ঝঞ্ঝা ভারত ব্যাপিয়া !
অপহৃতা দত্তাদেবী ব্যাঘ্রদুর্গে আসি
কেমনে বঞ্চিল কাল নাহি জানে কেহ !

সমুদ্র। জানিবার কোন্ প্রয়োজন ?
সত্যধর্ম্ম দেহে নয়—সত্যধর্ম্ম মনে !
দত্তারে যে কহিবে অসত্য—
রক্ত তার করিব দর্শন।
নহি আমি রামচন্দ্র—
না করিব পত্নীত্যাগে প্রজানুরঞ্জন
মিথ্যা অপবাদে।

কুমার। যেতে দাও।
আছে আশা দিগ্বিজয় গৌরবে তোমার—
বিস্মরণে ডুবে যাবে দত্তার কাহিনী।
কিন্তু পুনঃ চণ্ডালিনী পতিতারে
পরিণয় কর যদি তুমি—
না সহিবে আর্য্য জাতি এত অনাচার।
হারাবে সমাজ তুমি—হারাবে মগধ ;
ত্যজি রাজাসন,
চণ্ডাল কুটীরে হবে লইতে আশ্রয়—
রঘুবর সম !
ভেবে দেখ—নিজকরে হানিও না চরণে কুঠার।

(প্রস্থান)

সমুদ্র। কর্ম্মহীন ধর্ম্মহীন ধর্ম্মধ্বজী দল
শাসন করিবে মোরে রক্ত আঁখি তুলি—
সেই ডরে হৃদয় ধর্ম্মেরে
কণ্ঠ চাপি করিব বিনাশ ?
জাতি সৃষ্টি কে করিল ?
চণ্ডালিনী কেন এত হেয় ?
ধিক্ আর্য্যজাতি—
নাহি চাহে হৃদয়ের মহিমার পানে !
ধর্ষিতা ! পতিতা !
কারে কহে সতীত্ব সমাজ ?
প্রেমাস্পদ তরে নিঃশেষে চরম আত্মদান,
কণামাত্র প্রতিদান না করিয়া আশা—
সেই স্বর্গীয় ত্যাগের বিনিময়ে—
কলঙ্কিনী হইল মণিয়া ?
—গড়িব নূতন ধর্ম্ম, নবশাস্ত্র করি প্রণয়ন,
জাতি যাহে লুপ্ত হবে,
আত্মা হবে কৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় !
বিবেক স্বাধীন হবে মানব সমাজে ! (প্রস্থান)

(মণিয়ার প্রবেশ ও গান)

হা হা নিঠুর নিঠুর শ্যামরায় !
হাম অভাগিনী, জনম গোঙায়নু বিফলে তুহারি কামনায় ॥
বিজুরী-উজর-দিঠি সরসিজ-নয়ানে মনসিজ-বন্ধন-ফাঁস,
সরসিজ-সুরভি সরস অধর পুটে মধুর মধুর মৃদু হাস,
রে কানু ! রে কানু ! তোহারি চরণ ধ্যানে দিবস-বরষ চলি যায় !

উপবন রহসি চাঁদিনী রাতিয়া বন্‌শী ফুকারিলি কান !
উচাটন কামিনী পন্থ-বিজনমে ধাওল আকুল পরাণ—
কাঁহা তু নাগর, ভেট মিলব কিয়ে মরণ-গহন তমসায় !

(সমুদ্র গুপ্তের প্রবেশ)

সমুদ্র । মণিয়া ! মণিয়া মোর !
কেন এত করুণ সঙ্গীত ?
সুরের ঝঙ্কারে কেন ফেটে পড়ে এত
হৃদয়ের রাঙ্গা রক্ত ধারা ?— (মণিয়া প্রস্থানোদ্যত)
যা'স্‌নে মণিয়া—শোন্‌ কথা !
বড় দাগা পেয়েছিস তুই !
তোর জ্বালা দে আমারে সব—
আমি জুড়াইব তোর প্রাণের বেদনা !

মণিয়া । না, না—আমি তোমার কাছে যাব না ত ! আমি তোমায় ছোঁব না ত রাজা ! শুধু দূর থেকে তোমায় দে'খ্‌ব ! না—আর তোমায় দেখ্‌ব ও না ! আমি আর সে মণিয়া নই গো—সে মণিয়া নই ! দূর থেকে দেবতাকে দেখে যার তৃপ্তি হ'ত আমি আর সে মণিয়া নই ! আজ দুরাশার দংশনে, হতাশার দাহনে প্রাণ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ! আজ যে—আজ যে—হারে হতভাগি ; এ কামনা তোর পোড়া প্রাণে কেন এল ? কেন এল ?

(বক্ষে করাঘাত)

সমুদ্র । পূর্ণ হোক সে কামনা তোর—
আয়রে মণিয়া !

মণিয়া । কি ব'ল্‌ছ—কি ব'ল্‌ছ ? চণ্ডালিনী ! চণ্ডালিনী ! পতিতা ! তাকে কাছে ডা'ক্‌ছ ? তাকে বুকে তুলে নেবে ? ওঃ—বুঝেছি—দয়া ?

দয়া? দয়া? দয়ায় গ'লে গেছ রাজা?—না, না, না, দয়া কেন? যদি ভুলই হয়—এক মুহূর্তের জন্য এই ভুলই আমার সত্য হো'ক্! ভালবাসা! ভালবাসা! বল রাজা—চণ্ডালিনীর ওপর, পতিতার ওপর এ তোমার সত্যকা'র ভালবাসা! একবার তাই বল রাজা! তাই আমি বিশ্বাস ক'রব—যতই অসম্ভব হোক্ না কেন—তাই আমি বিশ্বাস ক'বর! (বক্ষে পতন) বল—বল—একবার তাই বল!

সমুদ্র। মণিয়া! মণিয়া মোর!
—একি!
কোথা দত্তা! দত্তা! দত্তা!— (দ্রুত প্রস্থান)

মণিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—কুকুর নৈবেদ্য খেতে গিয়েছিল—কুকুর নৈবেদ্য খেতে গিয়েছিল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— (প্রস্থান)

(দত্তার প্রবেশ)

দত্তা। কোথায় মণিয়া? নাহি পাই খুঁজে!
কোথা নাথ?—কই কেহ নাহি! (উপবেশন)

(সমুদ্র গুপ্তের প্রবেশ)

সমুদ্র। দত্তা! দত্তা!
কই পারি দত্তা! কই পারি?
(দত্তার ক্রোড়ে মুখ লুকাইলেন)

দত্তা। দেবতা আমার!
ক্ষমা কর মোরে।
আর নাহি দিব উপদেশ—
আর না করিব অনুরোধ!
অভাগী মণিয়া। হায়!

বিধাতা রচিলা জাল—
তিনি ভিন্ন কে তাহা খুলিবে !

সমুদ্র। দত্তা ! ভাগ্যহীন আমি—
মণিয়ার দগ্ধ প্রাণে—
করিয়াছি নিষ্ঠুর আঘাত।

(মণিয়ার প্রবেশ)

মণিয়া। না—ন,—দেবতা আমার !
নিষ্ঠুর ত নহে সে আঘাত !
নিমেষের তরে—
পাপ প্রাণে এসেছিল মোহ !
তোমার মঙ্গল হস্ত—
করুণায় ভেঙ্গে দিল তারে !
ভাঙ্গিয়াছে মোহ—টুটে গেছে ভুল !
দেখিনু দেবতা—
প্রতি রক্তকণা মাঝে তব
মিশে আছে দত্তার মূরতি—
আর কারো তিল ঠাঁই নাই সেথা !
ভেঙ্গে গেছে নিমেষের মোহ—
বিদায় দেবতা !
অভাগিনী—
আপনারে করিনা প্রত্যয় আর—
এ বড় বিষম প্রলোভন !
নীচ চণ্ডালিনী—

শিখিনি সংযম—
হেথা সেথা ধাই প্রবৃত্তির বশে শুধু !
না জানি কি ঘটাব প্রমাদ শেষে !—
তোমার সুখের গেহে
না জানি কি অগ্নি দেব জ্বেলে !
যাই প্রভু !
কর আশীর্ব্বাদ—
পরলোকে দত্তার মাঝারে
লীন হয়ে যেতে পারি যেন !
আপনা মিশায়ে যেন দত্তার মাঝারে
ধন্য হই তব স্নেহ পেয়ে !

দত্তা। কোথা যাবি মণিয়া আমার ?
যেতে কেন দিব !

মণিয়া। দিতেই হবে যে রাণি।
উঃ— (পতন)

দত্তা। মণিয়া ! মণিয়া ! বোন !
(বসিয়া মণিয়াকে ধরিলেন)
একি ! মণিয়া ! মণিয়া !
মুখে চোখে গভীর যাতনা !
নীল গণ্ড দুটী—
দেখ—দেখ প্রভু ! একি ?

সমুদ্র। মণিয়া ! মণিয়া !

মণিয়া। কিছু নয় রাণী !
বড় উগ্র বিষ !

সমুদ্র। বিষ!

দত্তা। বিষ!

সর্ব্বনাশি! বিষ পান করিলি অভাগিনী!

মণিয়া। তাই রাণি তাই!

এই ভাল—এই ভাল!

কাঁটা হয়ে কেন ফুটে রব দেবতার পায়ে?

(সমুদ্রের চরণ ধরিয়া)

প্রভু! দেবতা আমার!

ঈশ্বর আমার।

হৃদয়ের রাজা মোর।

ক'রেছিনু বড় স্পর্দ্ধা!

ক্ষমা ক'রো মণিয়ারে ভব!

নিমেষের অমৃত পরশ সেই—

ধন্য যে করেছে মোর চণ্ডাল জনম!

করিও না রোষ প্রভু!

যাই আমি।

যবে চ'লে যাব নাথ—

প্রাণহীন এ দেহের পরে

একবার দেখিবে কি চেয়ে

স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে?

একবার করুণায়—

নহে প্রেমে—শুধু কৃপা ভরে একবার—

মৃতের ললাটে শেষ

একটী চুম্বন দিয়ে দিবে কি বিদায়

অনন্তের পথে ?
অন্ধকার ! অন্ধকার !
না—না—
প্রগাঢ় তিমির ভেদি
উজল মূরতি ওই প্রভুর আমার
ফুটে ওঠে শত শশী সম—
আলোকিত করি মোর পথ !
সুন্দর ! সুন্দর !

(মৃত্যু)

(দত্তার রোদন)

সমুদ্র। দত্তা ! দত্তা !
চ'লে গেল সোণার মণিয়া !

—:*:—

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনী।

শুক্রবার—৮ই কার্ত্তিক—১৩৩৬।

অধ্যক্ষ	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (**দানীবাবু**)
অভিনয়-শিক্ষক ও প্রযোজক	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
সুরসংযোজক	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
নৃত্যশিক্ষক	...	শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র
স্মারক	...	শ্রীগোবর্দ্ধন পাল
		শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল

মুদ্রগুপ্ত	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
	...	শ্রীবঙ্কিম দত্ত
	...	শ্রীগণেশ গোস্বামী
	...	শ্রীসতীশ চট্টোপাধ্যায়
সেন	...	শ্রীহীরালাল দত্ত
রক	...	শ্রীমণীন্দ্র ঘোষ
রধ্বজ	...	শ্রীবিজয় কার্ত্তিক দাস
ত্রেশ্বর	...	শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়
বুবর	...	শ্রীব্রজেন্দ্র সরকার
রসেন	...	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
লিঙ্গরাজ	...	শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র
ভারাম	...	শ্রীশক্তিপদ ভৌমিক
রসেন	...	শ্রীসত্যচরণ শীল

মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ	.	শ্রীহরিদাস ঘোষ
মণ্টু	..	শ্রীকালিচরণ গোস্বামী
নেকড়ে	...	শ্রীকালিপদ গুপ্ত
সৈন্যাধ্যক্ষ	...	শ্রীকৃষ্ণধন কুণ্ডু

শীকারিগণ, অনুচরগণ, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ,দূত :—শ্রীঅমূল্য মুখোপাধ্যা

গিরিজা চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত চক্রবর্ত্তী, সুশীল বসু, মদন মোহন

দত্ত, বৈদ্য নাথ সেন, পশুপতি চক্রবর্ত্তী,

কালিপদ চট্টোপাধ্যায়।

কুমারদেবী	...	শ্রীমতী শশিমুখী
দত্তাদেবী	.	শ্রীমতী ঊষাবতী
মণিয়া	..	শ্রীমতী সরযূবালা
কালনাগিনী	...	শ্রীমতী আঙ্গুর বালা

নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, রমণীগণ, পরিচারিকা—শ্রীমতী নিরুপ

দুর্গাবালা, প্রমোদিনী, বাণাবালা, বাণাপাণি, কমল বালা,

প্রমোলা বালা, অন্নদাময়ী. দেবলাবালা, রাজলক্ষ্মী,

কালিদাসী, কিরণবালা, নির্ম্মলাবালা, রাধারাণী,

মলিনাবালা, শতদল, কালিদাসী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

অভিনয় কালে মনোমোহন থিয়েটারে নাটকের শেষ দৃ

বর্জ্জিত হইয়া থাকে।